Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/106	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	? c.1880
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Purnachandra Gangyopadhyay 36 Bhabanicharan Datta Lane, Pataldanga.
Author/ Editor:	Upendranath Mitra	Size:	12.5x20cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Nana Saheb	Remarks:	"Bharater sukhsapna"

"ভারতের সুখ-স্বপ্ন !!"

নানা সাহেব।

বা

(বৃটীশ গৌরব রবি ভারত গগনে।)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

(কলিকাতা, পটোলডাঙ্গা, ভবানীচরণ দত্তের গলিস্থ ৩৬ নং বাটী
প্রতিভা কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

মূল্য ।৵০ বার আনা।

নিবেদন।

বঙ্গীয় বুধমণ্ডলীর নিকট আমার নিদেন এই যে, আমার "নানা-সাহেব" সমাপন করণ প্রতিজ্ঞা হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে যে যে মহাত্মা সাহায্য করিয়াছিলেন ; আমি সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহাদের উদ্দেশে মিনতি প্রকাশ করিলাম। আমার"রহস্য প্রতিভার"প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কল্পনা প্রকাশ করিতে, বন্ধুবর শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যেমন ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কার্য্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন ; তদনুরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া. "নানা-সাহেবেরও" কার্য্যাধ্যক্ষতা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমার সাহায্যকারীগণ ও আমি তাঁহার নিকটে সর্ব্বসমক্ষে ঋণী রহিলাম।

পুস্তকখানির প্রথম প্রকাশনের অতি দ্রুততানিবন্ধন স্থানে২ বর্ণাশুদ্ধি আছে, তাহা পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিয়া, নিজ গুণে সংশোধন করিবেন। ভরসা করি দ্বিতীয় প্রকাশনে সংশোধন করিব।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

ভ্রম।

ভ্রমবশতঃ এই পুস্তকের স্থানে২ "লেক" সাহেবের নাম উল্লেখ হইয়াছে, সে সকল স্থানে "লেক" না হইয়া, "নীল" সাহেবের নাম হইবে। ৫৮পৃষ্ঠার অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের নিম্নে নির্দ্দিষ্ট বিষয় "অহল্যার প্রয়াস।" হইবে। ১৮৫ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তিতে "স্বীকার কর" স্থানে "স্বীকার করুন" হইবে। ঐপৃষ্ঠার ৮ম পংক্তিতে "পরিত্যাগ করুন" স্থানে "পরিত্যাগ কর" হইবে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত "প্রতাপ সংহার" নামক যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য বিষয়ক মহাকাব্য প্রতিভার নিয়মে অবিলম্বেই প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, অগ্রে নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক।

সূচী পত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	...	...	১
উপক্রমণিকা	...	...	৪
আশার অঙ্কুর	...	...	৮
হিউগ সাহেব	...	...	১৭
সুখস্বপ্ন	...	...	২৫
নানকচাঁদ	...	...	৩৪
হিউগের বীরত্ব	...	...	৪০
বিদ্রোহীগণের প্রয়াস—কর্ণপুর রণক্ষেত্র		...	৪৫
সেনাপতি বল্লারাও	...	...	৫০
অহল্যার প্রয়াস	...	...	৫৮
শিবপ্রসাদস্বামীর কৌশল	...	...	৬৪
ত্রিশূলী-বজ্র—সর্ব্বনাশের বীজ !!	...	...	৬৯
শোভাদা বাটী	...	...	৭৭
আক্রমণ	...	...	৮১
আক্রমণের পরিণাম	...	...	৮৫
কুসুমে কীট	...	...	৮৯
ভারতের—সুখ—স্বপ্ন !!	...	...	৯৮
নানার অধিবেশন	...	...	১০১
সুখস্বপ্নের প্রবলতা	...	...	১০৫
মহামতি ক্যানিং	...	...	১১০
বিষ-বীজের অঙ্কুর	...	...	১১৪

বিষয়			পৃষ্ঠা
প্রণয়ের দ্বিতীয় চিত্র	...	...	১২১
প্রণয়ের তৃতীয় চিত্র	...	...	১২৬
বিষাঙ্কুরের প্রবলতা	...	...	১২৯
বিষাঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল	...	...	১৩০
শিবপ্রসাদের প্রথম কৌশল	...	...	১৩৭
শিবপ্রসাদের দ্বিতীয় কৌশল	...	...	১৪২
তেজোহীন কাল ফণি	...	...	১৪৬
নানকচাঁদের আশা	...	...	১৫০
অস্তগমনোন্মুখ তপন	...	...	১৫৩
আঘাত প্রাপ্ত ভুজঙ্গ	...	...	১৫৮
ইংরাজ আক্রমণ	...	...	১৬১
পিশাচ মহল—মহাহত্যা !	...	...	১৬৪
বল্লার অভিষেক	...	...	১৬৯
নবীনা বিরহিণী	...	...	১৭৭
চণ্ডালতা	...	...	১৮০
ঝান্সীর মহারাণীর মৃত্যু	...	...	১৮২
বল্লার সমর	...	...	১৮৫
অহল্যা সম্মিলন	...	...	১৯০
নানা ধুন্ধুপন্থের পরিণাম	...	...	১৯৩
উপসংহার।	...	...	১৯৭

নানা-সাহেব।

বা

(বৃটীশ গৌররবি—ভারত গগনে।)

অবতরণিকা।

নির্মল শারদীয় গগন পটস্থ রাখী পূর্ণশশীর প্রভার অনুকরণ করা কি জোনাকীর সম্ভব !! অনন্ত বারিধির অমেয় বারিতেও অতৃপ্ত—তৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা কি সামান্য তড়াগের কায !! আজ আমি কি বলিতে বসিলাম। যাহা মনে করিলে জন্ম পবিত্র হয়, যাহা মনে করিলে জীবনকেও কৃতার্থ জ্ঞান করা যায় !! যাহা মনে করিলে আমার ন্যায় বাঙ্গালী নন্দনকানন হস্তে প্রাপ্ত হয় ! আজ কি আমি তাহাই প্রকাশ করিতে বসিলাম। আজ এই স্তিমিত তেজসম্পন্ন বঙ্গে স্তিমিত প্রতাপী বঙ্গবাসীর সম্মুখে—হৃদয়—খুলিয়া কি গাহিতে বসিলাম !!——বীর-গীত !!—ধুন্ধুপন্থ নানা-সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত বা ভারতের সুখ স্বপ্ন !! না—"বৃটীশ গৌরবরবি ভারত গগনে।" কি ভয়ানক কল্পনা !—এক দিকে হিন্দুকুল সূর্য্য মহারাষ্ট্র কঙ্কন বাজীরাওয়ের পুত্র—নানা-সাহেবের ভারত একছত্রী করণ প্রয়াশ——আর এক দিকে ভীষণ ভীষণ প্রমত্ত গজকুলসম শত্রুকুল সংহারী বৃটীশ কেশরী মহামতি ক্যানিং ও লেক সাহেবের ভীম গর্জ্জন। আমি কি ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে বসিয়াছি ! ভিক্ষুকের মণিলাভ লালশা—। কোথায় মহারাষ্ট্রকুল কঙ্কন—ভারতের সুখ কল্পনাস্থল নানা-সাহেব—কোথায় বীরকুল শার্দ্দুল মহামতি ইংরাজ-রাজগণ-আর কোথায় আমি !! কি করি—কুহকিনী আশা আমাকে বারে বারে এইরূপ

ভয়ানক কার্য্যে হস্ত প্রদানে অভিলাষ প্রকাশ করিতে বলিতেছে। সেই আশা বলেই আজ ঃ—ভারত গগনের ধূমকেতুর স্বরূপ বীরবর নানা সাহেবের বিদ্রোহনল ঃ—যে রূপে সমুদ্রের তরঙ্গ নিচয় স্বরূপ অনন্ত ও অচল বৃটীশ-গণের পক্ষে বাড়বানল হইয়া কর্ণপুর রণক্ষেত্র দগ্ধ করিয়াছিল ঃ—যেরূপে বৃটীশকুল শেখর বীর—মৃগেন্দ্র ভারত শাসন কর্ত্তা ক্যানিং ও সেনাপতি লেক সাহেবের—রোষানল প্রদীপ্ত হইয়া সেই নানার বাড়বানলরূপী বিদ্রোহানলকে নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। তাহা প্রকাশ করিতে বলিলাম।

যে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া বৃটনীয়গণ সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি আপনার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। যে বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিয়া বৃটনীয়গণ ভারতের তপন—ভারতের চন্দ্র—ভারতের অনিল—ভারতের সলিল প্রভৃতিকে ভীমতেজে শাসন করিতেছেন। আজ সেই মহাগীত হৃদয় ভরিয়া চিরদুঃখী চিরস্তিমিততেজী বাঙ্গালীর সম্মুখে গাহিব। যেমন অশান্তি সম্পন্ন মন শ্রুতি কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হয়—আজ এই মহাগীত শ্রবণে আজীবন ক্ষুব্ধচিত্ত বাঙ্গালীর জীবন ক্ষণকালের জন্যও বিস্মিত হইবে।

হে কবি হেমচন্দ্র!! তুমি আপনার কার্য্যে রত হইয়া ভুবনমোহন ভেরী ধ্বনিতে এই হতভাগ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন কর?

হে কবি নবীনচন্দ্র!! তুমিও জন্ম জন্ম পলাসীর ক্ষেত্রের চিত্র তুলিয়া হীনজীব বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান কর?

হে বিজ্ঞ রামদাস সেন!! তুমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছ—সেই ব্রতেই দীক্ষিত থাকিয়া মানব জন্ম সফল করিবার কারণ দাসব্রতরত বাঙ্গালীর হৃদয়ে পূর্ব্ব স্মৃতি উদিত করিয়া দাও?

হে আনন্দরাম! তুমি যে প্রতিভা বলে মাতৃভাষার উন্নতী করিয়া বিজাতীয়গণের হৃদয়ে চমক উথলিয়া দিতেছ? সেই মহাকার্য্যেই যেন জন্মান্তরে নিরত থাকিয়া হীনপ্রতিভ বাঙ্গালীকে অনুচর কর?

হে রাজহিতৈষী কৃষ্ণদাস!! তুমি যে কাজ করিয়া বঙ্গে যশস্বী হইয়াছ, সেই কৌশলেই আজন্ম দীক্ষিত হইয়া অধীন বাঙ্গালীর হৃদয়ে রাজভক্তি শিক্ষা প্রদান কর।

হে শিশির কুমার ঃ—তোমার ধৃতি—দৈব দত্ত!! তুমি সেই ধৃতিবলে অমৃত বাজারের অমৃত সিঞ্চন করিয়া হীনজাতি বাঙ্গালীর অন্তঃকরণে জ্যোতিঃ প্রদান কর!

হে বঙ্গ বন্ধু সুরেন্দ্র!! তুমি যে দীপ্তিময় উত্তেজনায় বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিতেছ, তেমনি উত্তেজনা জন্ম জন্মান্তরেও এই হতভাগ্য বাঙ্গালীগণকে মুগ্ধ করিও?

আর কত নাম করিয়া ডাকিব!! ধৃতিমান নবগোপাল প্রভৃতি যে যেখানে থাকো সকলকেই আমি এই মহাগীত রচনার প্রথমে প্রণাম করিলাম। আশা আশীর্ব্বাদ!! আমি আজ আমার জীবনের একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়া এই মহাগীতের ভেরী বাজাইলাম—উন্মত্ত বঙ্গবাসী—যে যে ভাবে বাস কর, একবার শ্রবণ করিও; কি লিখিতে বসিলাম? —ভারতের সুখ স্বপ্ন!! ইহা যথার্থ ভারতের সুখ—স্বপ্ন!! নিশীথ স্বপ্ন যেমন নিদ্রাঘোরেই দেখা যায়—নিদ্রার বিলীনে লয় পায়! আজ আমার এ স্বপ্নও তেমনি হইবে।

পরিণামে বক্তব্য এই যে আজ কাল ইংরাজ রাজপুরুষগণ বঙ্গভাষার উপরে যেরূপ বিতৃষ্ণ; তাহাতে এই ভীষণ ব্যাপার রচনা করা অসমসাহসিকতার কায! সেই কারণে রাজ পুরুষগণের নিকটে আমার করযোড়ে এই ভিক্ষা ঃ—যেমন প্রবল অগ্নি শিখার নিকটে হীনজ্যোতিঃ সম্পন্ন কীটের জীবন প্রদান ভিন্ন জয়লাভ অসম্ভব তেমনি—অপরিপক্ক সামর্থ সম্পন্ন নানা-সাহেবের প্রভূত পরাক্রমশালী বৃটনীয়গণের বিপক্ষে বিদ্রোহী হওয়াও অসম্ভব হইয়াছিল ঃ—তাহারই কয়েকটী কথা ইহাতে লিখিত হইবে।

ইহাতে নানা সূর্য্য অস্তে যাইবে; ভারতের সূর্য্য বৃটনের দাস হইবে, ভারত রাজরাজেশ্বরী জননী ভিক্টোরিয়ার নাম ভারত সমীরণ গাহিবে, বৃটীশ কেতন বায়ুভরে উড্ডীয়মান থাকিয়া হিমালয়ে অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কুমারিকা জনপদ বাসীগণের হৃদয়ে বৃটীশ প্রতাপ জাগাইয়া দিবে!!

১১ই ভাদ্র
১২৮৬ শাল

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।
(বঙ্গ সংসারের অমূল্য চিত্র ‘রহস্য-প্রতিভার’ চিত্রকর!)

ভারতের সুখ স্বপ্ন!!

নানা-সাহেব।

বা

(বৃটীশ গৌরবরবি ভারত গগনে।)

উপক্রমণিকা।

দেখিতে দেখিতে ইংরাজগণ ভারত সিংহাসনে আজ শত বৎসর রাজত্ব করিলেন। সেই দিন—যে দিন ১১৬৪ শালে পলাসীর প্রাঙ্গনে বৃটীস কুলকেশরী মহাত্মা ক্লাইব সিরাজকে হত করিয়া ভারতে বৃটীশকেতন উড্ডীন করেন। যে দিন ফোর্টউইলিয়াম দুর্গের পদদেশে দুঃখিতা ভাগিরথী প্রাকৃতিক নিয়মে কুল কুল করিয়া বাহিত হইয়াছিলেন। আর আজ একদিন—বৃটীশ শাসনের আজ আর একদিন!! * ১২৬৪ শালের বসন্তকাল সমাগত হইয়াছে। মধুমাহাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিবাদনার্থে পৃথিবী তোরণে চুত প্রভৃতি বৃক্ষাবলী মাঙ্গল্য প্রদর্শনার্থে নবমুকুলে মুকুলিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কলকণ্ঠ পিককুল মধুর কাকলিতে স্তুতিবাদ করিতেছে। মধুলোভা মধুকরবৃন্দ গুন গুন ধ্বনিতে বসন্ত সমাগম বার্ত্তা দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত করিতেছে। অশোক, কিংশুক, নাগ প্রভৃতি বৃক্ষাবলী স্ব স্ব পুষ্প লইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিতেছে।

* আমরা যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া এই ইতিহাসের উপাখ্যান ভাগ মহাত্মা—(G. O. Trevlyan, the authar of 'The Competition Wallah' সাহেব প্রণীত; খৃঃ ১৮৬৫ শতাব্দিতে লণ্ডননগরে মুদ্রিত (Cawnpore) নামক পুস্তক হইতে গ্রহণ করিলাম।

আকাশের চন্দ্রমা হাসিতে২ চন্দ্রাতপরূপে নক্ষত্রাবলীর সহিত গগনে উদয় হইতেছে। আকাশের তপন বসন্তের সাহায্যে কমলিনীকে পুনরায় পাইবার ইচ্ছার প্রত্যহ বসন্তের সহিত আলাপের কারণ পূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্তে যাইতেছে। মলয়জ অনিল চামরীবেশে চামর হস্তে মৃদু বীজন করিতেছে। প্রকৃতি প্রভাবে আজ পৃথিবী নূতনবেশ ধারণ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতে ইংরাজগণ মহারাষ্ট্র রাজ্য হস্তগত করিয়া পেশোয়ারাজ বাজীরাওকে মহা সম্মানের সহিত তাঁহার রাজ্যের পরিবর্ত্তে পুন্যতোয়া গাঙ্গিনীর বক্ষস্থিত কর্ণপুর নগরের সন্নিহিত বিটুরনগর ও বার্ষিক বন্দোবস্তে অষ্টলক্ষ হিসাবে টাকা প্রদান করিতেন। প্রাচীন বীর বাজীরাও বৃটীশ শাসনে হীনপ্রভ হইলে তাহাতেই সম্মত হইয়া ইংরাজ প্রসাদ বিটুরনগর ও বার্ষিক হিসাবে অষ্ট লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও তিনি আজন্ম পুত্রের মুখ দেখিতে পায়েন নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়ার ও অন্তিমের ক্রিয়াদির—কারণ তিনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে বোম্বাই নগরস্থ জনৈক স্বজাতীয় বণিকের ** অপরূপ রূপবান ও অমিত তেজসম্পন্ন একটী পুত্রকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। বণিকের নাম সিরাকধুন্ধুপন্থ ছিল। পুত্রটী তাঁহার অতিযত্নের বলিয়া তিনি পুত্রের নাম "নানাধুন্ধুপন্থ" রাখিয়া ছিলেন। সেই—নানাই—মহারাষ্ট্রাধিপতি বাজীরাওর পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন। পূর্ণশশীর ন্যায় নানা—দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া বাজীরাওর আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে করালমূর্ত্তি কাল আসিয়া নানার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রবীন বাজীরাওর জীবন গ্রাস করিল। নানা পিতার প্রেতকার্য্য সমাধান করিয়া পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন। তিনি বাল্য কাল হইতে বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা অস্ত্র শিক্ষা ভাল বাসিতেন। বাজীরাও তাঁহাকে যথাযথ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ট দেখিয়া সযতনে সেই বিদ্যাই শিক্ষা প্রদান

** মহারাষ্ট্র ইতিহাসে জানাযায়—যে সিরাকধুন্ধুপন্থ যৌবন কালে মহারাষ্ট্র রাজ সংসারে উন্নত কর্ম্মচারী ছিলেন, রাজবংশ হীনপ্রতাপ হইলে তিনি তুলার বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

করিতেন। শেষে তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে যত্নের নিধিস্বরূপ ভারত বিখ্যাত স্বীয়—অসি নানার হস্তে প্রদান করেন। ইতিহাসে কথিত আছে রণজিতের কোহিনুর হীরা আর বাজীরাওর অসির ন্যায় বিখ্যাত বস্তু ভারতে আর ছিলনা। সেই অসি প্রাপ্ত হইয়া নানার আজন্ম ধৃত হৃদয়স্থ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া ইারাজগণের স্থাপিত কর্ণপুর সেনাসন্নিবেশে সর্ব্বদা যাইতেন। তথাকার সেনাপতিগণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। ইংরাজ সেনাপতিগণ নানার ভদ্রতাচরণ দেখিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। এদিকে বাজীরাওর মৃত্যুর পরে ভারতসভা হইতে ইংরাজগণ বাজীরাওকে যে বার্ষিক অষ্ট লক্ষ টাকা প্রদান করিতেন তাহা বন্দ করিলেন এবং বাজীরাও যে সকল তোপধ্বনি সন্মান প্রাপ্ত হইতেন তাহাও বন্ধ করিলেন। নানা মনে মনে বুঝিলেন যে ইংরাজগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেছেন না। তিনি সেই কথা বিলাতে জানাইবার কারণ আজীমুল্লা নামক ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কোন লোককে তঁহোর মোক্তার করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তথায়ও তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

এদিকে আজিমুল্লা আসিবার কালে ইউরোপের শোভা দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়া রুসীয়ার মধ্য দিয়া আসিলেন; সেই সময়ে ইংরাজগণ রুসীয়গণের সহিত ক্রীমীয়া উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আজীমুল্লা মনে মনে একটী নূতন কল্পনা স্থির করিয়া নানার নিকটে আসিয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন। নানা স্বীয় অবমাননায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আজন্ম বাসনা মনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভারত একছত্রী করিয়া পুনরায় ভারতের বক্ষে হিন্দুসিংহাসন বসাইবেন এই কল্পনা স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার অর্থের অভাব নাই, তাঁহার কোষে যে অর্থ আছে তাহাতে ভারত একচ্ছত্রী করণ সহজ হইবে। তিনি সেনা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নানা [illegible] [illegible] বাসিতেন। সেই কারণে দেশ দেশান্তর হইতে [illegible] আসিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় স্বীয় কৌশল দেখাইত। তিনি [illegible] [illegible] বিঠুরনগর

বিনাকরে বাস করিতে অনুমতি ও মাসিক ৪, চারিটাকা করিয়া পুরস্কার দিতেন। এইরূপে প্রায় পঞ্চশত লোক তাঁহার পুরস্কার প্রার্থী হইয়া তথায় বাস করিত। তিনি দেখিলেন--অগন্য সেনা সমন্বিত ইংরাজগণের সহিত বিদ্রোহে এই পঞ্চশত লোকের কি ক্ষমতা যে জয় লাভ করে। প্রবল অনলের নিকটে হীন দীপ্তি প্রদীপ কতক্ষণ দীপ্তিমান থাকে? তিনি অসনে—শয়নে কিউপায়ে ভারতের বক্ষে পুনরায় রত্ন মণ্ডিত হিন্দু সিংহাসন অধিষ্টান করাইবেন, সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে বসন্ত উদয় হইল।

সেই বসন্তকালে শতবর্ষ পরিমিত ইংরাজ শাসিত ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ বৃটীশ বিচারের অন্যায়াচরণ ভাবিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। সেই সময়ে ইংরাজগণ সেনাগণকে যুদ্ধের সুবিধার্থে টোটা ব্যবহার করিতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞ সেনাগণ সেই টোটা হস্তে করিবার পর কে তাহাদের বলিল যে ঐ টোটা গো ও শূকর চর্ব্বিতে নির্ম্মিত। গোরুর কথা শুনিয়া হিন্দুসেনা ক্রোধান্ধ হইল, শূকরের কথা শুনিয়া মুসলমান সেনা ক্রোধান্ত হইল। সকলেই ইরাজগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে সেই কথা নানা জানিতে পারিয়া তাঁহার ব্রত উজ্জাপনের সুবিধা হইবে ভাবিলেন। তিনি এই বিদ্রোহানল বর্দ্ধন করিয়া কি উপায়ে একদিন এই ভারতের স্বাধিন হইয়াছিলেন। বৃটীশ সিংহও কি উপায়ে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন—তাহাই এই আখ্যায়িকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল।

করিতেন। শেষে তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে যত্নের নিধিস্বরূপ ভারত বিখ্যাত স্বীয়—অসি নানার হস্তে প্রদান করেন। ইতিহাসে কথিত আছে রণজিতের কোহিনুর হীরা আর বাজীরাওর অসির ন্যায় বিখ্যাত বস্তু ভারতে আর ছিলনা। সেই অসি প্রাপ্ত হইয়া নানার আজন্ম ধৃত হৃদয়স্থ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া ইরাজগণের স্থাপিত কর্ণপুর সেনাসন্নিবেশে সর্ব্বদা যাইতেন। তথাকার সেনাপতিগণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। ইংরাজ সেনাপতিগণ নানার ভদ্রতাচরণ দেখিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। এদিকে বাজীরাওর মৃত্যুর পরে ভারতসভা হইতে ইংরাজগণ বাজীরাওকে যে বার্ষিক অষ্ট লক্ষ টাকা প্রদান করিতেন তাহা বন্দ করিলেন এবং বাজীরাও যে সকল তোপধ্বনি সম্মান প্রাপ্ত হইতেন তাহাও বন্ধ করিলেন। নানা মনে মনে বুঝিলেন যে ইংরাজগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেছেন না। তিনি সেই কথা বিলাতে জানাইবার কারণ আজীমুল্লা নামক ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কোন লোককে তঁহোর মোক্তার করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তথায়ও তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

এদিকে আজিমুল্লা আসিবার কালে ইউরোপের শোভা দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়া রুসীয়ার মধ্য দিয়া আসিলেন; সেই সময়ে ইংরাজগণ রুসীয়গণের সহিত ক্রীমীয়া উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আজীমুল্লা মনে মনে একটী নূতন কল্পনা স্থির করিয়া নানার নিকটে আসিয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন। নানা স্বীর অবমাননায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আজন্ম সাধ্যব্রত মনে উদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভারত একছত্রী করিয়া পুনরায় ভারতের বক্ষে হিন্দুসিংহাসন বসাইবেন এই কল্পনা স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার অর্থের অভাব নাই, তাঁহার কোষে যে অর্থ আছে তাহাতে ভারত একছত্রী করণ সহজ হইবে। তিনি সেনা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নানা বাল্যাবধি যুদ্ধ ভাল বাসিতেন। সেই কারণে দেশ দেশান্তর হইতে বলীগণ আসিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় স্বীয় কৌশল দেখাইত। তিনি তাঁহাদের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া ভাবী উপকারের আশয়ে বিটুরনগরে

বিনাকরে বাস করিতে অনুমতি ও মাসিক ৪, চারিটাকা করিয়া পুরস্কার দিতেন। এইরূপে প্রায় পঞ্চশত লোক তাঁহার পুরস্কার প্রার্থী হইয়া তথায় বাস করিত। তিনি দেখিলেন--অগন্য সেনা সমন্বিত ইংরাজগণের সহিত বিদ্রোহে এই পঞ্চশত লোকের কি ক্ষমতা যে জয় লাভ করে। প্রবল অনলের নিকটে হীন দীপ্তি প্রদীপ কতক্ষণ দীপ্তিমান থাকে? তিনি অসনে—শয়নে কিউপায়ে ভারতের বক্ষে পুনরায় রত্ন মণ্ডিত হিন্দু সিংহাসন অধিষ্টান করাইবেন, সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে বসন্ত উদয় হইল।

সেই বসন্তকালে শতবর্ষ পরিমিত ইংরাজ শাসিত ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ বৃটীশ বিচারের অন্যায়াচরণ ভাবিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। সেই সময়ে ইংরাজগণ সেনাগণকে যুদ্ধের সুবিধার্থে টোটা ব্যবহার করিতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞ সেনাগণ সেই টোটা হস্তে করিবার পর কে তাহাদের বলিল যে ঐ টোটা গো ও শূকর চর্ব্বিতে নির্ম্মিত। গোরুর কথা শুনিয়া হিন্দুসেনা ক্রোধান্ধ হইল, শূকরের কথা শুনিয়া মুসলমান সেনা ক্রোধান্ত হইল। সকলেই ইরাজগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে সেই কথা নানা জানিতে পারিয়া তাঁহার ব্রত উজ্জাপনের সুবিধা হইবে ভাবিলেন। তিনি এই বিদ্রোহানল বর্দ্ধন করিয়া কি উপায়ে একদিন এই ভারতের স্বাধিন হইয়াছিলেন। বৃটীশ সিংহও কি উপায়ে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন—তাহাই এই আখ্যায়িকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল।

করিতেন। শেষে তাঁহার মৃত্যুর কিছু দিবস পূর্ব্বে যত্নের নিধিস্বরূপ ভারত বিখ্যাত স্বীয়—অসি নানার হস্তে প্রদান করেন। ইতিহাসে কথিত আছে রণজিতের কোহিনুর হীরা আর বাজীরাওর অসির ন্যায় বিখ্যাত বস্তু ভারতে আর ছিলনা। সেই অসি প্রাপ্ত হইয়া নানার আজন্ম ধৃত হৃদয়স্থ উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া ইারাজগণের স্থাপিত কর্ণপুর সেনাসন্নিবেশে সর্ব্বদা যাইতেন। তথাকার সেনাপতিগণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। ইংরাজ সেনাপতিগণ নানার ভদ্রতাচরণ দেখিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। এদিকে বাজীরাওর মৃত্যুর পরে ভারতসভা হইতে ইংরাজগণ বাজীরাওকে যে বার্ষিক অষ্ট লক্ষ টাকা প্রদান করিতেন তাহা বন্দ করিলেন এবং বাজীরাও যে সকল তোপধ্বনি সন্মান প্রাপ্ত হইতেন তাহাও বন্ধ করিলেন। নানা মনে মনে বুঝিলেন যে ইংরাজগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেছেন না। তিনি সেই কথা বিলাতে জানাইবার কারণ আজীমুল্লা নামক ইংরাজী ভাষাজ্ঞ কোন লোককে তঁহোর মোক্তার করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তথায়ও তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইল।

এদিকে আজিমুল্লা আসিবার কালে ইউরোপের শোভা দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করিয়া রুসীয়ার মধ্য দিয়া আসিলেন; সেই সময়ে ইংরাজগণ রুসীয়গণের সহিত ক্রীমীয়া উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতেছিলেন। আজীমুল্লা মনে মনে একটী নূতন কল্পনা স্থির করিয়া নানার নিকটে আসিয়া যথাযথ বর্ণনা করিলেন। নানা স্বীর অবমাননায় অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার আজন্ম সাধ্যব্রত মনে উদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ভারত একছত্রী করিয়া পুনরায় ভারতের বক্ষে হিন্দুসিংহাসন বসাইবেন এই কল্পনা স্থির করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার অর্থের অভাব নাই, তাঁহার কোষে যে অর্থ আছে তাহাতে ভারত একছত্রী করণ সহজ হইবে। তিনি সেনা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নানা বাল্যাবধি যুদ্ধ ভাল বাসিতেন। সেই কারণে দেশ দেশান্তর হইতে বলীগণ আসিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় স্বীয় কৌশল দেখাইত। তিনি তাঁহাদের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া ভাবী উপকারের আশয়ে বিটুরনগরে

বিনাকরে বাস করিতে অনুমতি ও মাসিক ৪, চারিটাকা করিয়া পুরস্কার দিতেন। এইরূপে প্রায় পঞ্চশত লোক তাঁহার পুরস্কার প্রার্থী হইয়া তথায় বাস করিত। তিনি দেখিলেন--অগন্য সেনা সমন্বিত ইংরাজগণের সহিত বিদ্রোহে এই পঞ্চশত লোকের কি ক্ষমতা যে জয় লাভ করে। প্রবল অনলের নিকটে হীন দীপ্তি প্রদীপ কতক্ষণ দীপ্তিমান থাকে? তিনি অসনে—শয়নে কিউপায়ে ভারতের বক্ষে পুনরায় রত্ন মণ্ডিত হিন্দু সিংহাসন অধিষ্টান করাইবেন, সেই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে বসন্ত উদয় হইল।

সেই বসন্তকালে শতবর্ষ পরিমিত ইংরাজ শাসিত ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ বৃটীশ বিচারের অন্যায়াচরণ ভাবিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল। সেই সময়ে ইংরাজগণ সেনাগণকে যুদ্ধের সুবিধার্থে টোটা ব্যবহার করিতে বলিয়া ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞ সেনাগণ সেই টোটা হস্তে করিবার পর কে তাহাদের বলিল যে ঐ টোটা গো ও শূকর চর্ব্বিতে নির্ম্মিত। গোরুর কথা শুনিয়া হিন্দুসেনা ক্রোধান্ধ হইল, শূকরের কথা শুনিয়া মুসলমান সেনা ক্রোধান্ত হইল। সকলেই ইরাজগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ করিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে সেই কথা নানা জানিতে পারিয়া তাঁহার ব্রত উজ্জাপনের সুবিধা হইবে ভাবিলেন। তিনি এই বিদ্রোহানল বর্দ্ধন করিয়া কি উপায়ে একদিন এই ভারতের স্বাধিন হইয়াছিলেন। বৃটীশ সিংহও কি উপায়ে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন—তাহাই এই আখ্যায়িকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আশার অঙ্কুর।

হাসিতে হাসিতে বসন্তের সহিত ১২৬৪ শতাব্দি অস্তমিত হইলেন। ১২৬৫ শতাব্দি আগমন করিলেন। তপন দেব প্রখর কিরণে পৃথিবীকে পরিক্লান্ত করিবার কারণ বিশাখা নক্ষত্রে গমন করিলেন। সেই সময়ে একদা পূর্ণিমার কৌমূদী পৃথিবীকে আনন্দে নাচাইতেছেন—পূর্ণচন্দ্রমার শোভা দেখিয়া জগতীয় সকলেই আনন্দিত হইতেছে। গাঙ্গিনীর বক্ষে পূর্ণশশীর কিরণ পতিত হইয়াছে। হীরককে গঞ্জনা প্রদান করিবার কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিকুল আনন্দে চন্দ্রের কিরণ মাখিতেছে।

এমন সময়ে বিটুর—রাজ ভবনের অনতিদূরবর্ত্তি একটি মন্দিরের মধ্যে বসিয়া নানা জন্মের মতন হৃদয় ভরিয়া শশাঙ্ক শেখরকে পূজা করিতেছেন। চতুর্দ্দিক আবদ্ধ মন্দিরের মধ্যে একা নানা রাজবেশে সেই অমূল্য পিতৃদত্ত—অসিহস্তে ভগবান একার্লঙ্গের সম্মুখে বসিয়া কায়মনে একমনে বিশ্বসংহারী—মহাদেবের পূজা করিতেছেন। তাঁহার উভয় হস্ত, বক্ষোপরি—অঞ্জলি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, সেই অঞ্জলিতে পিতৃদত্ত অসি শায়িত রহিয়াছে। তিনি উভয় নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। কতক্ষণের পরে চক্ষু উন্মিলীত করিলেন। সেই অসিবরকে দেবপদে নিক্ষেপ করিলেন। ধ্যানের আসন পরিত্যাগ করিয়া জানুপাতিয়া বসিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া বিল্বপত্র লইলেন। শেষে হৃদয় ভরিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেনঃ——

"আশুতোষ!! দেখো দেব! তোমার আশুতোষ নামে যেন কলঙ্ক আরোপন করিও না। নানা—আজীবন তোমার পদসেবা করিয়া যে বিদ্যালাভ করিয়াছে সেই—বিদ্যার—পরীক্ষা করিতে চলিল। বিপদের সহায় একমাত্র তুমি! সেই কারণে তোমার পদতলে আজ সহস্র শত্রুর

রক্তপিপাসায় ক্ষুধিত অসিকে নিক্ষেপ করিলাম। প্রভু! এই বর দাও! যেন এই অসিবলে ভারতের শত্রু—হিন্দুর শত্রু—দেবতার শত্রুগণকে কালের অনন্ত গ্রাসে প্রেরণ করি। যেন এই অসিবলে সহস্র সহস্র রত্নমণি-মণ্ডিত ভারতের বক্ষে পবিত্র হিন্দু সিংহাসন স্থাপন করি। যেন এই অসিবলে নির্ব্বাপিত ক্ষত্রিয় তেজ উদ্দীপ্ত করিয়া পুনরায় ভারত বক্ষকে যবন রক্তে প্লাবিত করিতে পারি। যেন এই অসি বলে পুনরায় ভারতের তপনকে কিরণ বিতরণ করিতে—ভারতের চন্দ্রমাকে কৌমুদী—প্রদান করিতে, ভারতের অনিলকে মৃদু ২ বহিতে—ভারতের সলিলকে প্রবাহিত হইতে দেখি!! যেন এই অসি বলে পুনরায় হিন্দুর নাম স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ব্যাপ্ত করত পুরাকালের সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ একত্রে দর্শন করিতে পারি!! দেব! ও চরণে আর কি বলিব!! আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম, সহায় আপনার করুণা—আর আমার এই পিতৃদত্ত অসি!! যদি পুনরায় ভারত স্বাধীন করিতে পারি, ক্ষত্রিয় কেতন ভারতের বক্ষে উড়াইতে পারি, তবেই ফিরিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিব। নচেৎ দুর্ভাগ্য ভারতকে একেবারে শত্রু করতলে নিক্ষেপ করিয়া গাঙ্গিনীর পবিত্র স্রোতে জীবন বিসর্জ্জন দিব। অস্পৃশ্য শত্রুর হস্তে মরিব না। আশুতোষ! এদাস আর কি বলিবে!! তুমি অন্তর্যামী!! আমি যদি আজন্ম তোমার পদ সেবা করিতে কখন না ভুলিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমার উপরে প্রসন্ন হইও।"

এই উচ্ছ্বাস সমাপ্ত করিয়া অঞ্জলিস্থিত বিল্বপত্র মহাদেবের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরের উপরিভাগ হইতে দোদুল্যমান একছড়া মাল্য হঠাৎ তাঁহার গলদেশে পতিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া দেব পদতল হইতে অসি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার খুলিয়া স্বীয় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

গঙ্গার বক্ষের উপরে প্রাসাদ—সেই রাজ-প্রাসাদে বাজীরাও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজগণের প্রসাদের উপর নির্ভর করত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদটী অতি উত্তম মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত, উর্দ্ধে ত্রিতল ও অতি সুদৃশ্য রূপে সজ্জিত ছিল। প্রথম প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে সভামণ্ডপ!! সভামণ্ডপটী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

আশার অঙ্কুর।

হাসিতে হাসিতে বসন্তের সহিত ১২৬৪ শতাব্দি অস্তমিত হইলেন। ১২৬৫ শতাব্দি আগমন করিলেন। তপন দেব প্রথর কিরণে পৃথিবীকে পরিক্লান্ত করিবার কারণ বিশাখা নক্ষত্রে গমন করিলেন। সেই সময়ে একদা পূর্ণিমার কৌমূদী পৃথিবীকে আনন্দে নাচাইতেছেন—পূর্ণচন্দ্রমার শোভা দেখিয়া জগতীয় সকলেই আনন্দিত হইতেছে। গাঙ্গিনীর বক্ষে পূর্ণশশীর কিরণ পতিত হইয়াছে। হীরককে গঞ্জনা প্রদান করিবার কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিকুল আনন্দে চন্দ্রের কিরণ মাখিতেছে।

এমন সময়ে বিটুর—রাজ ভবনের অনতিদূরবর্ত্তি একটি মন্দিরের মধ্যে বসিয়া নানা জন্মের মতন হৃদয় ভরিয়া শশাঙ্ক শেখরকে পূজা করিতেছেন। চতুর্দ্দিক আবদ্ধ মন্দিরের মধ্যে একা নানা রাজবেশে সেই অমূল্য পিতৃদত্ত—অসিহস্তে ভগবান একলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া কায়মনে একমনে বিশ্বসংহারী—মহাদেবের পূজা করিতেছেন। তাঁহার উভয় হস্ত, বক্ষোপরি—অঞ্জলি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে, সেই অঞ্জলিতে পিতৃদত্ত অসি শায়িত রহিয়াছে। তিনি উভয় নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। কতক্ষণের পরে চক্ষু উন্মিলীত করিলেন। সেই অসিবরকে দেবপদে নিক্ষেপ করিলেন। ধ্যানের আসন পরিত্যাগ করিয়া জানুপাতিয়া বসিলেন। অঞ্জলি পুরিয়া বিল্বপত্র লইলেন। শেষে হৃদয় ভরিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলেন ঃ—

"আশুতোষ!! দেখো দেব! তোমার আশুতোষ নামে যেন কলঙ্ক আরোপন করিও না। নানা—আজীবন তোমার পদসেবা করিয়া যে বিদ্যালাভ করিয়াছে সেই—বিদ্যার—পরীক্ষা করিতে চলিল। বিপদের সহায় একমাত্র তুমি! সেই কারণে তোমার পদতলে আজ সহস্র শত্রুর

রক্তপিপাসায় ক্ষুধিত অসিকে নিক্ষেপ করিলাম। প্রভু! এই বর দাও! যেন এই অসিবলে ভারতের শত্রু—হিন্দুর শত্রু—দেবতার শত্রুগণকে কালের অনন্ত গ্রাসে প্রেরণ করি। যেন এই অসিবলে সহস্র সহস্র রত্নমণি-মণ্ডিত ভারতের বক্ষে পবিত্র হিন্দু সিংহাসন স্থাপন করি। যেন এই অসিবলে নির্ব্বাপিত ক্ষত্রিয় তেজ উদ্দীপ্ত করিয়া পুনরায় ভারত বক্ষকে যবন রক্তে প্লাবিত করিতে পারি। যেন এই অসি বলে পুনরায় ভারতের তপনকে কিরণ বিতরণ করিতে—ভারতের চন্দ্রমাকে কৌমুদী—প্রদান করিতে,ভারতের অনিলকে মৃদু ২ বহিতে—ভারতের সলিলকে প্রবাহিত হইতে দেখি!! যেন এই অসি বলে পুনরায় হিন্দুর নাম স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ব্যাপ্ত করত পুরাকালের সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ একত্রে দর্শন করিতে পারি!! দেব! ও চরণে আর কি বলিব!! আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম, সহায় আপনার করুণা—আর আমার এই পিতৃদত্ত অসি!! যদি পুনরায় ভারত স্বাধীন করিতে পারি, ক্ষত্রিয় কেতন ভারতের বক্ষে উড়াইতে পারি,তবেই ফিরিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিব। নচেৎ দুর্ভাগ্য ভারতকে একেবারে শত্রু করতলে নিক্ষেপ করিয়া গাঙ্গিনীর পবিত্র স্রোতে জীবন বিসর্জ্জন দিব। অস্পৃশ্য শত্রুর হস্তে মরিব না। আশুতোষ! এদাস আর কি বলিবে!! তুমি অন্তর্যামী!! আমি যদি আজন্ম তোমার পদ সেবা করিতে কখন না ভুলিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমার উপরে প্রসন্ন হইও।"

এই উচ্ছ্বাস সমাপ্ত করিয়া অঞ্জলিস্থিত বিল্বপত্র মহাদেবের পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তে মন্দিরের উপরিভাগ হইতে দোদুল্যমান একছড়া মাল্য হঠাৎ তাঁহার গলদেশে পতিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া দেব পদতল হইতে অসি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার খুলিয়া স্বীয় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

গঙ্গার বক্ষের উপরে প্রাসাদ—সেই রাজ-প্রাসাদে বাজীরাও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া ইংরাজগণের প্রসাদের উপর নির্ভর করত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদটী অতি উত্তম মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত,ঊর্দ্ধে ত্রিতল ও অতি সুদৃশ্য রূপে সজ্জিত ছিল। প্রথম প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে সভামণ্ডপ!! সভামণ্ডপটী

অতি চমৎকার রূপে সুসজ্জিত—সারি সারি স্থূলকায় মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে—তদুপরি অতি বিস্তৃত প্রস্তরের ছাদ যেন অনন্তের মস্তকে পৃথিবীর ন্যায় শোভিতেছে। চতুর্দ্দিকেই অতি সুদৃশ্য সুবর্ণ-ময় চারুচিত্র সকল বিরাজিত রহিয়াছে—কোথাও রামচন্দ্র বালিরাজের জীবন সংহার করিতেছেন—কোথাও তিনি হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন। কোথাও তাড়কা বধ হইতেছে—কোথাও পরশুরামের গর্ব্ব খর্ব্ব হইতেছে। কোথাও সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইতেছেন। কোথাও লক্ষণ ইন্দ্রজিতকে বধ করিতেছেন। বীরের সভায় সমস্তই বীর চিত্র বর্ত্তমান। যাহা দেখা যায় তাহাই তেজস্বী—তাহাই সুদৃশ্য। বসিবার স্থানে মুক্তাতে স্বর্ণসূত্র খচিত অতি মহামূল্য আসন। রাত্রি বশতঃ চারিদিকে বর্ত্তিকাধারে বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করা হইয়াছে; সেই আলোকের তেজে সভামণ্ডপ যেন মণ্ডল ও তারাগণ বেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সম্মুখে সিপাহী পাহারা দিতেছে। হঠাৎ তোরণে নহবৎ বাজিল। রাজ-ভবনে নিদ্রা-দেবী পদার্পণ করিবেন বলিয়া তাঁহার স্তুতিগান হইল। কিন্তু আজ নিদ্রাদেবীর সেবা কে করিবে?—যিনি পূর্ব্বে নিদ্রার সেবা করিতেন, আজ তিনি ভারতের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে বসিলেন। ধুন্দুপন্থ সেই সভামণ্ডপে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হীরকখচিত পোষাকে আলোক প্রতিফলিত হওয়াতে ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তিনি কি ভাবিয়া একবার সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বেড়াইয়া লইলেন, শেষে কটীদেশ হইতে সেই অমূল্য পিতৃদত্ত অসি বাহির করিয়া বলিলেন :—

"বিশ্বসংহারী অসিমূর্ত্তি!! তোমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এক দিন—দুই—দি—না—না—অনেক সময়!! এক মুহূর্ত্ত দুই মুহূর্ত্ত হইলে ভাল হয়!! অসি! তোমার অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত! সেই পিপা-সাকে আমি তৃপ্ত করিব। তোমার ন্যায় অমূল্য মণি আমার মস্তকে থাকিতে আমার আবার জীবনে ভয়!! কিসের ভয়!! কাকে? বিধর্ম্মিকে! শত্রুকে—বিজেতাকে!! ছিছিঃ ছিছিঃ আমার ন্যায় বীরের সে কথা মনে করা অন্যায়!! শত্রু যতই কেন বলবান্ হোক্ না—বিজেতা কখনই তাঁহার সহিত যুদ্ধে বিমুখ হইবেন না!! আজ আমি যে সাগরে ঝম্প প্রদান কোত্তে উদ্যোগ কোরেছি, সে সাগরের সীমা কার সাধ্য দর্শন করে? যে প্রতাপে বৃটনীয়গণ হিমালয় হইতে কুমারিকা কাঁপাইয়াছে, আমার পিতৃ সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছে—সে প্রতাপের পরিমাণ করা কার সাধ্য? যদি উন্নত তরঙ্গ সমন্বিত সপ্ত সমুদ্রেরও পরিমাণ হয়—তথাপি তাহাদের প্রতাপের পরিমাণ হয় না। কোথায় বৃটন—কোথায় ভারত!! সহস্র যোজন অন্তর। বৃটনের চন্দ্র সূর্য্য ভারতে উদয় হয় না। ভারতের চন্দ্র সূর্য্য বৃটনে উদয় হয় না। অগণ্য নদ নদী পর্ব্বত সাগরে প্রকৃতিও উভয়ের সমান নয়? এই ভীষণ দুরতিক্রম্য পথ অতিক্রম করিয়া যখন তাহারা ভারত আক্রমণ করিয়াছে—তখন তাহাদের প্রতাপের ইয়ত্তা করা কার সাধ্য!! তবে কেন আমি এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি-তেছি? জ্বলন্ত প্রদীপে পতিত পতঙ্গের ন্যায় পুড়িয়া মরিব বলিয়া!! ছিঃ-ছিঃ—সে আশা করা বৃথা!! স্বদেশ উদ্ধার করিব!! স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিব!! জাতীয় স্বাধীনতা রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের মধ্যে যশস্বী হইব!! এ অপেক্ষা পুণ্য প্রয়াশ আর কি আছে!! যদি পরাজিত হই!! পরে হইব। প্রদীপ্ত বাড়বানলকে নির্ব্বাপিত করা সহজ কথা নয়; একবার হু হু করিয়া ধরিবেই ধরিবে। সেই ধরাতে যদি বায়ু যোগ দেয়, তাহা হইলে কার সাধ্য সে তেজ নির্ব্বাণ করে? এক-বার নিজ প্রয়াসে স্বাধীন হইব। যখন তুমুল সংগ্রামে বৃটনীয়গণের বিস্ময় জন্মাইব!! তখন ক্ষত্রিয় ঔরষজাত রাজগণের মধ্যে কজন ঘুমাইয়া থাকিবে? সিন্ধিয়া, হুলকার, নাগপুর, কাশ্মীর, যোধপুর কজনে ঘুমাইয়া থাকিবেন!! তাহাদের হৃদয়ে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে!! যেমন জলের সহিত জল মিশ্রিত হয়—তদ্রূপ অগ্নির সহিত অগ্নিও মিশ্রিত হয়। আমি অগ্নি প্রদীপ্ত করিব, স্বীয় চেষ্টায় সেই শিখাকে দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত করিব। স্বজাতির দ্বারে বীরনিনাদে বীর—ভেরী বাজাইব!! ডম্বরুর শব্দ শুনিয়া কাল সর্প কতক্ষণ গহ্বরে নিদ্রিত থাকে? যদি যোধপুর, জয়পুর, নাগপুর, সিন্ধিয়া, কাশ্মীর, হুলকার প্রভৃতি একত্র হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় আমার সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে এ ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে আমাদের সমকক্ষ হইতে পারে।"

নানা এইরূপ উত্তেজনাময় বক্তৃতায় হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া কোষে অসি অবরোধ করিলেন। হঠাৎ সিপাহী আসিয়া প্রণাম করিল ঃ—তিনি চমকাইয়া দেখিলেন—সিপাহী; কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—সে একখানি পত্রিকা প্রদান করিল। তিনি পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন ঃ—স্বাক্ষরকারী "খাঁ মহাম্মদ।" একবার ভাবিয়া আগ্রহের সহিত সিপাহীকে পত্রবাহককে আনিতে বলিলেন। অনতিবিলম্বে পত্রবাহী—প্রবেশ করিল ঃ—পত্রবাহক স্বয়ং "খাঁ মহাম্মদ।"

খাঁ মহাম্মদ ধুন্ধুপন্থের প্রধান অনুচর 'তান্তিয়া তোপীর' প্রধান। সহকারী। তান্তিয়া—প্রভুর নিকট হইতে ইংরাজগণের অধীনস্থ দীল্লি, মিরাট, পাটনা, কাশী, কর্ণপুর, লাহোর, প্রভৃতি স্থানেং যত দুর্গ ছিল, সমস্ত দুর্গের মুসলমান সেনাগণকে উত্তেজিত করিতে অনুমতি লইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্থান করিয়া এক্ষণে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইল তাহা প্রভুর নিকটে জানাইবার কারণ "খাঁ মহাম্মদকে" মুখে প্রকাশ করিতে পাঠাইয়াছিল।

খাঁ মহাম্মদ সভামণ্ডপে প্রবেশ করত মস্তক ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া সেলাম করিল। নানা সবিস্ময়ে ভাবিনী আশায়—উন্মত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"তান্তিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে?"

খাঁ মহম্মদ বলিল ঃ—

"মহারাজ! আমি দীল্লিতে ছিলাম। তথাকার—কথা বলিতেছি ঃ—প্রভু তান্তিয়া তোপি দীল্লির বর্ত্তমান সম্রাট্ বাহাদুর সাহার নিকটে মহারাজের—মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, প্রভুর—মনোভিপ্রায় প্রকাশ হইতে না হইতেই বাদসাহ স্বয়ং বিদ্রোহানল উদ্দীপ্ত করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত করিয়াছেন। মিরাটে বিদ্রোহানল প্রদীপ্ত হইয়াছে; লাহোর—বিগত কল্য—ভস্মীভূত হইয়াছে; মহারাজের নিকট হইতে সংবাদ যাইলে তবে দিল্লীতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইবে। মহারাজ! চতুর্দ্দিকেই কি মুসলমান—কি হিন্দু সকলেই—উত্তেজিত হইয়া ইংরাজগণের—বিপক্ষে বাদানুবাদ করিতেছে এবং মহারাজের মঙ্গল প্রর্থনা করিতেছে। আমি আসিবার কালে কর্ণপুর—দুর্গেও ঐ কথা বলিয়া গোলমাল তুলিয়া দিয়াছি!

আরও আমার প্রভু বলিয়াছেন, যে মহারাজ কাল বিলম্ব না করিয়া যেন দুই এক দিবসের মধ্যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।"

এই কথা শুনিয়া নানার—হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল ঃ—তিনি আনন্দের সহিত 'খাঁ মহাম্মদকে' বলিলেন ঃ—

"খাঁ মহাম্মদ! তুমি তান্তিয়া তোপীর—অনুচর নও—আর তুমি আমারো অনুচর নও? তুমি যে দেবীর অনুচর—তুমি যে দৈবপ্রকাশ্য দেবীর—অনুচর হইয়াছ; সেই স্বাধীনতা দেবীই তোমার মঙ্গল করুণ! তুমি অনতি বিলম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমার প্রভুকে বলিবে—যে "আমি সুসজ্জিত আছি। দুই এক দিবসের মধ্যে চক্রান্ত স্থির করিয়া মেষের পালকে যেমন এক ব্যাঘ্র নিঃশেষিত করে, তদ্রূপ আমি একাই ভগবান শশাঙ্ক-শেখরের অনুগ্রহে ও আমার এই পিতৃদত্ত অসির প্রভাবে অগণ্য শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করিব। এই লও পুরস্কার লয়? স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও?"

নানা হস্তস্থিত মুক্তার—কণ্ঠী খাঁ মহাম্মদের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন ঃ—একবার চিবুকে হস্ত প্রদান করিরা কি ভাবিলেন। এই অবসরে ভিতর হইতে বামাস্বরে কে গাহিল ঃ—

যবে ঘোর তিমির নাশি শশাঙ্ক উদিবে।
ভুবনমোহন ভাবে সবে আনন্দে নাচিবে॥

এ কণ্ঠস্বর নানা বুঝিলেন ঃ—নানা চমকাইয়া আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ঃ—সখী গণের সহিত রমাবাই—নানার হৃদয়-রত্ন প্রবেশ করিলেন। সখীগণ প্রস্থান করিল। নানাসাহেব রমার হস্ত ধার। করিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রিয়ে! আজ আমার সম্মুখে এ কমনীয়া মূর্ত্তিতে কেন আবির্ভূতা হোলে!! তুমি বীরকন্যা—বীরপত্নী—তোমাকে বলিতে কি? আজ না বলি—কাল বলিতাম; আমি আসাধ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম; যদি জীবিত থাকি! যদি একমুহূর্ত্তও স্বাধীন জীবনলাভ করি!! যদি এক দণ্ডের জন্যও এই মাতৃভূমিকে স্বাধীন করিতে পারি! তাহা হইলে পুনরায় তোমার এই সুকোমল বাহু পাশে আবদ্ধ হইবঃ—নচেৎ দেবী! আমাদের—প্রণয়—আমাদের—আলিঙ্গন আজ হইতেই শেষ হইল। তুমি

গৃহে থাকিয়া বীরপত্নি ব্রত অবলম্বন কর? আমি একবার আজন্ম সাধ্য ব্রতে যদ্যপি মুহূর্ত্ত মাত্র স্বাধীন জীবন লাভ করিতে পারি তাহার কারণ অকূল সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলাম!" নানা পুনরায় বলিলেন ঃ— দেখো দেবি! তুমি বীর কন্যা—বীর নারী—আজন্ম বীরকীর্ত্তি ভিন্ন তোমার হৃদয়ে অন্য কিছুই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই!! তোমাকে আর অধিক কি বলিব—অশ্রু-বরিষণ করিও না!! বীর ধর্ম্মের উপাসনা করিবে, সেই উপসনা বলে যদি স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করিতে পার! আমাকে পুনরায় পাইবে; নচেৎ আমার—পরিণামের অপেক্ষা করিয়া আমার—উদ্দেশে অগ্নিতে স্বীয় শরীরকে নিক্ষেপ করিবে?"

রমাবাই যথার্থই—বীর-কন্যা; তিনি স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ—করিয়া একবার দুঃখিতা হইলেন, পুনরায় উত্তেজনার সহিত বলিলেন ঃ—

"কণ্ঠরত্ন! সিংহীর সহিত সিংহের আচারের কবে অনৈক্য হয়!! তুমি যে কল্পনা মনে স্থির করিয়াছ!! তাহা কার্য্যে পরিণত করা দূরে যাক, হৃদয়ে উদিত করিলেও বিমুগ্ধ হইতে হয়!! স্বীয় ধর্ম্মবলে স্বজাতীয় গৌরব ত্রিভুবনে বিখ্যাত করিবে!! মাতৃভূমিকে স্বাধীনতার রত্ন-সিংহাসনে বসাইবে—এ কার্য্যে জীবন প্রদান করা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে!!"

রমার কথা শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া ধুন্ধুপন্থ বলিলেন ঃ—

"জীবনাধিকে! কি বোলবো! যে ভারতে সপ্ত অক্ষৌহিনী বীর কুরু-পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল, সেই ভারতে আজ বিদেশীয়গণ বাণিজ্য আশয়ে আগমন করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিল!! এ কল্পনাতেও পাপ আছে!! যে পাপিষ্ঠেরা মহারাষ্ট্র রাজ্য হস্তগত করিয়া পিতাকে প্রসাদ ভোজী করিয়াছিল; আজ তাহাদের সহিত সময়ে উপস্থিত হইব। দেখিব—হৃদয় ভরিয়া—দেখিব—ভারতের—বক্ষে বৃটনীয়ের রক্তের সহিত ভারতীয়ের রক্ত মিলিত হইলে কেমন শোভা পায়!!

বৃটনীয়ের নাম শুনিয়া রমাবাই চমকাইয়া বলিলেন ঃ—

"স্বামিন্—শুভ কার্য্যে বাধা দেওয়া নারীর উচিত নয়, কিন্তু বৃটীশ গণের সহিত সমকক্ষ হওয়া আমাদের দুরাশা মাত্র। যে বৃটীশগণের

কটাক্ষে ভারতের রত্ন স্বরূপ বীরদল—শীখগণ অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, রণজিতের অমূল্য কোহিনুর অপহৃত হইয়াছে ঃ—সেই—বৃটনীয়ের সহিত সমর করা কার সাধ্য! আমার বিবেচনায় তাহাদের সহিত সমরে—প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে!! তচ্ছ্রবণে নানা বলিলেন!—

"দেবি! আমিও তাহা জানি—যে বৃটীশ গণের প্রতাপে ভারত একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাহাদের—বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করা অসম-সাহসিকতার—কার্য্য!! কিন্তু এও জেনো, সিংহ—সিংহের সাক্ষাৎ পাইলেই গর্জ্জন করে!! আমি উপযুক্ত বলীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব—যদি জয় লাভ করিতে পারি—যদি ভারতের আকাশে স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন করিতে পারি—হিন্দুর নাম পুনরায় হিন্দুস্থানে অঙ্কিত করিতে পারি—তবেই জীবন রাখিব; নচেৎ আমার সামর্থ্য—আমার কোষ—আর এই ভারত অমেয় কোষ তাহাদের বীরধর্ম্মে পরিতুষ্ট—হইয়া পুরস্কারের স্বরূপ প্রদান করিব। শেষে আমার জীবনরত্ন প্রদান করিব। তাহা হইলে ইংরাজ রাজগণ যদ্যপি বীর হয়, আমার—জীবনরত্ন—হরণ—করিয়া নিষ্কণ্টকে ভারত একচ্ছত্রী করিয়া রাজত্ব করিবে। যদ্যপি আমি জয়ী হই, তাহা হইলে তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত শোষণ করিব। আর এও জেনো, যদি আমি পরাজিত হই—তাহা হইলে, হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কুমারিকা অবধি ইংরাজগণের পদানত হইবে; সিন্ধিয়া বল—হোলকার বল—কাশ্মীর বল—যোধপুর বল—নাগপুর বল—আর কেহ কখন ইংরাজসিংহের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না। তাঁহারা মহামন্ত্র বলে হীনতেজা ফণির ন্যায়—গহ্বরে থাকিবেন—মস্তক উত্তোলন করিবেন না। বৃটনীয়গণ কুশলে ভারতে—রাজত্ব করিবেন। কিন্তু যদি আমি সমরে বিজয়ী হই—তাহা হইলে বৃটনীয়গণের কি সাধ্য—যে তাহারা আর ভারতে পদার্পণ করে। তখন সেই সিন্ধিয়া—হোলকার—কাশ্মীর—মত্তহস্তীর ন্যায় বৃটনের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন। এক্ষণে বীরধর্ম্ম মতে শশাঙ্ক-শেখরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যেন স্বাধীনতা রত্ন আমি পুনরায় প্রাপ্ত হই।"

ধুন্ধুপন্থ স্থির হইলে রমা বলিলেন ঃ—

"নাথ! যে সমুদ্র মন্থন কোরে অমৃত লাভ হয়, আবার সেই

সমুদ্র মন্থন করিলে গরল লাভও হয়, তাই বলি, ভবিষ্যতের তমসাচ্ছন্ন গর্ভে কি যে নিহিত আছে, তাহা কেমন করিয়া বলিব। মাঃ অম্বিকে! দেখো মা—দাসীর মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই তোমার উপরে নির্ভর করিতেছে !!

রমার কথা শেষ হইতে না হইতেই অদূরে গুড়ুম করিয়া তোপধ্বনি হইল। নানা চমকাইয়া উঠিলেন ঃ—তাঁহার হৃদয়ের রক্তপেশী চমকাইয়া উঠিল ; তাঁহার প্রতি শিরায় উত্তেজিত রক্ত প্রবাহিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ঃ—

"চন্দ্র! সূর্য্য! নক্ষত্র! তোমরা স্বাক্ষী! আজ আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম !! আমি স্বজাতির কারণ, স্বাধীনতার কারণ, মাতৃভূমির কারণ, আমার জীবন দিতে বসিলাম !! দেখো ? এ সমুদ্রের কূল প্রাপ্ত হইয়া যদ্যপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বাধীন জীবন প্রাপ্ত হই—তাহা হইলে আমি নর হইয়া অমরগণের প্রার্থনীয় নন্দনকাননের শোভাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিব! হে দেব ত্রিশূলী !! এইবার একবার হৃদয় ভরিয়া তোমার নাম করিয়া লইলাম ! ! রণদেবতা—কামানের গর্জ্জনে আমাকে আহ্বান করিতেছে—আমি একবার সেই দেবতাকে পরিতুষ্ট করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে চলিলাম। যদি সেই অমর-দুর্লভ রণদেবতাকে পরিতুষ্ট করিতে পারি—পুনরায় স্বাধীনতার চরণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইব। যদি না পারি—তাহা হইলে অকাতরে স্বাধীনতার উদ্দেশে অবহেলে জীবন প্রদান করিব। রমে! বিদায় !! আর না—ঐ রণভেরী বাজিল—আমি উন্মত্ত হইলাম। আজ যে আয়াসে আমি তোমার কোমল বন্ধন উন্মোচন করিয়া চলিলাম। যে দিন এই রূপে এই ভারতে সকল বীরগণ এইরূপে বন্ধন ছিন্ন করিবেন, সেই দিন ভারত স্বাধীন হইবে।"

পুনর্ব্বার কামানের গর্জ্জন হইল। সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া রমাবাইয়ের হস্তত্যাগ করিয়া নানা ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিলেন।

রমা—স্বামীর মঙ্গল কামনায় ঈশানীর উদ্দেশে অশ্রুমোচন করিতে২ বলিলেন ; "মাঃ অম্বিকে! যে লতা সদা তোমার উপাসনা করিয়া জীবিত আছে,—তাহার জীবন ঐ সহকারেই অবলম্বিত—দেখো মা—প্রাণেশ্বরের যেন বিজয় লাভ হয় !! "

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইউগ সাহেব।

এদিকে কর্ণপুর দুর্গের অধ্যক্ষ হিউগ সাহেব মীরাট ও লাহোরীয় সৈন্যগণের বিদ্রোহের সংবাদ পাাইলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটে এমন অধিক সেনা ছিল না যে তিনি কিয়দংশ সেই স্থানে প্রেরণ করেন। তিনি দিবারাত্র স্বীয় সৈন্যমণ্ডলীর নিকটে প্রত্যহ প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের বুঝাইতেন। এইরূপে দুই এক দিনের মধ্যে কর্ণপুরস্থ সেনামণ্ডলীতে কোন গোল হইল না দেখিয়া, তিনি মনে২ সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কার্য্য করিতে লাগিলেন। এক রাত্রে হিউগ সাহেব আপনার অপরাপর বন্ধুগণের সহিত স্বীয় শিবিরে বসিয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রী—বিবি হিউগ সুমধুর সঙ্গীতের সহিত পিয়ানো বাজাইতেছেন। মাঝে২ হাসির সহিত তাঁহাদের আমোদের কথা উঠিতেছে। হিউগ বিবির গানেও তাঁহারা মুগ্ধ হইতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ ভীমবেগে তোপধ্বনি হইল। বোধ হইল কর্ণপুর দুর্গক্ষেত্রে হইতে সেই কামানের আবাজ উত্থিত হইল। সেই তোপ ধ্বনিতে বিবি হিউগ চমকাইয়া গীত বাদ্য থামাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। হিউগ সাহেব একেবারে নিশ্চল ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও সভীতে প্রস্থান করিলেন। হিউগ সাহেব বাসাগৃহের জানালা খুলিয়া দেখিলেন ; প্রথমতঃ কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না ; পুনরায় জানালা আবদ্ধ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন ঃ—

"মাতা—পিতা—জন্মভূমি—সমস্ত ত্যাগ করিয়া রাজকর্ম্মচারী হইলাম। কি—আশয়ে ?—অর্থের আশয়ে,—উন্নতীর আশয়ে—জীবনকে সুখে রাখিবার আশয়ে !! কোথায় বৃটন—কোথায় ভারত—অপার ও অদৃশ্য জলপথে—অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া সাধের জীবন কি সামান্য বিদ্রোহীর হস্তে অর্পণ করিব !! "

হিউগ সাহেবের এই কথা শেষ হইতে না হইতে ভীম নিনাদে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল, রণভেরীর সহিত পুনরায় কামানের আবাজ হইল, হিউগ সাহেব সত্বরে জানালা খুলিয়া দেখিলেন ঃ——

তাঁহার দুর্গের মধ্যে একটী জ্বলন্ত কামানের গোলা আসিয়া পতিত হইল, কোন দিক হইতে আসিল কিছুরই স্থির হইল না। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া বিবির সাক্ষাতে বলিলেন ঃ—

"প্রিয়ে! অনেক দিন এই ভারতে চাকুরী করিতেছি;—আজীবন বীর ধর্ম্মেই দীক্ষিত আছি!! যখন বীরবর রণজিতের কোহিনুর আমাদের বলে হস্তগত হইয়াছে—যখন শিখপ্রবর সের সিংহকে রণে পরাস্থ করিয়াছি, তখন এ বিদ্রোহ কি নির্ব্বাপিত করিতে পারিব না। শুনিলাম—নানা ধুন্ধুপন্থ এই বিদ্রোহানলের প্রধান শিখা, যদি কোন কৌশলে সেই শিখাকে নির্ব্বাপিত করিতে পারি; তাহা হইলে আর আর সকলকে নষ্ট করিতে কত আয়াস লাগিবে।" বিবি হিউগ আশ্চর্য্য হইয়া একধারে পিয়ানোতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"প্রিয়তম! কিসের শব্দ?"

বীরবর হিউগ বলিলেন ঃ—

"বীরের উৎসাহ ভেরী—ঐ ভেরী নিনাদের সহিত ক্লাইবের পরাক্রমের পরাকাষ্টা দিগ্বিদিকে প্রকাশিত হইবে এবং পরে আমাদের ভেরী বাজিয়া ভারতকে একেবারে আমাদের পদতলস্থ করিবে। নচেৎ ঐ ভেরীর তেজে আমাদের ভেরী হীন—নিনাদ হইয়া যাইবে। প্রভু যীশুখৃষ্টের আবাল বৃদ্ধ উপাসকেরা ক্রুরমতি কাফেরগণের হস্তে সাধের জীবন প্রদান করিবে!!"

বিবি হিউগ কাঁপিতে লাগিলেন। হিউগ সাহেব সম্মুখস্থ একখানি কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এক দণ্ড অতীত হইতে না হইতে পুনরায় কামানের আবাজের সহিত ভয়ানক গোলমাল হইল। সেই গোলমাল উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। মুহুর্মুহু কামানের আবাজ হইল। হিউগ চমকিত হইয়া পুনরায় জানালা খুলিয়া দেখিলেন ঃ—দুর্গ

পরিখার চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছে ঃ—মশালধারীরা রণভেরী বাজাইয়া বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে—আর বলিতেছে ঃ—"যদি হিন্দু হও? হিন্দুর মাতা পিতাগণের সম্মান রক্ষার্থে ও ভারতের গৌরব রক্ষার্থে প্রাণ দাও—যদি মুসলমান হও? মহাম্মদের ধর্ম্মরক্ষার্থে ও ভারতের উপকারার্থে প্রাণ দাও? রণদেবী তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন। বীরগণ! কেন পরের দাসত্ব করিয়া ভারতকে দাসী করিতেছ? তোমারা যে কার্য্যে দাসত্ব করিতেছ—সেই বীর কার্য্যেই দীক্ষিত হইয়া স্বাধীন জীবন লাভ কর?" ঘোষণা-কারীগণ উচ্চৈঃস্বরে রণভেরীর সহিত এই উৎসাহ বার্ত্তা প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্দুকের আবাজ—ঘোষণাকারীর কণ্ঠনিনাদ ও বিদ্রোহীগণের চীৎকারে পৃথিবী কম্পিত করিয়া তুলিল। হিউগ সাহেব রোষান্বিত সিংহের ন্যায় কটাক্ষে একদৃষ্টে বিদ্রোহীগণকে দেখিতে লাগিলেন ঃ—সেই গোলমাল ক্রমেই বাড়িল। তাঁহার দুর্গের মধ্যে আবার গোল উঠিল। তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারেরা স্বজাতীয় রণভেরী অনেক দিন শুনিতে পায় নাই—আজ শুনিয়া আনন্দে ও উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। তাহারা ভারতের কারণ—স্বজাতীর কারণ, জীবন প্রদান মনে মনে স্বীকার করিয়া স্বীয় অধীনস্থ মুসলমান ও হিন্দু সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। হিউগ সাহেব একা কি করিবেন—আশ্চর্য্য হইয়া দ্বিতলের জানালার একপার্শে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে কর্ণপুর দুর্গস্থ যত মুসলমান ও হিন্দুসেনা ছিল সকলেই তাহাদের সর্দ্দারগণের উত্তেজনায় জীবনাবধি পন করিয়া, স্বীয় স্বীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল। হিন্দুগণ "হর হর—মহাদেব" শব্দে নিশার গভীরতাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মুসলমানগণ "মহাম্মদের" নাম করিয়া জীবন প্রদান করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল।

কর্ণপুর দুর্গের সিপাহী সৈন্যের প্রধান সর্দ্দার টীকাসিংহ—অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য লইয়া স্বীয় মহল হইতে বাহির হইল। হিউগ সাহেবের আবাস বাটীর নিম্ন ভাগস্থ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া—উচ্চৈঃস্বরে বলিল ঃ—

"বীরগণ! ভারতের বীর—পুত্রগণ! তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর? তোমরা জানো যে তোমরা কি ভয়ানক কর্ম্মে প্রস্তুত হোচ্চো!! দেখো—

তোমাদের একদিকে মাতা—পিতা—ভ্রাতা—ভগ্নি—আর একদিকে ভারত স্বাধীন করিবার কারণ রণদেবীর ভীষণভেরী—নিনাদ!! অপর দিকে বৃটীশগণের হুহুঙ্কার!! দেখো—যদি স্বদেশের কারণ—যদি স্বজাতীর কারণ—দাসব্রত উজ্জাপন করিয়া একদণ্ডের জন্যও স্বাধীনতা দেবীর শ্রীপাদ-পদ্মের—আলিঙ্গন পাও—তাহা কি তোমাদের প্রার্থনীয় নহে!!"

টীকাসিংহের উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া সিপাহীগণ একেবারে উচ্চৈঃশ্বরে "হর-হর—মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিয়া টীকা সিংহের মতের পোষকতা করিল ঃ—টীকা সিংহ পুনরায় বলিলেন ঃ—

"উন্মত্ত সৈন্যমণ্ডলী! আবার শোন? তোমরা কায়মনে জগদীশ্বরের নিকটে সেই বীরপুরুষের অমিত সাহসের কল্যাণের কারণ প্রার্থনা কর? যে বীরপুরুষের অপ্রতিহত সাহস প্রভাবে আজ আমরা একবারও হৃদয় ভরিয়া স্বাধীনতা দেবীর নাম করিতে পাইতেছি—সেই নানা ধুন্ধুপন্থের যেন পদে পদে জয়লাভ হয়? আর কেন বীরগণ! স্বীয় স্বীয় কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত কর? স্বীয় ২ শিরায় স্বজাতীয় অনুরাগ রক্ত প্রবাহিত কর? জীবন পর্য্যন্ত পন করিয়া এই সাগরসম অগ্নিময় ইংরাজ সৈন্যগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর? যদি জয়লাভ করিতে পার? চীর জীবন স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারিবে। যদি যুদ্ধে স্বজাতীর কারণ জীবন প্রদান কর? তাহা হইলে বীর গতি লাভ করিয়া অনন্ত সুখময় স্বর্গে গমন করিবে। আর না—একবার হৃদয় ভরিয়া "জয় স্বাধীনতা দেবীর জয়" পদ উচ্চারণ কর?"

টীকা সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিউগ সাহেব অলক্ষে জানালা হইতে রোষ ভরে বলিলেন ঃ—

"বৃটন্! যদি তোমার নামাঙ্কিত পতাকা পুনরায় ভারতে উড়াইতে পারি? তাহা হইলে প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকগণকে ভাল করিয়া চিনিব।"

সিপাহীগণের জয় নিনাদে তাঁহার কণ্ঠস্বর কেহ জানিতে পারিল না। হিউগ সাহেব রোষভরে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। সিপাহীগণ উচ্চৈঃস্বরে "জয় স্বাধীনতার জয়" বলিয়া পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিল ঃ—

যে বিদ্রোহীগণ দুর্গপরিখার বাহিরে ছিল, তাহারাও স্বাধীনতার নাম করিয়া রণভেরী বাজাইতে লাগিল। টীকা সিংহ দেখিলেন আর বিলম্ব করা অবিধেয়, তিনি আর একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন ঃ—

"ভারত সন্তানগণ! দেখো যদি পৃথিবীর মধ্যে কোন বস্তু অমূল্য থাকে তাহা হইলে একা স্বাধীনতা ভিন্ন আর এমন অমূল্য বস্তু পৃথিবীতে নাই!! বীরগণ! সেই পরমমণিলাভ লালশায় উন্মত্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ কর? স্বীয় স্বীয় বক্ষকে বর্ম্মে আবৃত কর? স্বীয় স্বীয় কোষ হইতে অসি নিষ্কাশিত কর? স্বীয়২ পদদ্বয়কে রণ গতিতে ধাবিত করিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত কর? আর কি বলিব—একবার জীবন ভরিয়া "হর হর মহাদেও" বলিয়া রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া আমার অনুধাবন কর?"

টীকাসিংহ স্বীয় ঘোটক ছুটাইয়া দিলেন; উন্মত্ত সৈন্যমণ্ডলী উন্মত্ত ভাবে রণনিনাদ করিতে করিতে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল! দুর্গদ্বার হইতে একে একে বাহির হইয়া অপর বিদ্রোহীগণের—সহিত মিলিল। তাহারা দুর্গের বাহিরে গমন করিলে—মুসলমানদের—ধমনি কম্পিত হইতে লাগিল। যেমন শস্যক্ষেত্র-বিহারী এক দল পক্ষীর কিয়দংশ উড়িলে অবশিষ্টেরা উড়িবার চেষ্টা করে, তদ্রূপ সিপাহীগণের গমনে ক্ষুব্ধ হইয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞ মুসলমান সেনাগণ ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। এমন সময়ে একজন প্রধান ইংরাজ সংবাদবাহী সভীতে বায়ু কম্পিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে হিউগ সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিলঃ——হিউগ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "সংবাদবাহি!—ইংলণ্ড—কি তোমার জন্মস্থান!!"

সংবাদ-বাহী আশ্চর্য্য হইয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন ঃ—

"দেখো—বৃটনে যদি তোমার জন্ম হইত—তাহা হইলে তুমি বিপদে কাঁপিতে না? বৃটনীরগণ!! ভীষণ বিপদেও অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায়—স্থির—ভিন্ন সমুদ্রের—তরঙ্গের ন্যায়—চঞ্চল হয় না।"

সংবাদ-বাহী করজোড়ে ও ভীতস্বরে বলিল ঃ—

"প্রভূ সর্ব্বনাশ উপস্থিত! টীকাসিংহ—বিশ্বাসঘাতক টীকাসিংহ, বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া সমস্ত সিপাহী—সেনার সহিত দুর্গ হইতে বাহির হইয়াছে :—মুসলমান সেনাও গমনোন্মুখ!! সকলেই আমাদের বিপক্ষ;

দুর্গে যে সামান্য ইংরজ সেনা আছে, তাহারাও নিরস্ত্র! আর—উপায় নাই।”

হিউগ এই সংবাদে একবার বিমর্ষ হইলেন, কিন্তু নিমেষ অতীত হইতে না হইতে বলিলেন ঃ—

“সংবাদ-বাহি! ভীত হইও না, আমারা যে-বাহুবলে এই ভারতে বৃটনের কেতন উড়াইয়াছি—সেই বাহু বলেই এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইব। তুমি জান—কণা মাত্র অগ্নি—রাশি ২ তৃণকেও ভস্ম করিতে পারে!!”

সংবাদ-বাহী প্রস্থান করিলে হিউগসাহেব পূর্ব্বের ন্যায় সেই জানালায় দাঁড়াইয়া উপস্থিত মহাপ্রলয় নয়ন গোচর করিতে লাগিলেন ঃ—

কর্ণপুর দুর্গের মুসলনান সেনাপতির নাম ‘সামসুদ্দিন’ ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বে টীকাসিংহের বীর গর্জ্জনে বিমোহিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিবার লালশায়—সসৈন্যে মহল হইতে বাহির হইলেন। সেনাগণ তাঁহার অনুগামী হইল যে পবিত্র স্থানে টীকাসিংহ সেনাগণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাম্মদের নাম চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ঃ—সামসুদ্দিন দীপ্তিময় উত্তেজনায় সেনাগণকে লক্ষ্য—করিয়া বলিলেন ঃ—

“উন্মত্ত বীরগণ! আমি যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর? তোমরা জানো—আমি তোমাদের কিসের কারণে এই মহা কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি!! যে ইংরাজ গণের রোষানলে আমাদের পঞ্চশত বর্ষের একছত্রীকৃত ভারত অপহৃত হইয়াছে; সেই ইংরাজগণকে ভারত সাগরের অনন্ত তরঙ্গে ডুবাইবার কারণ তোমাদের আহ্বান করিয়াছি!! দেখো! তোমাদের পিতাস্বরূপ প্রবীণ বাদসাহ মহম্মদ বাহাদুর তোমাদের আহ্বান করিতেছেন—তোমরা কায়মনে জীবনাবধি পন করিয়া সেই পরাক্রান্ত—বাদসাহের পদবৃদ্ধি করিবার কারণ, দীল্লিকে স্বাধীন করিবার কারণ, আকবর—আরাঙ্গীব প্রভৃতির ন্যায়—তাঁহাকে পরাক্রান্ত করিবার কারণ—তোমাদের জনক—জননী—ভ্রাতাগণকে স্বাধীন করিবার কারণ—আর একবার অসি ধারণ কর? যদি যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া পুনরায়—স্বাধীনতাময় রত্ন-সিংহাসন দীল্লির বক্ষে বসাইতে পার—তাহাহইলে তোমাদের—পরলোকে পিতৃপুরু-

ষরা উদ্ধার পাইবেন। আর যদি তোমরা শত্রুর—সহিত যুদ্ধে হৃদয়ের ত্রে রণ দেবীকে আত্ম সমর্পণ কর? তাহা হইলে অনন্ত স্বর্গ লাভ হইবে। আর কেন—আমার অনুগামী হও? স্বীয় স্বীয় কোষ হইতে অসি গ্রহণ করিয়া—একবার—“মহাম্মদের” নামে ত্রিজগত কম্পিত কর?”

সামসুদ্দিন রণ-ভেরী বাজাইয়া ঘোটক ছুটাইয়া দিলেন, ক্রমে ইংরাজ দুর্গ-পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন, পিপিলীকার-সারির ন্যায় সমস্ত সেনা একে একে তাঁহার অনুগামী হইল।

হিউগ সাহেব সমস্ত দেখিলেন ঃ—তাঁহার-হৃদয় একবার কম্পিত হইল, দুইবার উদ্বেলিত হইল ঃ—তিনি বলিলেন ঃ—

“বিশ্বাস ঘাতক! বিশ্বাস ঘাতক!! কাফের হিন্দু—কাফের মুসলমান—বিশ্বাস ঘাতক! জন্মভূমি বৃটন—যদি তোমার-গর্ভজ বস্তুতে এক দিনও পরিপুষ্ট হইয়া থাকি! আর সেই রক্ত যদ্যপি আমার প্রতি শিরার প্রবাহিত থাকে, তাহা হইলে দেখিব টীকাসিংহ ও সামসুদ্দিনকে একবার দেখিব; উহাদের অন্তরের কোন শিরায় প্রবাহিত জাতীয় শোনিতে উন্মত্ত হইয়া উহারা আমাদের সহিত বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজগণ মনে করিলে এই দণ্ডেই পাপিষ্টদের—সমুচিত শাস্তি দিতে পারে!! কিন্তু তাহা উচিত নহে! পিপিলিকার—পক্ষ—মৃত্যুরই কারণ!! যদি আমি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হই—যদি আমার স্বজাতীয় মমতা হৃদয়ে প্রবল থাকে—যদি রাজভক্তি আমার হৃদয়ে সজ্জিত থাকে—তাহা হইলে কারসাধ্য আমার অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে পারে? যদি কোন বৃটনবাসী আমার সহায়তা না করে, তাহা হইলেও আমি একাই এই অতুল বলশালী সেনাগণের মধ্যে পতিত হইয়া ধান্যক্ষেত্র প্রবাহিত প্রবল ঝটিকার কার্য্য করিব। যদি জীবন যায়—স্বদেশের জন্য যাইবে—স্বজাতীর মান্য রক্ষার্থে —যাইবে—আমার অধোগতি না হইয়া বরং তাহাতে পরগতি হইবেই--হইবে”।

বিদ্রোহীগণের চীৎকারে কর্ণপুর—কঁপিতে লাগিল; তাঁহাদের রণনিনাদ যেন বীরপুরুষ হিউগের কর্ণে শেলরূপে বিদ্ধহইতে লাগিল। হিউগসাহেব আপনার কক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিবিহিউগ সম্মুখস্থিত কোচে বসিয়াছিলেন, ক্রমে নিদ্রিত হইলেন। হিউগসাহেবের হৃদয়ে রণবেগ উথলিয়া

উঠিতে লাগিল। কি উপায়ে বৃটনের—মান রক্ষা করিবেন তিনিতাহার উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী রাজধানী কলিকাতার রাজ প্রাসাদস্থিত মহামতি ক্যানিংকে নিদ্রাঘোরে—দেখাদিয়া—বীরবর হিউগের হৃদয়ে আশা সঞ্চার করাইবার কারণ হঠাৎ তথায় প্রকাশিত হইলেন ঃ—হিউগসাহেব চমকিত হইয়া উৰ্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন ঃ—অপূৰ্ব্ব-রূপবতী স্বর্গীয় ললনা ব্যোমপথে লীনা!! তিনি আশ্চর্যে—জানু পাতিয়া ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর স্বর্গীয়-রূপ—স্বর্গীয়-বিভা—স্বর্গীয় শোভা দেখিতে লাগিলেন এক মনে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনোপ্রাণ স্থির হইয়া আসিল। ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্থির হইতে দেখিয়া স্বর্গীয় নিক্কনে বলিলেন ঃ—

“শুন বৎস হিউগ!! আমি ইংলণ্ডের—রাজলক্ষ্মী; এই উপস্থিত বিপদ, বড় সামান্য নয়। যদি সমুদ্রের তরঙ্গের গতিও কেহ রোধ করিতে পারে! তথাপি নানাসাহেবের বিদ্রোহানল কেহ নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না! স্বয়ং ভারতলক্ষ্মী তাঁহার স্বহায় হইয়াছেন। আমি ক্যানিংএর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভারতকে আমার পদতলস্থ করিতে আসিয়াছি। এই দেখ কৌশলে ভারতলক্ষ্মীর অলঙ্কার একে একে পরিধান করিতেছি। যদি বীর হও—স্বজাতীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পন করিও? জীবন যদি বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাকেও অকাতরে প্রদান করিও—তথাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না? আর দুই চারি দিবসের মধ্যে এই রণক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অদৃষ্টের পরীক্ষা হইবে। খ্রীষ্ট ভক্ত নর নারীও শিশুগণের শোণিত—নদীর ন্যায়—কাফের হিন্দু ও মুসললানগণের অসির আঘাতে প্রবাহিত হইবে। সেই পাপে ভারত লক্ষ্মী পদ্মাসন হইতে স্খলিতা হইবেন। যদি সেই সুযোগে তোমরা জীবনাবধি পন করিয়া এই ভারতে জয়লাভ কর? তাহা হইলে যুগ যুগান্তরাবধি ভারত তোমাদের পদানত হইবে—ভারতের তপন—ভারতের চন্দ্রমা—ভারতের সলিল সমস্তই তোমাদের অধীন হইবে। বৃটন জগতের মধ্যে প্রধান স্থান হইবে। হৃদয় স্থির কর—বিপদকে সামান্য জ্ঞানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও? আমি চল্লেম।” এইবলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্ন।

পর দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়ে নানা ধুন্দুপন্থ দিল্লীনগরের সন্নিহিত প্রদেশস্থ দেবশৈল নামক একটি সামান্য পৰ্ব্বতোপরি সভা স্থাপন করিলেন। লতালিঙ্গিত বিটপি শাখা তাঁহার চন্দ্রাতপ হইল। শৈবালমণ্ডিত শিলাতল তাঁহার আসন হইল। পত্রের কম্পিত বায়ু তাঁহার বীজনীবায়ু হইল! নির্ঝরের ধ্বনি তাঁহার নহবৎ বাদ্য হইল। পাখীর কলরব তাঁহার স্তুতিবাদ হইল। তিনি সেই নিভৃত স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—অপরাপর সহকারীগণকে একত্র করিয়া উত্তেজিত করিবেন বলিয়া অনুচরগণ দ্বারা তাঁহাদের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি সেই শিলাতলে মনে মনে ভবিষ্যতের কত ছায়াবাজী দেখিয়া লইলেন। তিনি উন্মত্ত হইয়া একবার ভীষণস্বরে দেবশৈল কাঁপাইয়া ভেরী বাজাইলেন। অব্যবহিত পরে সতেজে বলিলেন ঃ—

“ভারত-সন্তানগণ! ভারতের বীর-সন্তানগণ!! আর ঘুমাইওনা?—জাগ্রত হও? একবার নয়ন উন্মীলন কর? আর কত কাল ঘুমাইবে!! দেখো—যে পঞ্চভূতাত্মক দেহে মহাবীর অর্জ্জুন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বীর—ভীষ্মদেবকে রণশায়ী করিয়াছিলেন ঃ—তোমাদের শরীর কি সেই ভারতীয় পঞ্চভূতে নির্ম্মিত নহে? সেই ভারতীয় ক্ষিতি—সেই ভারতীয় অপ—সেই ভারতীয় তেজ—সেই ভারতীয়—মরুৎ—সেই ভারতীয় ব্যোম তোমাদের শরীরে শোভিত রহিয়াছে!! সেই আর্য্যদেহ মধ্যস্থ ইড়া—পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীগণ তোমাদের হৃদয়ে আর্য্য রক্ত বহন করিতেছে। সেই আর্য্য জিহ্বা তোমাদের বদনে আর্য্য নাম উচ্চারণ করিতেছে—তবে কেন তোমরা সেই ত্রিজগৎ পূজ্য আর্য্যগৌরবকে কালের অস্পষ্ট

উঠিতে লাগিল। কি উপায়ে বৃটনের—মান রক্ষা করিবেন তিনিতাহার উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী রাজধানী কলিকাতার রাজ প্রাসাদস্থিত মহামতি ক্যানিংকে নিদ্রাঘোরে—দেখাদিয়া—বীরবর হিউগের হৃদয়ে আশা সঞ্চার করাইবার কারণ হঠাৎ তথায় প্রকাশিত হইলেন ঃ—হিউগসাহেব চমকিত হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন ঃ—অপূর্ব্ব-রূপবতী স্বর্গীয় ললনা ব্যোমপথে লীনা!! তিনি আশ্চর্যে—জানু পাতিয়া ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর স্বর্গীয়-রূপ—স্বর্গীয় বিভা—স্বর্গীয় শোভা দেখিতে লাগিলেন এক মনে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনোপ্রাণ স্থির হইয়া আসিল। ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্থির হইতে দেখিয়া স্বর্গীয় নিক্কনে বলিলেন ঃ—

"শুন বৎস হিউগ!! আমি ইংলণ্ডের—রাজলক্ষ্মী; এই উপস্থিত বিপদ, বড় সামান্য নয়। যদি সমুদ্রের তরঙ্গের গতিও কেহ রোধ করিতে পারে! তথাপি নানাসাহেবের বিদ্রোহানল কেহ নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না! স্বয়ং ভারতলক্ষ্মী তাঁহার স্বহায় হইয়াছেন। আমি ক্যানিংএর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভারতকে আমার পদতলস্থ করিতে আসিয়াছি। এই দেখ কৌশলে ভারতলক্ষ্মীর অলঙ্কার একে একে পরিধান করিতেছি। যদি বীর হও—স্বজাতীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পন করিও? জীবন যদি বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাকেও অকাতরে প্রদান করিও—তথাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না? আর দুই চারি দিবসের মধ্যে এই রণক্ষেত্রে ইংলণ্ডের অদৃষ্টের পরীক্ষা হইবে। খ্রীষ্ট ভক্ত নর নারীও শিশুগণের শোণিত—নদীর ন্যায়—কাফের হিন্দু ও মুসললানগণের অসির আঘাতে প্রবাহিত হইবে। সেই পাপে ভারত লক্ষ্মী পদ্মাসন হইতে স্খলিতা হইবেন। যদি সেই সুযোগে তোমরা জীবনাবধি পন করিয়া এই ভারতে জয়লাভ কর? তাহা হইলে যুগ যুগান্তরাবধি ভারত তোমাদের পদানত হইবে—ভারতের তপন—ভারতের চন্দ্রমা—ভারতের সলিল সমস্তই তোমাদের অধীন হইবে। বৃটন জগতের মধ্যে প্রধান স্থান হইবে। হৃদয় স্থির কর—বিপদকে সামান্য জ্ঞানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও? আমি চল্লেম।" এইবলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ-স্বপ্ন।

পর দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়ে নানা ধুন্ধুপন্থ দিল্লীনগরের সন্নিহিত প্রদেশস্থ দেবশৈল নামক একটি সামান্য পর্ব্বতোপরি সভা স্থাপন করিলেন। লতালিঙ্গিত বিটপি শাখা তাঁহার চন্দ্রাতপ হইল। শৈবালমণ্ডিত শিলাতল তাঁহার আসন হইল। পত্রের কম্পিত বায়ু তাঁহার বীজনীবায়ু হইল। নির্ঝরের ধ্বনি তাঁহার নহবৎ বাদ্য হইল। পাখীর কলরব তাঁহার স্তুতিবাদ হইল। তিনি সেই নিভৃত স্থানে একাকী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—অপরাপর সহকারীগণকে একত্র করিয়া উত্তেজিত করিবেন বলিয়া অনুচরগণ দ্বারা তাঁহাদের সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি সেই শিলাতলে মনে মনে ভবিষ্যতের কত ছায়াবাজী দেখিয়া লইলেন। তিনি উন্মত্ত হইয়া একবার ভীষণস্বরে দেবশৈল কাঁপাইয়া ভেরী বাজাইলেন। অব্যবহিত পরে সতেজে বলিলেন ঃ—

"ভারত-সন্তানগণ! ভারতের বীর-সন্তানগণ!! আর ঘুমাইওনা?—জাগ্রত হও? একবার নয়ন উন্মীলন কর? আর কত কাল ঘুমাইবে!! দেখো—যে পঞ্চভূতাত্মক দেহে মহাবীর অর্জ্জুন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বীর—ভীষ্মদেবকে রণশায়ী করিয়াছিলেন ঃ—তোমাদের শরীর কি সেই ভারতীয় পঞ্চভূতে নির্ম্মিত নহে? সেই ভারতীয় ক্ষিতি—সেই ভারতীয় অপ—সেই ভারতীয় তেজ—সেই ভারতীয়—মরুৎ—সেই ভারতীয় ব্যোম তোমাদের শরীরে শোভিত রহিয়াছে!! সেই আর্য্যদেহ মধ্যস্থ ইড়া—পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীগণ তোমাদের হৃদয়ে আর্য্য রক্ত বহন করিতেছে। সেই আর্য্য জিহ্বা তোমাদের বদনে আর্য্য নাম উচ্চারণ করিতেছে—তবে কেন তোমরা সেই ত্রিজগৎ পূজ্য আর্য্যগৌরবকে কালের অস্পষ্ট

শরীরে বিলীন করত পরের দাসত্বে রত হইয়া, দিবা নিশা নিদ্রা যাইতেছ? ভ্রমেও একবার ভারত-জননীর দুর্দ্দশা নয়নগোচর কর না? দেখো—যে আর্য্যতপন আর্য্যাকাশে কিরণ বিতরণ করিতেন—আজো সেই আর্য্যতপন কিরণ বিতরণ করিতেছেন। যে আর্য্য-চন্দ্রমা আর্য্য নিশাকে আলোকময় করিতেন; আজিও তিনি তাহাতে নিরত আছেন। যে সৌরজগৎ আর্য্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরে পরিঘূর্ণিত হইত:—আজিও তাহারা নিয়মিত রূপে পরিঘূর্ণিত হইতেছে। যে দিবা—রাত্র নিয়মিতরূপে আর্য্যকালে উদয় ও অস্তমিত হইত; আজিও সেইরূপ হইতেছে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গগণ আর্য্যকালেও যেরূপে এই ভারতে বিচরণ করিত:—আজিও তাহারা সেইরূপ করিতেছে। তোমাদেরও সেই হস্ত বর্ত্তমান! তোমাদেরও সেই পদ বর্ত্তনান!! তোমাদেরও সেই জীবন বর্ত্তমান!! তবে কেন তোমরা নিদ্রার ছলনায় মোহিত হইয়া রত্নময়ী স্বাধীনতা দেবীমূর্ত্তিকে অকাতরে সাগরের জলে নিক্ষেপ করিতেছ? বীর-বান্ধববৃন্দ! দেখো? পূর্ব্বের ন্যায় আজিও হিমালয়—মস্তক উন্নত করিয়া আছেন!! বিন্ধ্যগিরি পূর্ব্বের ন্যায় ভারতকে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে বিভাজিত করিয়া ভারতের বক্ষে শায়িত আছেন। আজিও ভারত সাগর উত্তাল তরঙ্গাকুল হইয়া ভারতের চারিদিকে বেষ্টিত রহিয়াছেন। এ সব দেখিয়াও কি তোমাদের নিদ্রার ঘোর ভঙ্গ হয় না। বীরগণ!! জাগ্রত হও? মাতৃভূমির জন্য জীবন দাও? স্বাধীনতা মণি লালশায় রণে বক্ষ পাতিয়া দাও? যদি জয়লাভ কর—দেবগণ আশীর্ব্বাদ করিবেন। তোমাদের জনক জননী অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবেন। যদি এক দণ্ডও স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ করিয়া জীবন প্রদান কর? তাহা হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে। কে কোথায় আছো! আমার এই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া এই দেবদুর্লভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর?"

ধুন্ধুপন্থ স্বীয় দীপ্তিময়ী বক্তৃতা সমাপন করিয়া আর একবার ভেরী বাজাইলেন। বনদেবী প্রতিধ্বনিরূপে সেই শব্দ নিদ্রিত বীরগণের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন:—সেই শব্দে ভারতের বীরগণ—সুষুপ্ত বীরগণ, একবার নিদ্রার মোহে মস্তক কম্পিত করিলেন। এদিকে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী

প্রতি বীরের শিয়রে ২ বেড়াইতে ২ এই ব্যাপার দেখিয়া স্বীয়া হস্তস্থ মদিরা লইয়া নিদ্রাভঙ্গ বীরগণকে বৃটীশগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণে পরাঙ্মুখ করিবার কারণ প্রত্যেকের মুখে সিঞ্চন করিলেন। সেই কুহকী মদিরার প্রভাবে মস্তক-কম্পিত বীরগণ আবার হতচৈতন্য হইয়া নিদ্রা যাইলেন। ধুন্ধুপন্থ পুনরায় ভেরী বাজাইয়া বলিলেন:—

"কোথায় অমিততেজী রাজেন্দ্রশেখর কাশ্মীরাধিপতি! কোথায় ক্ষত্রিয় কুলপ্রবর পাতিয়ালাধিপতি! কোথায়—যুদ্ধজীবন কর্পূরথালাধিপতি! কোথায়—বীরশার্দ্দূল ঝিন্দাধিপতি। কোথায়—রণানন্দ তেজসিংহ, সোমেশ্বর সিংহ, জনহর সিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ! কোথায় নাগপুর, গুইকবাড়াধিপতি!! কোথায় বিক্রমবতী ঝান্সীর রাণি!! কোথায় যোধপুর, জয়পুর, যশল্মীর রাজ! তোমরাও নিদ্রার মোহে নিদ্রিত সিংহের ন্যায় ভুলিয়া আছো!! আর ঘুমাইওনা! একবার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বীরকটাক্ষে দৃষ্টিপাত কর? দেখো—তোমাদের ন্যায় বীরাগ্রগণ্য সন্তানগণ গর্ভে ধারণ করিয়া—ভারতজননী চিরদুঃখিনী হইলেন। তোমরাও জননীর কষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় স্বীয় কৃপাণ কোষে আবদ্ধ করিলে। উঠ—সকলে গাত্রোত্থান কর? একবার জননীর হিতেচ্ছায় ভারতের গৌরবরক্ষার্থে সশস্ত্র হইয়া রণদেবীর পূজা কর? বক্ষের রক্ত উপহার দাও? শ্রেষ্ঠগতি লাভ হইবে।"

পুনরায় বনদেবী এই উত্তেজনা কাশ্মীর প্রভৃতি রাজগণের হৃদয়ে প্রতিধ্বনির দ্বারা প্রবেশ করাইলেন—সেই শব্দে সকলেই একবার রক্তকষায়িত লোচনে নিদ্রাত্যাগ করিয়া "জয় রণদেবী" বলিয়া স্বীয় ২ কোষ হইতে অসি প্রকাশিত করিলেন, কিন্তু বৃটন লক্ষ্মীর মায়ার প্রভাবে মোহিত হইয়া হস্তের অসি তাঁহাদের হস্তেই রহিল। তন্মধ্যে যাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহারাই—শিকারোন্মুখ সিংহের ন্যায় নানার সহিত মিলিত হইবার কারণ বাহির হইলেন। নানা পুনরায় গভীর গর্জ্জনে ভেরী বাজাইয়া স্বীয় সেনাগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন:—

"হে বীরবৃন্দ! হে ভারতের ভবিষ্যৎ গগণের নক্ষত্রদাম!! তোমরা সুশজ্জিভূত হও? আমি আর কাহারও সাহায্য চাহি না। সূর্য্যদেব!

তুমি সাক্ষী, আমি তোমার সাক্ষাতে এই দেবশৈলের অধিত্যকায় দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয় ভরিয়া ভারতের সুষুপ্ত বীরগণকে ডাকিলাম !! বনদেবী আমার আহ্বান প্রতিধ্বনিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইলেন, তথাপি তাঁহাদের মোহ অপনীত হইল না। না হউক—কাহারও সাহায্য চাহি না। বীরগণ! তোমাদের হৃদয়ের রক্ত রণদেবীকে উপহার প্রদান করিতে প্রস্তুত হও? স্বাধীনতা-দেবীর পবিত্রা নাম মুখে লইয়া তোমাদের সামান্য সংখ্যাতেই সাহসে নির্ভর করিয়া সাগর তরঙ্গ সম বৃটিশ সেনাগণের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর? যদি দেবগণের কৃপা থাকে! যদি রণদেবীর কৃপা থাকে! যদি জনক জননীর আশীর্ব্বাদ থাকে! তাহা হইলে অবশ্যই জয়লাভ করিব। পৃথিবীর মধ্যে কার সাধ্য আমাদের অপ্রতিহত গতি রোধ করে? বীরগণ! আর না অগ্রসর হও—আজ একাই জননীর অশ্রু মুছাইয়া ভারতের বক্ষে আর্য্য-সিংহাসন বসাইব বলিয়া, পথ পরিষ্কার করিতে চলিলাম।”

দেবশৈলের নিম্নে তাঁহার সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছিল, এই উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা “হর—হর মহাদেব” শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই শব্দের বিরামে সসৈন্যে স্বাধীনতা-রত্ন লোভী নাগপুরাধিপতি, দেবশৈলের নিকটে আসিয়া পঁহুছিলেন। সেনাগণকে পার্শ্বে রাখিয়া অসি হস্তে নানার সম্মুখে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া, নানার পদতলে অসি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ—

“হে স্বাধীনতার বরপুত্র! তোমার মহিমার কল্পনা করা আমার কি সাধ্য !! তুমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ—সেই মন্ত্রোচ্চারণ শব্দে উন্মত্ত হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করণার্থে এই আজন্মধৃত অসিবরকে তোমার পদতলে নিক্ষেপ করিলাম। এক্ষণে তোমার যথেচ্ছা ব্যবহার কর !!”

নানা সচকিতে নাগপুরাধিপকে সম্মুখে দেখিয়া পদতলস্থ অসি কুড়াইয়া বলিলেন ঃ——

“বীররত্ন! তোমার উচ্চ আশার সাহায্য জগদীশ্বর করিবেন। যে রণদেবী বীর মন্ত্র বলে আমাকে উন্মত্ত করিয়াছেন, সেই রণদেবীর উপহারের কারণ, স্বীয় বক্ষের রক্ত উপহার দিতে প্রস্তুত হও? আমি কে—

আমি স্বাধীনতার কেতনধারী বইত আর কিছুই নয় !! আমার পদতলে তোমার ন্যায় বীরপুরুষের অসি নিক্ষেপ করা শোভা পায় নাই। তুমি এই অসিবলে শত্রুর বক্ষের রক্ত পান করিও—অসি গ্রহণ কর?”

নাগপুরাধিপ নানার অমৃতময় বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া অসি পুনর্গ্রহন করিয়া বলিলেন ঃ——

“ভারত রত্ন! তোমার ন্যায়—অমূল্য রত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়া ভারত সুখী হইয়াছেন! বীরবর! তুমি যে কার্য্যে দীক্ষিত হইয়াছ, তাহার ন্যায় পুণ্য কার্য্য আর কি আছে—আমি তোমার পশ্চাতে থাকিতে—প্রতিজ্ঞা করিলাম—আমার তিন সহস্র সৈন্য তোমার ভৃত্য হইল; এক্ষণে আদেশ কর কি আজ্ঞা পালন করিব।”

নানা-সাহেব নাগপুরাধিপের কথা শ্রবণ করিয়া উন্মত্ত হইয়া বলিলেন ঃ——

“বীর মৃগেন্দ্র! রণদেবী তোমার উপরে প্রসন্না হউন; উপযুক্ত সময় মতে তুমি কার্য্য করিও! তুমি মহারাষ্ট্রকুল রত্ন !! ক্ষত্রিয় রক্ত তোমার প্রতি শিরায় বহমান হইতেছে। শত্রুর শোণিত কি করিয়া পান করিতে হয় তাহা বোধ হয় তোমাকে অধিক শিক্ষা দিতে হইবে না। আর কি বলিব।”

এই বাক্যের বিরামে আবার “মহাম্মদের” নামে সহসা চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। হুমায়ুন বংশাবতংশ মহাম্মদ বাহাদুর ৫০০০ পঞ্চ সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে নানার সহিত মিলিত হইতে আসিলেন। তিনি সেনাগণকে দেবশৈলের নিম্নে রাখিয়া সামান্য অনুচরের সহিত নানার সন্নিহিত হইলেন ঃ——নানা দেখিলেন দিল্লীর রত্ন “মহাম্মদ বাহাদুর বাদসাহ”। তিনি আনন্দে ও উৎসাহে বাদসাহের সংবর্দ্ধণা করিয়া উর্দ্ধ হস্তে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিলেন ঃ—

“জগদীশ্বর! তোমার করুণার পরিমাণ করে কার সাধ্য? মাতঃ ভারত লক্ষ্মী! এসো মা—আমার হৃদয়াসনে পুনরায় উপবেশন কর? আমি যত্নের সহিত তোমাকে ভারতের আর্য্য পূজ্য রত্ন সিংহাসনে উপবেসন করাইব।”

তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি বাদসাহকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"বাদসাহ! তুমি যে যথার্থ সিংহশিশু, সে পরিচয় প্রদান আজ করিয়াছ!! সিংহশিশু—দুর্ব্বলই হোক—পীড়িতই হোক,—সম্মুখে হস্তি দেখিলেই তাহার কুম্ভ ভেদ করে? হস্তির বৃংহিত শ্রবণ মাত্রেই সিংহশিশু উন্মত্ত না হইয়া কতক্ষণ গহ্বরে থাকে? তাই বলি কোথায় দিল্লী আর কোথায় দেবশৈল্য—বহুদূরের ব্যবধান। যদি তোমার হৃদয়ে—তোমাদের প্রতাপবান আকবর—আরংজীবের রক্ত প্রবাহিত না হইত, তাহা হইলে কি এত শীঘ্র আমার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইতে? ঈশ্বর করুণ তুমি যে কর্ম্মে দীক্ষিত হইলে; সেই কর্ম্মে জয়লাভ করিয়া তোমার পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্মান রক্ষা কর? যবনের জনক জননীগণের দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া দাও? আর সমুদ্রবাসী জীবগণের বক্ষের রক্ত পান কর?"

বাহাদুর সাহ মত্ত হস্তির ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি নানার হস্ত স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তকের মুকুট নানার মস্তকে প্রদান করিয়া বলিলেন ঃ—

"বীরবর! যেমন সর্পজীবি ডমরুর ধ্বনিতে নিদ্রিতকাল সর্পের নিদ্রা অপনয়ণ পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করে! আজ তুমিও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ! আজ তুমি বীর-ভেরী বাজাইয়া ভারতের নিদ্রিত বীরগণকে উন্মত্ত করিতেছে? আর তোমায় কি বলিব। তুমি ও আমি একত্র হইলে কার সাধ্য আমাদের অপ্রতিহত গতি রোধ করে? ভারতের সামান্য অংশের সমতুল্যও সমগ্র বৃটন রাজ্য হইবে না। যেমন খদ্যোতের চন্দ্রিকার অনুকরণ লালশা। তদ্রূপ বৃটনের ভারত শাসন লালশা উপস্থিত হইয়াছে। আজি হইতে বীবর! তুমি তোমার পিতৃসিংহাসনে উপবেসন করিয়া বিন্ধ্যগিরি হইতে কুমারীকা অবধি শাসন কর? আর আমি হিমালয় হইতে বিন্ধ্য অবধি করতলে গ্রহণ করি? এ আশা আমাদের মিথ্যা নয়! আর কেন? উন্মত্ত ব্যাঘ্র যেমন মেষের পাল দেখিলেই তদুপরি আক্রমণ করে—তদ্রূপ আমরা একেবারেই ইংরাজগণকে আক্রমণ করিব।"

বাদসাহ থামিলেন। তাঁহার বীর নিনাদ বনদেবী চতুর্দ্দিকে বহন করিলেন। যেখানে যত নিদ্রিত বীর ছিল সকলেই জাগ্রত হইয়া নানার উদ্দেশে আগমন করিতে লাগিল। দেবশৈলের নিম্নতলস্থ সেনাগণ রণোন্মত্ত ঘোটকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া ভয়ানক শব্দে "জয় নিনাদ" প্রকাশ করিতে লাগিল। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; রণ বাদ্যের সহিত বাদসাহের, নাগপুরাধিপতির ও নানার হৃদয় উন্মত্ত হইতে লাগিল। সেই অবকাশে নানার সম্পর্কীয় ভ্রাতা বল্লারাও আসিয়া নানার পদতলে অসি নিক্ষেপ করিলেন। নানা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অসি তুলিয়া পুনরায় তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। ক্ষণপরে টীকাসিংহ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। টীকাসিংহকে দেখিয়া নানা আলিঙ্গন করিলেন। টীকাসিংহ বাদসাহকে ও নাগপুরাধিপকে যথাযথ সম্মান করিয়া যুদ্ধে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। এক দণ্ড অতীত হইতে না হইতে, বৃটীশসেনাকেতু জোয়ালাপ্রসাদ ও সামসুদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা তাঁহাদেরও আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারাও বাদসাহের পদধুলি চুম্বন করিয়া যুদ্ধে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ক্রমে যেখানে যত বীর নানার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতাকে পাইবার আশা করিয়াছিলেন; সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সেনা একত্র হইয়া দেবশৈলমূল শোভিত করিল। চতুর্দ্দিকে যেন সেনা সাগর প্রকাশিত হইল। রণবাদ্যে ও উৎসাহ পূর্ণ চীৎকারে পৃথিবী পরিকম্পিত হইয়া উঠিল। সমস্তই স্থির হইল, এক্ষণে কোন কোন মহাত্মা কোন ২ কার্য্যের ভার লইবেন, সেই বিষয়ের পরামর্শ স্থির হইতে লাগিল। ইতি মধ্যে ভীষণ জয় নিনাদের সহিত তান্তিয়া তোপী প্রবেশ করিলঃ—তাহার সন্ন্যাসীর বেশ, মস্তকে জটা, অঙ্গে বিভূতি, পরিধান গেঁরুয়া বস্ত্র। তান্তিয়া প্রবেশ করিয়া প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল ঃ—

"প্রভো! আমি স্বাধীনতার নাম লইয়া; ভারতের প্রতি বীরসিংহদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইলাম। মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিলাম। মহারাষ্ট্রগণকে উত্তেজিত করিলাম। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণকে উত্তেজিত করিতে পারিলাম না। যখন আমায় গোয়ালিয়ারাধিপ বলিয়াছিলেন ঃ—বৃটীশসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য নয়? তখন

আমি কম্পিত হইয়াছিলাম। যখন পাতিয়ালাধিপতি বলিয়াছিলেন ঃ—বৃটীনীয়গণের রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে—অতএব তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা বৃথা!” তখন আমার নয়নে বারি আসিয়াছিল। যখন কাশ্মিরাধিপতি বলিয়াছিলেনঃ——আমি যে বৃটনকে হিমালয়ের ক্রোড়ে স্থান দিয়াছি, তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে আমাদের ক্ষত্রধর্ম্ম নষ্ট হইবে।” তখন তাঁহার সমক্ষে কাঁদিয়াছিলাম। মহারাজ! তাঁহারা কেহ স্বয়ং বা সৈন্য দ্বারাও আপনার মহতেচ্ছার পোষকতা করিবেন না। আমার যাহা সাধ্য ছিল করিয়াছি, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুণ যেন আমি এই যুদ্ধে বৃটীশগণের বক্ষের রক্ত পান করি?”

তান্তিয়াতোপী নিরস্ত হইলে নানা একবার দেবশৈলের তলস্থ সমাগত সেনাসাগরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন—কোথাও রণহস্তিগণ বৃংহিত করিতে২ কামান ও হাওদা পৃষ্ঠে শোভিত রহিয়াছে। কোথাও প্রতাপবান বীরগণকে পৃষ্ঠে করিয়া ঘোটকগণ রণনিনাদে নৃত্য করিতেছে। কোথাও সহস্র২ শকট আহারীয় লইয়া রহিয়াছে। কোথাও মহিষের পৃষ্ঠে তাম্বুর উপযোগী দ্রব্য সমস্ত রহিয়াছে। স্বাদী—নিষাদী—প্রভৃতি সারি সারি সাগরের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে।

এই সমস্ত দেখিয়া তিনি অদূর প্রবাহিত গঙ্গার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন ঃ—গঙ্গার বক্ষে সহস্র২ তরী রণসজ্জিত বীরগণকে লইয়া গঙ্গার বক্ষে ভাসিতেছে ঃ—তিনি সেই উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

মাতঃ ত্রিধারে! তুমি এক ধারায় স্বর্গীয় দেবগণকে পবিত্র করিতেছ। অপর ধারে নারকীগণ পবিত্র করিতেছ। আর এই ধারার সংসারবাসীগণকে পবিত্র করিতেছ!! আজ মা—তোমার বক্ষে কি শোভাই হ'য়েছে! সহস্র সহস্র রণতরী সহস্র সহস্র বীরপুরুষকে বক্ষে করিয়া তোমার বক্ষে ভাসিতেছে ঃ—যেন ঐরাবতের মস্তকে পারিজাত মালা শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। মাতঃ গঙ্গে! তুমি এই বর দাও মা! যেন ঐ সকল বীরপুরুষের সাহায্যে তোমার বক্ষকে শত্রুর রক্তে রঞ্জিত করি? যেন স্বাধীন হইয়া ভারতের বক্ষে তোমার সেই রক্ত রঞ্জিত বারি লইয়া পূজা করতঃ স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি?”

নানার উচ্ছ্বাস শেষ হইতে না হইতে কে যেন সেই প্রদেশ কাঁপাইয়া গীত গাহিল;

“ আজি কি মা ভারতীর ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
অধীনতা-দুঃখ-নিশা-শশীসহ হোলো ভোর ॥
মলিনা পূর্ব্বের ভাতি—হোলো বুঝি জ্যোতির্ম্মতী
পুন কি শোভিল অঙ্গে—স্বাধীনতা রত্নহার!!”

এই হৃদয় স্নিগ্ধকারী সংগীতের অবসানে ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসিনী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শরীরের তেজে সকলেই চমকাইলেন ঃ—তাঁহার সংগীতে উন্মত্ত হইয়া নানা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“ ভগবতী! আপনার কি অভিপ্রায়?”

সন্ন্যাসিনী উত্তর করিলেন ঃ—

“ তোমার ন্যায় বীরবরের সহিত সাক্ষাৎ লাভ আশা। আমি ঝান্সীর মহারাণীর প্রধান সখী। তিনি আমাকে এই বেশে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণী। আমার সহিত তাঁহার তিনসহস্র সেনা আসিয়াছে; আর তুমি রণে প্রবৃত্ত হইলে তোমাকে রক্ষা করিতে তিনি স্বয়ংই চণ্ডী মূর্ত্তিতে আসিবেন।”

এই কথা শেষ করিয়া যোগিনী পুনরায় পূর্ব্বের সঙ্গীত গাহিলেন। সেই গীতে উন্মত্ত হইয়া সকল বীরগণ স্বীয় স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া সেই মূহুর্ত্তেই বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া যুদ্ধ করণাশয়ে “ জয় স্বাধীনতার জয়!” বলিয়া দেবশৈল হইতে অবতরণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য, রণভেরী ও কামানের গর্জ্জন ও বীরগণের বীরধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেল মা।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নানক চাঁদ।

যেমন ত্রিলোকবেষ্টিত জলধির তরঙ্গ একমাত্র পবনের স্তিমিত প্রতাপে নিশ্চল হয়। তদ্রূপ এই ভারত পরিকম্পনকারী বিদ্রোহানলের নির্ব্বানও একমাত্র নানকচাঁদের দ্বারা সমাহিত হইয়াছিল। নানকচাঁদ কোন জাতীয় ও কোন দেশীয় ছিলেন, একথা আমরা কোন ইতিহাসে দেখিতে পাই নাই। কেহ কেহ বলেন যে তিনি বঙ্গবাসী ও ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ হিন্দু ছিলেন। নানা-সাহেবের প্রধান সহকারী, ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আজীমুল্লার সহিত নানকচাঁদের বাল্য-সৌহার্দ্দ থাকা প্রযুক্ত নানকচাঁদ নানার সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাদের কথামতে যদি তিনি যথার্থই বাঙ্গালী থাকেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গোপযুক্ত কার্য্য করিতেই কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বাজীরাওর মৃত্যুর পরে বাজীরাওর যে এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, নানক তাহার দিক হইয়া, সেই রাজকুমারকে বাজীরাওর সম্পত্তির অংশ পাইবার কারণ প্রদর্শন করেন। বাজীরাওর ভ্রাতুষ্পুত্র নানকচাঁদের কথায় ধনলোভে নানার নামে ইংরাজ সরকারে অভিযোগ করেন। নানকচাঁদ ওকালতী শিখিয়াছিলেন, তিনি সেই সুযোগে তাঁহার পক্ষীয় উকীলের পদ লাভ করিলেন। অতুল বুদ্ধিমান নানা সেই রাজকুমারকে স্বীয় করস্থ করিলেন। নানকচাঁদের আশা বিফল হইল। তিনি সেই অবধি নানার বিপক্ষে ছিদ্র অনুসন্ধানে রত হইলেন। এদিকে দেখিতে দেখিতে নানা বিদ্রোহী হইলেন, নানকচাঁদ সেই সুযোগে ইংরাজগণের প্রতি রাজভক্তি দেখাইবার কারণ লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া বিদ্রোহের সমস্ত সংবাদ ইংরাজগণকে প্রদান করিতে লাগিলেন। যদি বিভীষণ

রাবণের বৈরী না হইতেন, তাহা হইলে রাবণের মৃত্যু কখনই হইত না। যদি ব্যাধ আসিয়া দুর্য্যোধনের জলস্তম্ভ-বাস বার্ত্তা না প্রকাশ করিত; তাহা হইলে দুর্য্যোধনের জীবন কখনই নষ্ট হইত না। তেমনি আমাদের বিবেচনায় যদি ইংরাজ হিতৈষী নানকচাঁদ সে সময়ে না জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, নানার দুর্দ্দমনীয় প্রতাপকে নষ্ট করা ইংরাজগণের অসাধ্য হইয়া উঠিত।

নানকচাঁদ স্বয়ং কোন সংবাদ আনিতেন না—তিনি "উপাচুন্না" নামক জনৈক অবোধ মহারাষ্ট্রকে ভৃত্য রাখিয়াছিলেন। সেই ভৃত্যের সাহায্যে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। উপাচুন্না অত্যন্ত ভীত স্বভাব ও জ্ঞানহীন ছিল বটে, কিন্তু এক ধৃতি গুণে সে তাহার প্রভুর কার্য্য প্রাণ দিয়াও অবহেলায় সম্পন্ন করিত। এদিকে নানকচাঁদ লোকমুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন যে নানা দেবশৈলের উপরে চক্রান্ত করিয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি চক্রান্তের নিগুড় সংবাদ জানিবার কারণ, সেই পর্ব্বতের একটী নিভৃত গুহায় চুন্নাকে রাখিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। চুন্না মহারাষ্ট্রীয় ভেকধারী ভিখারীগণের ন্যায় মালা ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়াছিল, তিলক ও নানা প্রকার রং মাখিয়া, একটী ত্রিতন্ত্র * হস্তে করিয়া বসিয়াছিল। যতক্ষণ নানার উত্তেজনায় বিদ্রোহীগণ তথায় আসিতেছিল, সে সমস্ত একে২ দেখিয়া লইল। যে যাহা বলিয়াছিল, সমস্তই সে শুনিয়াছিল, কেবল রণবাদ্যের ও বীরগণের হুহুঙ্কারের ভয়ে কাঁপিতে ছিল।

এদিকে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন এমন সময়ে বিদ্রোহীগণ একে একে দেবশৈল হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় সেনা লইয়া নিশাযোগে আক্রমণ করিবার কল্পনার আকাঙ্খায় দীপ্তি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেনাগণের পদধূলিতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। অস্ত্রের ঝনঝনা, অশ্বের হ্রেষা রব, হস্তির বৃংহিত ও বীরগণের রণনিনাদে ভারত

---

* আধুনিক বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বংশ নির্ম্মিত বাদ্যের উপরিভাগে একটী চর্ম্মমণ্ডিত গোলাধার রাখিয়া একটী মাত্র তার যোজনায় বাদ্য করেন, উহা প্রায় সেই রূপ।

কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিকে সহস্র ২ জয়ঢাক রণবাদ্যে বাজিতে লাগিল গঙ্গার বক্ষস্থ তরীকূল উৎসাহবেগে দিল্লী অভিমুখে বাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারের সহিত বিদ্রোহীগণের গতি অদৃশ্য হইয়া আসিল। দেবশৈল নিস্তব্ধ হইল।

এদিকে চুম্না কম্পিতভাবে একটী বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে লুক্কায়িত ভাবে বসিয়া কাঁপিতে ছিল। ভয়ে তাহার জীবন দেহান্তরিত হইবার উদ্যোগ করিতে ছিল। তাঁহার শরীরের রক্ত চলাচল হীন হইয়াছিল। সে বহুকষ্টে সেই বৃক্ষের মূল ধরিয়া দুইবার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বায়ুকম্পিত বৃক্ষের পত্র শব্দ শ্রবণে দুইবারই ভূমে পতিত হইল। তৃতীয় বারে বায়ু কম্পিত কদলীবৃক্ষ যেমন পতিতোন্মুখী হইয়াও খাড়া থাকে, সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবসরে দেবশৈল বিহারী একটী শৃগাল নিশা সমাগত দেখিয়া স্বীয় গহ্বর হইতে আহারান্বেষণে নির্গত হওতঃ অদূরে একটী চীৎকার করিল। চুম্না সেই চীৎকারকে বিদ্রোহীগণের পুনরাগমন চীৎকার ভাবিয়া ভয়ে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। সেই শৃগালটী আস্তে২ বেড়াইতে২ সেই স্থলে আগমনপূর্ব্বক নিশ্চল ও শায়িত চুম্নাকে মৃতদেহ ভাবিয়া তাহার অঙ্গে জিহ্বা লেপন করিতে লাগিল। চুম্না লালাযুক্ত জিহ্বার স্পর্শে চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন চাহিয়া দেখিল, অমনি সে সভীতে "বাবা রে মলুম রে!" বলিয়া গুপ্ত স্থান হইতে দৌড়াইয়া প্রকাশ্য স্থানে আসিয়া পড়িল। বারম্বার পশ্চাতে চাহিয়া কাঁপিতে২ বলিল ঃ—

"বাবা! এখুনি বাগে খেয়েছিল। কপালে নাকি মৃত্যু লেখে নি—তাই বেঁচে এসেছি! সে তো এমন জানোয়ার নয়। দাঁত গুলো যেন একহাত কোরে! আমাকে খেয়ে ছিল আর কি!! গুরুদেব, গুরুদেব! গুরুদেব!! কোন দিন এমনি কোরে প্রাণটা যাবে দেখচি!! জগদীশ্বর আমাকে অর্থহীন কোরেচেন, আমাকে কাযে কাযেই পরের দাসত্ব কোত্তে হোচ্চে! প্রভূ যেন আমাকে কি পেয়েচেন!! এই সমুদ্রের মতন সৈন্যের মধ্যে আমাকে একা রেখে গেলেন। যদি ওরা আমাকে দেখ্তে পেয়ে তরবারের দ্বারায় আমাকে কেটে ফেল্তো!! তা-হোলে তাঁর কি?

তাঁর টাকা আছে—মেলা চাকর মিল্তো। আমার প্রাণটী যেতো। আর আর—আমার পরিবারটী ভিক্ষা কোরে খেতো। যাই হোক! এখন একটু ফাঁকা জায়গায় এসেছি, এই যে সুমুখেই ঝরণা রোয়েছে, একটু জল খাই! প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক!! তৃষ্ণায় বুকটো ফেটে যাচ্চিল, আগে তাকে একটু ঠাণ্ডা করি!!

চুম্না এক পদ অগ্রসর হয়, আবার ভয়ে একপদ পশ্চাতে আগমন করে। শেষে বহু কষ্টে সম্মুখস্থ ঝরণার জল পান করিয়া, কাঁপিতে২ পূর্ব্ব স্থানে আগমন করিয়া বলিল ঃ—

"কি অন্ধকার! চারিদিকের মধ্যে কোন দিক্টীই দেখবার যো নাই!!" সম্মুখ দিয়া একটী শৃগাল দৌড়াইয়া গেল। তাহার পদশব্দে কম্পিত হইয়া চুম্না সভীতে বলিল ঃ—

"কেও! কেও!—কেও? কে তুমি? আমি এখানে—মানুষ! আমাকে দেখে যেও? আমার কাছে এসো না? যাই হোক মরি—আর বাঁচি—নানার কল কৌশল সমস্তই টের পেলেম। প্রভূ বোলেচেন দিল্লীর বাদশাই হোক আর যেই হোক; ইংরাজের কাছে কেউ নয়। তাদের গায়ে রাক্ষসের মতন জোর! তাদের সঙ্গে আর কেউ পারবে না। যাই হোক সব কথা তো বোল্বো। প্রভূ যে বোলেছিলেন, এই খানে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। তা কই তিনি তো এলেন না—না আস্তেও পারেন; এতো সৈন্যের গোলমালের ভিতরে যে আমি বেঁচে আছি একথা হয় তো তিনি বিশ্বাস করেন নি!! যাই হোক আমি এখন কি কোরি!! যদি তিনি তাই মনে কোরে না আসেন তা হোলেই তো আমাকে বাগে মেরে ফেলবে!! আমি এর একটুও পথ চিনিনি, যে ফিরে যাবো। লোকে বলে রামনাম কোল্লে, ভূত পেতনী, দানো দত্তি, জানোয়াররাও আস্তে পারে না; আমি তাই—করি—যদি তা কোরেও কাল সকাল অবধি বেঁচে থাকি?"

চুম্না দুই চারি বার গলার আবাজ করিয়া, রামায়ণ গান করত মনের ভয়ের লাবব করিতে চেষ্টা করিল বটে; কিন্তু ভয়ে কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতে লাগিল। সে গাহিল ঃ—

"দশরথ নামে ছিল চরাচরপতি।
স্থনগো সবাই মিলে তাহার দুর্গতি॥
অতি বলবান্ রাজা বিদ্যাতে নিপুণ।
শিখে ছিল এককালে শব্দভেদী গুণ॥
সেই গুণ শিখে রাজা পরীক্ষার তরে।
এক দিন তীর এড়ে শব্দ লক্ষ ক'রে॥
বিধিল ব্রাহ্মণ পুত্র শব্দভেদী তীর।
তীর খেয়ে ছেলে কাঁন্দে হইয়া অধীর॥
কান্না শুনে রাজা তবে আশ্চর্য্য হইয়া।
নিধন ব্রাহ্মণ শিশু দেখেন যাইয়া॥
সন্তানের পিতা মাতা দিলা রাজে শাপ।
পুত্রশোকে মরিবি তুই পাবি মনস্তাপ॥
যজ্ঞ করি চারি পুত্র লভিল রাজন।
রাম ও ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ॥
পূর্ণিমার শশী সম রাজার কুমার।
শিখিলেক রাজনীতি, আর বিদ্যা ভার॥
একদিন বিশ্বামিত্র রামে ল'য়ে বনে।
রাক্ষসী তাড়কা মারে সহিত লক্ষণে॥
মিথিলার রাজকন্যা সীতা নাম শুনি।
তার সহ রামে বিভা দিল মহামুনি॥
লক্ষ—ণে—ণে—এঁঃ———"

চুম্না আহ্লাদ করিয়া যেমন "লক্ষণে" উচ্চারণ করিতে যাইবে, অমনি অদূর—প্রকাশিত একটী আলোক তাহার নয়নে পতিত হইল। সে অমনি কাঁপিয়া কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া বলিল :—

"এই বার গেলেন বাবা! লোকে বলে রাম নাম কোল্লে ভূতের ভয় থাকে নাঃ—বাবা! যতক্ষণ রাম নাম করিনি, ততক্ষণ ভূত পেত্নী আসেনি, 'যেই রাম নাম কোরেছি, অমনি ভূত পেত্নী এসে উপস্থিত হয়েচে। খেলে—খেলে খেলে!!"

চুম্না কাঁপিতে লাগিল :—আলোক যতই সন্নিহিত হইল, ততই চুম্না কাঁপিতে লাগিল। শেষে সে চক্ষে হস্ত দিয়া কাঁপিতে ২ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল।

এদিকে একজন অনুচরের সহিত আলোক হস্তে সন্ন্যাসীর বেশে নানকচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ; আজানুলম্বিত বাহু, নয়ন দীপ্তিময়; তিনি অনুচরের হস্তে আলোকটী দিয়া গভীর স্বরে বলিলেন :—

"স্বজাতীর ছিদ্র প্রকাশ করা মহাপাপ!! কিন্তু রাজহিতৈষী হওয়া তো পুণ্যের কাজ!! বর্ত্তমান কালে ইংরাজ গণই ভারতের রাজা!! তাহাদের হিতৈষী হইলে, আমার আবার পাপ কি? আমার প্রধান শত্রু নানা! তাহার সহকারীত্ব করা অপেক্ষা নরকনিবাস আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর!! ইংরাজগণের হিতসাধনার্থে জীবন পর্য্যন্ত পন করিলাম। বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহানলে ইংরাজবৃন্দও যদি দগ্ধ হয়েন, আমিও তাঁহাদের সহিত দগ্ধ হই। যদি এই বিদ্রোহানল তাঁহারা নির্ব্বাপিত করিতে পারেন, তবে আমার স্বর্গ-লাভ হইবে। আশা! তুমি আমার হৃদয়ে অধিবেশন কর? আমি যদি ইংরাজ বাহাদুরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া নানাকে পথের ভিখারী করিতে পারি, তাহা হইলেই এ জীবন রাখিব; নচেৎ আজিও যেমন সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছি, চিরকালই এই বেশের পূজা করিব। কিন্তু ইংরাজগণের হিতসাধনার্থে পরাঙ্মুখ হইব না। স্বজাতী! কিসের স্বজাতী! মান্য-লোভ মহা লোভ! ধনলোভ মহালোভ!! আমি ইংরাজ হিতৈষী হইয়া এ জীবনকে উন্নতি আশায় ধাবিত করিতেছি!! ইহাতে আমার স্বজাতীয়েরা বিপক্ষ—হয়েন—হউন, আমার তাতে ক্ষতি নাই—আমি মনে মনে এই দণ্ড হইতে আমার জীবনকে ইংরাজগণের পদে প্রদান করিলাম।"

তিনি শেষে কতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিয়া চারিদিকে চাহিলেন পরে বলিলেন :—

"চুম্নাকে এই স্থানেই—না লুক্কায়িত ভাবে রেখেছিলেম? আহা! যদিও সে ভীতু কিন্তু কখন প্রাণপণে আমার কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ নহে। এই সাগর সম প্রবল বিদ্রোহীগণের মধ্যে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, যদি

তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে, তবেই তো সর্ব্বনাশ!”

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে নির্ব্বোধ চুন্না ভয়ে অজ্ঞানের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল ঃ—

“ওরে ভূত! আমি জীয়ন্ত মানুষ! আমাকে ধরিসনি!! ধরিসনি!!”

নানকচাঁদ কণ্ঠস্বরের অনুসারে তথায় যাইয়া সত্বরে সেই সভীত চুন্নার হস্ত ধরিলেন। চুন্না মনে করিল যে তাহাকে যেন যথার্থই—ভূতে ধরিল—সে আরো চীৎকার করিয়া বলিল ঃ—

“আর আমি রামায়ণ গাইব না—ধরিস্‌নি—ধরিস্‌নি।”

নানকচাঁদ মনে মনে বুঝিলেন, চুন্না একা থাকিয়া ভয় পাইয়াছে; তিনি তাহার বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন ঃ—

“চুন্না—তোমার ভয় কি? আমি আসিয়াছি?”

চুন্না কণ্ঠস্বরে—একটু আশ্বস্থ হইয়া মুখের হস্তাবরণ খুলিয়া বলিল ঃ—

“কে তুমি—কে তুমি—আমার প্রভু!!”

নানকচাঁদ বলিলেন ঃ—“হাঁ।”

চুন্না চাহিয়াই চিনিল; প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নানকচাঁদ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিউগের বীরত্ব।

যে দণ্ডে টীকাসিংহ ও সামসুদ্দিন সসৈন্যে কর্ণপুর দুর্গ হইতে বিদ্রোহী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দণ্ডেই হিউগ সাহেবও ভারতের আশা মনে মনে ছাড়িয়া ছিলেন, কিন্তু বৃটনীয় সাহস মতে নিতান্ত নিরাশ হয়েন নাই। যখন বৃটন রাজলক্ষ্মী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে

এই যুদ্ধে জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বৃটনের মান রক্ষা করিতে বলিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত লুপ্ত সাহস প্রকাশিত হইল। তিনি মনে মনে বৃটনীয়গণের সম্ভ্রম রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জনাবধি পন করিলেন। সারা নিশা নিদ্রাদেবী তাঁহাকে সাধিলেন। সাহসী হিউগ নিদ্রাদেবীকে সে নিশায় অন্যত্র গমন করিতে বলিলেন। তিনি একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি উপায়ে বৃটনের মান রক্ষা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিবেন, সেই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ভাবনার হিল্লোল যতই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল; ততই তিনি সাহসে অধীর হইয়া মনে মনে পন করিলেন—“অগ্রে মান—শেষে প্রাণ—সেই মান রক্ষার্থে যদি জীবন যায় তাহাতে ক্ষতি কি?”

উষাদেবী হাসি হাসি মুখে জগতের রঙ্গ দেখিতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন! চন্দ্রদেব লজ্জায় গগনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উষার সীমন্ত সিন্দুরের ন্যায় শুক-তারা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতে লাগিল। সাহসী হিউগ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মুখ প্রক্ষালন করত যীশুখৃষ্টের নাম উচ্চারণান্তর রণাঙ্গণে আগমন করিলেন। সঙ্গে তাঁহার সঙ্কেত-বংশী ছিল; তিনি প্রাণ ভরিয়া ইংরাজ বীরগণকে সঙ্কেত করিবার কারণ বংশীর ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনিমতে প্রায় দুই সহস্র ইংরাজ সেনা তাঁহার নিকটে একে২ সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল।

তিনি সেনা পার্শ্বস্থিত একটী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক-বার বেগে সেনা মণ্ডলীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন। ইংরাজ সেনা-গণ তাঁহাকে প্রশংসাবাদ দিবার কারণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল। বৃটনীয় রণবাদ্য ভীমতেজে বাজিয়া উঠিল। রণ-সজ্জিত অশ্বকুল বাদ্যের বিরামে নাচিতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনঝনায় চতুর্দ্দিক পরিকম্পিত হইল। হিউগ সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় কোষ হইতে তর-বারি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন—“হে বৃটনের প্রিয়পুত্রগণ! তোমরা এই অপার জলধিপথ অতিক্রম করিয়া জন্মভূমি, জনক, জননী—প্রাণসম প্রেয়সীগণ পরিত্যাগ করিয়া—ভারতে—কি কাফের বিদ্রোহীগণের হস্তে জীবন প্রদান করিতে আসিয়াছ!! না—কাফেরগণের বক্ষে এই শাণিত

তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে, তবেই তো সর্ব্বনাশ!"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে নির্ব্বোধ চুন্নী ভয়ে অজ্ঞানের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল :—

"ওরে ভূত! আমি জীয়ন্ত মানুষ! আমাকে ধরিসনি!! ধরিসনি!!"

নানকচাঁদ কণ্ঠস্বরের অনুসারে তথায় যাইয়া সত্বরে সেই সভীত চুন্নার হস্ত ধরিলেন। চুন্না মনে করিল যে তাহাকে যেন যথার্থই—ভূতে ধরিল—সে আরো চীৎকার করিয়া বলিল :—

"আর আমি রামায়ণ গাইব না—ধরিস্‌নি—ধরিস্‌নি।"

নানকচাঁদ মনে মনে বুঝিলেন, চুন্না একা থাকিয়া ভয় পাইয়াছে; তিনি তাহার বক্ষে হস্ত দিয়া বলিলেন :—

"চুন্না—তোমার ভয় কি? আমি আসিয়াছি?"

চুন্না কণ্ঠস্বরে—একটু আশ্বস্থ হইয়া মুখের হস্তাবরণ খুলিয়া বলিল :—

"কে তুমি—কে তুমি—আমার প্রভু!!"

নানকচাঁদ বলিলেন :—"হাঁ।"

চুন্না চাহিয়াই চিনিল; প্রণাম করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নানকচাঁদ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিউগের বীরত্ব।

যে দণ্ডে টীকাসিংহ ও সামসুদ্দিন সসৈন্যে কর্ণপুর দুর্গ হইতে বিদ্রোহী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই দণ্ডেই হিউগ সাহেবও ভারতের আশা মনে মনে ছাড়িয়া ছিলেন, কিন্তু বৃটনীয় সাহস মতে নিতান্ত নিরাশ হয়েন নাই। যখন বৃটন রাজলক্ষ্মী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে

এই যুদ্ধে জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া বৃটনের মান রক্ষা করিতে বলিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়স্থিত লুপ্ত সাহস প্রকাশিত হইল। তিনি মনে মনে বৃটনীয়গণের সম্ভ্রম রক্ষার্থে জীবন বিসর্জ্জনাবধি পন করিলেন। সারা নিশা নিদ্রাদেবী তাঁহাকে সাধিলেন। সাহসী হিউগ নিদ্রাদেবীকে সে নিশায় অন্যত্র গমন করিতে বলিলেন। তিনি একাকী সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি উপায়ে বৃটনের মান রক্ষা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিবেন, সেই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। ভাবনার হিল্লোল যতই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল; ততই তিনি সাহসে অগ্নিময় হইয়া মনে মনে পন করিলেন—"অগ্রে মান—শেষে প্রাণ—সেই মান রক্ষার্থে যদি জীবন যায় তাহাতে ক্ষতি কি?"

উষাদেবী হাসি হাসি মুখে জগতের রঙ্গ দেখিতে পৃথিবীতে আগমন করিলেন! চন্দ্রদেব লজ্জায় গগনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উষার সীমন্ত সিন্দুরের ন্যায় শুক-তারা ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিতে লাগিল। সাহসী হিউগ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মুখ প্রক্ষালন করত যীশুখ্রীষ্টের নাম উচ্চারণান্তর রণাঙ্গণে আগমন করিলেন। সঙ্গে তাঁহার সঙ্কেত-বংশী ছিল; তিনি প্রাণ ভরিয়া ইংরাজ বীরগণকে সঙ্কেত করিবার কারণ বংশীর ধ্বনি করিলেন। সেই ধ্বনিমতে প্রায় দুই সহস্র ইংরাজ সেনা তাঁহার নিকটে একে২ সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইল।

তিনি সেনা পার্শ্বস্থিত একটী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া একবার বেগে সেনা মণ্ডলীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন। ইংরাজ সেনাগণ তাঁহাকে প্রশংসাবাদ দিবার কারণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল। বৃটনীয় রণবাদ্য ভীমতেজে বাজিয়া উঠিল। রণ-সজ্জিত অশ্বকুল বাদ্যের বিরামে নাচিতে লাগিল। অস্ত্রের ঝনঝনায় চতুর্দ্দিক পরিকম্পিত হইল। হিউগ সাহেব এই সমস্ত দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন—" হে বৃটনের প্রিয়পুত্রগণ! তোমরা এই অপার জলধিপথ অতিক্রম করিয়া জন্মভূমি, জনক, জননী—প্রাণসম প্রেয়সীগণ পরিত্যাগ করিয়া—ভারতে—কি কাফের বিদ্রোহীগণের হস্তে জীবন প্রদান করিতে আসিয়াছ!! না—কাফেরগণের বক্ষে এই শাণিত

অসি বিদ্ধ করিয়া তোমাদের জনক জননীর মান্য বৃদ্ধি করিবার কারণ ভারতের বক্ষে বৃটনের জয়কেতন উড়াইতে আসিয়াছ? মহামতি ক্লাইব যে এতকষ্টে ভারতকে করতলস্থ করিয়া বৃটনকে জগৎমান্য করিয়া গিয়াছেন: আমরা কি সেই বীরবরের অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ, অবহেলায় ভারত-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া আমাদের পবিত্র জীবন কাফেরদের হস্তে প্রদান করিব। না-না-না-তা কখনই হোতে পারে না। যদি জন্মভূমির মায়া—যদি ক্লাইবের কীর্ত্তি—তোমাদের হৃদয়ে আজো জাগরিত থাকে, তাহা হইলে সকলে মিলিয়া একবার "জয় বৃটনের জয়" বলিয়া ভারতকে কম্পিত কর?"

পদাতিক, অশ্বারোহী প্রভৃতি যত সেনা ছিল সকলেই হিউগসাহেবের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কোষ হইতে অসি নিস্কাশিত করিয়া "জয় বৃটনের জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারধ্বনি নানার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নানাকে দ্বিগুন সাহসী করিয়া দিল। সেই শব্দ দীল্লির বাদসাহ মহাম্মদ বাহাদুরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কাঁপিয়া তুলিল। পুনরায় রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। হিউগ সাহেব বেগে সেনা-মণ্ডলীর চারিদিকে অশ্বযোগে ঘুরিয়া পুনরায় আগমন পূর্ব্বক বলিলেন:—

"দেখ বীরগণ! ভারতীয় কাফেরগণ আমাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে—নানা-সাহেব—দীল্লির সম্রাট—নাগপুরের রাজা—সকলেই আমাদের রক্তের জন্য লালায়িত হইয়াছে!! একবার তোমরা সাহসভরে প্রমত্ত গজবৃন্দ সম রণাঙ্গনে প্রবেশ পূর্ব্বক হিন্দু ও মুসলমানগণকে পদতলে দলিত করিয়া বৃটনের মান রক্ষা কর? কাফের বিদ্রোহীরা জানুক, যে বৃটনবাসা-গণের বল, এ পৃথিবীতে কাহারো ক্ষমতা নাই যে পরিমাণ করে? তাহারা আরো জানুক, যে কোথায় বৃটন—কোথায় ভারত!! ভারতের প্রভাত ও বৃটনের প্রভাত একত্রে হয় না—ভারতের সূর্য্য—বৃটনের সূর্য্য এক সঙ্গে অস্তে যায় না!! এই সহস্র যোজন ব্যাপী পথ হইতে সমুদ্র পথে আসিয়া বৃটনীয়গণ প্রমত্ত গজের ন্যায় পদদ্বারা তাহাদের বক্ষ দলিত করিতে পারিল কি না। সহানুভূতি ও একতা—বৃটীশজাতীর ন্যায় কোন জাতি শিক্ষা করিয়াছে। বীরবৃন্দ!! বৃটনের গৌরব ভারতে ঘোষণা করিবার

কারণ আর একবার "জয় বৃটনের জয়" শব্দে স্বীয়২ অস্ত্র প্রকাশ কর? স্বাদী-নিষাদী প্রভৃতি সেনাগণ হিউগের কথায় উন্মত্ত হইয়া স্বীয়২ কোষ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া "জয় বৃটনের জয়" বলিয়া চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল।

তপনদেব পূর্ব্বগগনে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, বৃটনীয়গণের অস্ত্রের উজ্জ্বলতার সহিত তাঁহার কিরণ প্রতিফলিত হইল। উত্তেজনার বিরামে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কর্ণপুর রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পুনর্ব্বার হিউগ সাহেব অশ্বের সাহায্যে সেই সেনা মণ্ডলীর চারিদিক ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিলেন:—

"বীরগণ! সশস্ত্র হও? সাহস বর্ম্মে হৃদয়কে আবদ্ধ কর? যে বৃটনের প্রতাপে চরাচর কম্পিত হইতেছে!! যে বৃটনের প্রতাপে ঋতুদেব পরিবর্ত্তিত হয়েন না। পৃথিবীর যে যে স্থানে বৃটনের আধিপত্য আছে, সেই সেই স্থানে তাঁহার এক অংশ না হয় আর এক অংশ বর্ত্তমান রহিআছে। যে বৃটনের প্রতাপে পৃথিবী ব্যাপী জলধি বৃটনের কীর্ত্তি স্তম্ভরূপ অর্ণবযান বক্ষে করিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছেন। যে বৃটনের প্রতাপে পবনদেব সতত বীজনে রত হইয়াছেন। যে বৃটনের প্রতাপে সূর্য্য দেব অস্ত গমন করেন না। যে বৃটনের প্রতাপে চন্দ্রের কলা ক্ষয় হয় না। সেই জগৎ পূজ্য বৃটনে তোমাদের জন্ম। বৃটনবাসী প্রবীন মাত্রেই তোমার জনক জননীর স্থানীয়, অতএব সেই বৃটনের কীর্ত্তি জগতে ঘোষণা করিবার কারণ, তোমাদের জননীগণের মান্য রক্ষা করিবার কারণ, প্রাণপনে ভারতীয় বিশ্বাসঘাতক, বিদ্রোহী হিন্দু ও মুসলমান কাফেরগণের বক্ষের রক্ত পান করিবার চেষ্টা কর? যদি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জীবিত থাক? তাহা হইলে ভারতের রত্নসিংহাসনে বৃটন লক্ষ্মীকে বসিতে দেখিবে। যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হও, সেই বৃটনলক্ষ্মীর প্রসাদে পরলোকে শুভ গতি প্রাপ্ত হইবে। আর কেন একবার উন্মত্ত হইয়া (হিপ্-হিপ্ হুরেঃ) শব্দে মেদিনীকে কম্পিত কর।"

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সেই সমুদ্র প্রমাণ বৃটনীয় বীরগণ রণবাদ্যের উৎসাহে ও মহাত্মা হিউগের উত্তেনায় আনন্দচিত্তে "হিপ্ হিপ্ হুরে।" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুনর্ব্বার হিউগ সাহেব অশ্বের সাহায্যে সেনাগণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিলেন ঃ—তাঁহার চক্ষু উদীপ্তময় হইয়া উঠিল, তিনি যেমন ঘোটক থামাইয়া পুনরায় কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়া তরবারি কোষ হইতে খুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইবেন; সেই সময়ে দুর্গের বাহিরে ভয়ানক কামানের গর্জ্জন হইল। সেই গর্জ্জনে হিউগ কম্পিত হইলেন। পুনরায় ভয়ানক রণনিনাদে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; এবারেও হিউগ একবার কম্পিত হইলেন। কিন্তু মত্তহস্তী যেমন সম্মুখে অপর হস্তির শব্দ শ্রবণে, তাহার প্রাণ সংহারে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহার নিকটে গমন করে। তদ্রূপ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া হিউগ মনে মনে রণে গমনোম্মুখী হইলেন। অশ্বের মুখ দুর্গ দ্বারের সন্নিহিত করিয়া বলিলেন ঃ—

"বৃটনের বীর—সন্তানগণ! আর কেন, তোমরা প্রস্তুত হও? ঐ শোন, রণ নিনাদে শত্রুগণ তোমাদের আহ্বান কোচ্চে! শত্রুর কামানের গর্জ্জন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে তোমাদের উৎসাহ প্রদান কচ্চে! শত্রুর—রণবাদ্য তোমাদের হৃদয়ের উদ্দীপনাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে! দেখ আজ বৃটনের অদৃষ্ট—চক্রের ফল এইস্থানে পরীক্ষিত হবে। বার—বার তিন বার! দুরন্ত সিরাজ অন্ধকূপে কষ্টদিয়া বৃটনের অপমান করিয়া ছিল; মহাত্মা ক্লাইব পলাশীর রণে তাহার পাপের পরিশোধ লইয়াছেন। দুর্দ্দান্ত রণজিৎ আমাদের অপমান করিয়াছিল, তাহার—পরিশোধ চিহ্ন স্বরূপ কোহিনুর গ্রহণ করা হইয়াছে। এইটী তৃতীয়!! এইবার নানাসাহেব ও দীল্লির বাদসাহের বিদ্রোহ—যদি জীবনাবধি পন করিয়া এই বিদ্রোহে উহাদের বক্ষের—রক্ত বৃটনকে উপহার দিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের স্বজাতীয়ের—স্বদেশের মান রক্ষা হইবে। নচেৎ সহস্র সহস্র বৃটনীয় নর, নারী, শিশু এই রণক্ষেত্রে কাফেরগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দেবে। ওঃ! কি কল্পনা!! আর না বীরগণ, একবার উন্মত্ত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া; বিদ্রোহীগণের হৃদয় রক্তের আশা করিয়া (হিপ্—হিপ্ হুরে) শব্দে আমার অনুধাবন কর!"

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজ সেনা-গণ (হিপ্—হিপ্ হুরে) শব্দে অসি নিস্কাশিত করিয়া হিউগের—অনু-

ধাবন করিল। হিউগসাহের শত্রুগণের উদ্দেশে সসৈন্যে—দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। কর্ণপুর—রণক্ষেত্রে একদিকে বিদ্রোহীগণ "হর হর মহাদেব" ও মহাম্মদের নাম করিয়া পৃথিবী—কম্পিত করিল; অপর দিকে বৃটনীয়গণ (হিপ্—হিপ্ হুরে) শব্দে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী কাঁপাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহীগণের প্রয়াস—কর্ণপুর রণক্ষেত্র।

একদিন ভারতের—বক্ষে যে স্থানে বৃটণের—ভাগ্যের প্রধান পরীক্ষা হইয়া ছিল, সেই স্থানের নাম কর্ণপুর। পুরাণের—মতে এই নগর পুরাকালে দাতৃগণাগ্রগণ্য বৃষকেতুর পিতা মহারাজ দাতাকর্ণের রাজধানী ছিল। এই স্থানেই অতিথী—সৎকারে—নিরত হইয়া মহাবীর—কর্ণ অতিথীর অভিলাষ—মতে স্বীয়—পুত্র বৃষকেতুকে কাটীয়া তাহার—মাংস স্বীয় রাজ্ঞীর দ্বারায় পাক করিয়া অতিথীর—সন্তোষ গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কালের ভীম পরিবর্ত্তণের সহিত সেই—করুণাপূর্ণ স্থান এক্ষনে রাক্ষস বেশ ধারণ—করিয়াছিল। এই—রণক্ষেত্রে সহস্র ২ বৃটণীয়া কমণীয়া কুমারীর সতীত্ব নষ্ট হইয়াছিল, এই রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র স্তনপায়ী বৃটণীয় শিশুর বক্ষ, বিদ্রোহী—গণের অসির অঙ্গ, রক্তে রঞ্জিত করিয়া ছিল। সহস্র২ বৃট-ণীয়া কামিনী পতিহীনা হইয়া বিদ্রোহী—গণের—হস্তে—জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৃটণীয়—বীর—বিদ্রোহী—গণের কৌশলে সাধের জীবন বিসর্জ্জন—দিয়াছিল। সেই বীভৎসময় কর্ণপুরের চিত্র প্রকাশ করিতে হৃদয় কম্পিত হয়।

১৭৭৫ খৃঃ লক্ষৌর নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তাহার বেগমেরা নবাবের প্রভূত ধনসম্পত্তি লইয়া মহা গোলযোগ করেণ। মহাত্মা হেষ্টিংশ সেই—সময়ে ইংরাজ—রাজ-প্রতিনিধি হইয়া ভারত—শাসন করিতেন। বেগমগণের—বিবাদে ও অনুপযুক্ত বর্ত্তমান নবাবের শাসনে অযোধ্যা প্রদেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে মহাত্মা হেষ্টিংশ সেই সুযোগে অযোধ্যার গোলমাল মিটাইয়া, বর্ত্তমান নবাবের সহিত ফৈজাবাদ নগরে—এক সন্ধি-স্থাপন করেন। সেই সন্ধির মর্ম্ম এই যেঃ—অযোধ্যায় ভবিষ্যতে কোন প্রকার—গোলযোগ না হয় এই কারণে ইংরাজগণ একদল সেনা অযোধ্যায় রাখিবেন, নবাবকে সেই অনুমতি প্রদান করিতে হইবে। আর—সেই সেনাগণের খরচের সুবিধার কারণ উপযুক্ত আয়ের একটী ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইংরাজগণকে বিলক্ষণ টাকা কর্জ্জের হিসাবেই হৌক বা দানের হিসাবেই হৌক প্রদান করিতে হইবে। বেগমদের যাতনায় পীড়িত হইয়া বর্ত্তমান নবাব আপনাকে সুরক্ষিত করিতে পারিবেন ভাবিয়া হেষ্টিংশের মতের পোষকতা করিয়া ফইজাবাদ—সন্ধি—পত্রে এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া স্বাক্ষর করিলেন, যে তাহাতে ইরাজগণ অযোধ্যার দক্ষিণ দিকস্থ কর্ণপ্তর নগর সেনা সন্নিবেশের কারণ প্রাপ্ত হইলেন, আর ঐ নগরের আয়, সেনাগণের ব্যয়ের কারণ প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্ত বারানসী রাজ্যের বার্ষিক কর আড়াইলক্ষ টাকা চিরকালের মত অমনি প্রাপ্ত হইলেন।

সেই সন্ধি-মতে ইংরাজগণ কর্ণপুর প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তাহাকে উত্তম রূপে করস্থ করিতে পারেন নাই। পরে মহাত্মা ওএলেস্‌লী সাহেব ভারত শাসন করিতে আগমন করিয়া বিজিত-গণের প্রতি যে একটী রাজনিয়ম * স্থাপন করেন; তাহার মর্ম্মমতে অযোধ্যার নবাব কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়া, সেই দোষে তাঁহাকে কর্ণপুর প্রভৃতি কয়েকটী স্থান ইংরাজগণকে সেনা রক্ষণের কারণ একেবারে প্রদান করিতে হইয়া ছিল। সেই—অবধি কর্ণপুর একেবারে ইংরাজগণের হস্তগত হয়।

* Subsidiary System of Lord Wellesley.

সেই—সময় হইতে ইংরাজগণ ভারতকে রক্ষণ করিবার কারণ আরায় একদল সেনা, বারানসীতে একদল সেনা ও কর্ণপুরে একদল সেনা রাখিয়া, উত্তর—পশ্চিম প্রদেশে প্রভূত্ব করিতেন। কিছুদিন পরে সিখবিদ্রোহে বিজয়ী হইয়া সিখগণের সহিত সন্ধি মতে লাহোরেও একদল সেনা রাখিয়া ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী স্থানের—মধ্যে কর্ণপুর দুর্গই —ইংরাজগণের পক্ষে সে—সময়ে অত্যন্ত দৃঢ় স্থান ছিল।

নানা দেখিলেন এই সহস্রযোজন ব্যাপী আর্য্যাবর্ত্তকে ইংরাজগণ এই সামান্য সেনা লইয়া করস্থ করিয়াছেন। তিনি কৌশলে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ইংরাজগণকে দূরীভূত করিবার কল্পনা করিয়া লাহোরে শিখগণকে বিদ্রোহী—করিয়া দিলেন। আরায়ও বারানসীতে তথাকার অধিবাসীগণকে বিদ্রোহী করিয়া দিলেন। স্বয়ং দীল্লির—সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণের দৃঢ়তম দুর্গ কর্ণপুর—বিজয়—করণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিয়া ছিলেন আর্য্যবর্ত্তের—উত্তরে হিমালয়-গিরি অতিক্রম করিয়া কেহই আসিতে পারিবে না। দক্ষিণে—বিন্ধ্যগিরি—অতিক্রম করিয়া কেহ আসিতে পাবিবে না। পশ্চিমে প্রতাপী শিখগণের—নিকটে সিন্ধুনদী বাহিয়া আসিতে কাহারো সাহস হইবে না। কিবল পূর্ব্বেই ভয়, সেই কারণে তিনি প্রয়াগ—সঙ্গমাবধি স্বীয়-সেনা বিস্তার বরিয়া মনে মনে ভাবিলেন, যদি বৃটীশগণকে প্রয়াগের—বাহির —করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্ত একপ্রকার তাঁহার করগত হইতে পারে।

এই স্থানে কর্ণপুর রাজ্যের বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রদান করা বিধেয় জ্ঞানে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। গঙ্গার দক্ষিণ কূলবর্ত্তী প্রধান২ নগরের মধ্যে এলাহাবাদ ও দীল্লির মধ্যে কর্ণপুর অবস্থিত। যে সময়ে ইহা নবাব সাদত আলী কর্ত্তৃক ইংরাজগণের হস্তে প্রদত্ত হয়, তখন ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। আধুনিক বিটুর নগরের সন্নিহিত কর্ণপুরের অংশকে পুরাকালে সম্পূর্ণ কর্ণপুর বলিত। ইংরাজগণের প্রতাপে কর্ণপুর এক্ষণে অতিশয় প্রশস্থ হইয়া যোজন পথে বিস্তৃত হইয়াছে। এই নগরের উত্তরে-স্রোতস্বতী গঙ্গা। দক্ষিণে রাজপুতনার অংশ। পশ্চিমে দীল্লি ও বিটুর

নগর। পূর্ব্বে প্রয়াগ ও প্রয়াগবিভাগীকৃত ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী। যথার্থই ইংরাজগণকে অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং প্রকৃতিদেবী কর্ণপুরকে পর্ব্বত ও নদী-হীন করিয়াছিলেন। কর্ণপুরের সর্ব্বস্থানই সেনাগণের আবাস ভূমিতে পূর্ণ। চারিদিকে প্রধান প্রধান ইরাংজ ও বণিকগণের বসবাস। স্থানে স্থানে হাট স্থাপিত আছে। উত্তর প্রদেশের মধ্যে কর্ণপুর একটী প্রধান বাণিজ্য স্থল বলিয়াও প্রসিদ্ধ আছে।

এ দিকে নানা সমস্ত চক্রান্ত স্থির করিয়া আর্য্যাবর্ত্তকে করস্থ করিতে ইচ্ছা করিয়া, বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া দিলেন। সেই বিদ্রোহাগ্নির একটী শিখা স্বরূপ মহাম্মদ বাহাদুর কর্ণপুরের পশ্চিমভাগে তাম্বু স্থাপন করিলেন। নানা স্বয়ং দক্ষিণভাগে টীকা সিংহের সহিত তাম্বু স্থাপন করিলেন। নাগপুরাধিপতি, বল্লারাও ও অপরাপর বীরগণ প্রয়াগের জল পথের দ্বার—স্বরূপ, সতীচোরার ঘাটে তাম্বু স্থাপন করিয়া পূর্ব্ব দিক রক্ষা করিতে লাগি-লেন। আজীমুল্লা ও আনন্দউদ্দীন প্রভৃতি বীরেরা জলপথ রক্ষা করিবার কারণ গঙ্গার বক্ষে সসৈন্যে তরী লইয়া রহিলেন।

যেমন শিকারীগণ বনের চারিদিক ঘেরিয়া পশু ধারণ করে—তদ্রূপ সহস্র সহস্র ইংরাজগণের প্রাণ বিনাশার্থে বিদ্রোহীগণ কর্ণপুর অবরোধ করিল।

নানার হুকুমমতে বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষবৃন্দ দলে দলে সেনা লইয়া বিটুরপথ, দীল্লিপথ, গঙ্গার শাখা পথ, প্রয়াগ পথ, লক্ষ্ণৌপথ অবরোধ করিয়া রহিল। পন্য জীবীরা পন্য আনিতে বা পাটাইতে পারিল না। কর্ণপুরবাসীগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন আর কেহ বাহিরে যাইতে পারিল না। দিবারাত্র রণ নিনাদে রণবাদ্যে ও কামানের শব্দে সক-লেই মৃতপ্রায় হইয়া আসিল। গ্রীষ্মের উত্তাপে ও বাজারের দুর্ম্মূল্যে অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। ইংরাজ অধিবাসীগণের মধ্যে যাহারা এই ভীষণ-বিপদে পত্নিপুত্র লইয়া জল পথে কলিকাতায়—আসিতে চেষ্টা করিল, তাহারা আজীমুল্লার নির্ম্মম হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিল। যাহারা স্থলপথে গমন করিল, তাহারা বিদ্রোহী সেনাগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। ক্রমে ভীষণ বিদ্রোহের শিখা চতুর্দ্দিকে জ্বলিয়া

উঠিল। সেই শিখার তেজে কর্ণপুরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। ইংরাজ অধিবাসীগণ জীবনের আশায় লালায়িত হইয়া কেহ পিতা, পুত্র, স্নেহময়ী কন্যা, প্রিয়তমা প্রেয়সীগণকে ফেলিয়া স্বীয় স্বীয় জীবন রক্ষার চেষ্টা পাইতে লাগিল। কেহ বা সপরিবারে সন্নাসীর বেশ ধরিয়া পলাইয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহবা মহিষ ও গো শকটের চতুর্দ্দিকে মাল চাপাইয়া আপনারা মধ্যস্থলে গুপ্ত ভাবে থাকিয়া, জীবনকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। কেহ বা নৌকাবাহীগণকে ঘুষ দিয়া নৌকার খোলের মধ্যে লুকাইয়া জীবনকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। সকলেরই সকল আশাকে জলাঞ্জলি দিতে হইল। নানার কৌশলী সেনাগণ ইংরাজগণের কৌশল বুঝিতে পারিয়া নির্ম্মম হৃদয়ে ইংরাজগণের মধ্যে কোমল কান্তি শিশু হইতে—স্থবির গণা-বধি যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহারই শোনিতে বীরোচিত অসিকে কলঙ্কিত করিতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদে ইংরাজগণ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া কেহ ২ আত্মহত্যার দ্বারা কাফের গণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কারণ সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে লাগিল। নানার সেনাগণ ভীষণ বীভৎস কর্ম্ম আরম্ভ করিল। ইংরাজগণের প্রতি অত্যাচার করিবার কারণ কোথাও বাটীতে আগুন দিতে লাগিল, কোথাও সপরিবারকে একত্রে দণ্ডায়মান করাইয়া, মাতা পিতার সমক্ষে শিশুকে, স্বামীর সমক্ষে স্ত্রীকে, স্ত্রীর সমক্ষে স্বামীকে কাটিতে লাগিল। ক্রমে সেই যথেচ্ছাচারের কথা দিক্‌দিগান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া আসিল। বৃটন কম্পিত হইল। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই কাঁপিল। এদিকে ধুন্ধুপন্থ, তাড়িত সংবাদ, রেলের পথ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া সসৈন্যে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেনাপতি বল্লারাও।

মহাবীর নানা-সাহেবের আত্মীয় গণের মধ্যে এই মহা সমরে কেহই যোগে দেন মাই। সকলেই বৃটীশগণকে ভয় করিতেন। তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, যদি নানা একবার এই মহাসমরে জয়লাভ করিয়া বৃটীশগণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সময়ে পশ্চাতে যোগ দিবেন। তন্মধ্যে নানার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে নানার সহিত একত্র থাকিতেন, একত্রে যৌবনলীলার ক্রীড়া করিতেন, একত্রে রণ কৌশল শিক্ষা করিতেন। তিনি রূপে, গুণে, অধ্যবসায়ে নানা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। এক্ষণে তিনি যৌবন পদবীতে আরোহণ করিয়া রণকৌশলে এতদূর পরিপক্ক হইয়াছিলেন, যে সময়ে ২ নানাও তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইতেন। তিনি আজীবন বীরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সেতারা প্রদেশে স্বীয় ভবনে থাকিতেন। সময়ে সময়ে নানাকে দেখিবার কারণ বিঠুর নগরেও আসিতেন। এই মহাসমরে জলপথে প্রয়াগের মধ্য দিয়া যদি ইংরাজগণ আগমন করেন, এই আশঙ্কায় তিনি একাই সাহসভরে কর্ণপুরের পূর্ব্বতোরণ স্বরূপ সতীচোরায় ঘাটে তাম্বু স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সেতারার রাজসরকারের প্রধান হাবিলদার ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তিরও অভাব ছিল না। তাঁহারই নাম সেনাপতি—বল্লারাও !!

দেবশৈলে চক্রান্ত স্থির হইলে যে সময়ে বিদ্রোহীগণ, একে একে পর্ব্বত প্রদেশ হইতে নামিয়া, অভিমত কার্য্য করণার্থে প্রস্থান করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই নানকচাঁদ উপাচুয়ার নিকট হইতে চক্রান্তের সমস্ত কথা শুনিলেন। তিনি যখন, শুনিলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ এই রণে

যোগ দিয়াছেন, তখনও ভয় করিলেন না। যখন শুনিলেন নাগপুরের রাজা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছেন, তখন অল্প সন্দিগ্ধ হইলেন। তিনি যখন শুনিলেন ঝান্সীর—মহারাণী, এই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছেন, তখন পূর্ণ সন্দেহ করিলেন। পরে, যখন শুনিলেন; বীরবর বল্লারাও নানার সহিত যোগ দিয়াছেন, তখন তিনি কম্পিত হইলেন। তিনি মনে মনে করিলেন, সামান্য দীপশিখাকে সামান্য পবনেই নির্ব্বাপিত করিতে পারে ! কিন্তু বহুশিখা মিলিত হইলে, সে ভীষণ শিখাকে প্রবল পবনের নির্ব্বাপিত করিবার কি ক্ষমতা !! বরং নির্ব্বাপনের পরিবর্ত্তে বায়ু লাগিয়া অগ্নি বৃদ্ধিকেই প্রাপ্ত হইবে। তিনি কোন্ উপায়ে নানার নিকট হইতে বল্লারাওকে পৃথক করিয়া দিতে পারিবেন কি না তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বাজীরাওর ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ হইয়া যখন নানক ওকালতী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বাজীরাওর ভ্রাতুষ্পুত্রের গুরু শিবপ্রসাদ স্বামীও ঐ রাজকুমারকে নানার বিপক্ষ হইতে পরামর্শ দিয়া, নানকচাঁদের সহিত মিলিয়া ছিলেন। যেদিন নানা ঐ রাজ-কুমারকে হস্তগত করিলেন; সেই দিন হইতে শিবপ্রসাদস্বামী ও নানকচাঁদ উভয়েই মিশিয়া নানার অমঙ্গল চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। শিবপ্রসাদস্বামী মনে মনে নানার অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া গোপনে নানকচাঁদের সহিত পরামর্শ করিতেন। নানক চাঁদও ভবিষ্যতের চিত্র মনে মনে দেখিয়া, বল্লারাও ও নানা উভয়ে যাহাতে বিভিন্ন হয়েন, এই উপায় স্থির করনার্থ একদিন শিবপ্রসাদ স্বামীকে বলিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী নানকের নিকট তাহাতে স্বীকৃত হইয়া স্বীয় বাটীতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শিব-প্রসাদ স্বামী বল্লারও গুরু ছিলেন। বল্লারাও শিব-প্রসাদ স্বামীকে বিশেষ মান্য করিতেন। কর্ণ—পুরের দক্ষিণে দুর্গের বহির্ভাগে, কোন পর্ব্বতময় পল্লীতে, তাঁহার বাটী ছিল। তিনি নানক চাঁদের কাছে পূর্ব্ববিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীয় বাটীতে আসিয়া ভাবিতে বসিলেন।

এদিকে নানা-ধুন্ধুপন্থ সসৈন্যে কর্ণপুরের দক্ষিণে আসিলেন। দক্ষিণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অপরাপর সেনাগণকে রাখিয়া প্রবীণ হইতে যে

প্রশস্থ রাজ পথ কর্ণপুরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রধানটির শিরো-ভাগে স্বীয় তাম্বু স্থাপন করিলেন। তিনি যে অংশে তাম্বু স্থাপন করিলেন, সেই অংশকে "শোভাদা বাটী বলিত।" নানাকে পাইয়া "শোভাদা বাটী" আরও শোভা ধারণ করিল। এদিকে নানার চির-প্রণয় ভাজী বল্লারাও স্বীয় অভিলষিত স্থান সতীচোরারঘাটে অপরাপর সেনাধ্যক্ষের সহিত সেনাগণকে পাঠাইয়া দিয়া যুদ্ধের পরিণামে কি হয়, এই ভাবিয়া, একবার চীর সুহৃদ নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সেই "শোভাদা বাটীতে" আগমন করিলেন। নানা যে স্থানে তাম্বু ফেলিয়া ছিলেন, তাহার অনতীদূরে, এক ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যেই শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রম ছিল। তিনি অন্তরেই নানার শত্রু ছিলেন; একদিন প্রকাশ্যে নানাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া বল্লারাওকে তথায় দেখিতে পাইলেন। স্বীয় মনোভিষ্ট—সুসিদ্ধ করিবার কারণ, যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে বল্লারাওকে তাঁহার সহিত আশ্রমে সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। বল্লারাওও গুরুর কথা অবহেলা অবিধেয় জ্ঞানে, তাহাতেই প্রতি-শ্রুত হইলেন।

একদা সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিতেছেন। পাখীকুল সূর্য্যকে বিদায় দিয়া মনের দুঃখে কল কল শব্দে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে। কমলিনী মনের দুঃখে মস্তক হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। সূর্য্যমুখী "হা—তপন! হা তপন!! শব্দে সূর্য্যের মুখ চাহিয়া কাঁদিতে-ছেন। প্রকৃতিও সূর্য্যবিরহে ক্রন্দনাকুল চিত্তে বিরহিনী বেশ ধারণ করিয়াছেন। এমন সময়ে বল্লারাও অবকাশ মতে গুরুরআশ্রমে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যাইবেন ভাবিয়া, পথে বাহির হইলেন। গগন-মণ্ডলে সপ্তবর্ণ মণ্ডিত মেঘোদয় হইয়াছে, সূর্য্যের মরিচীকুল ক্ষীণরশ্মি হইয়া, অকাশে লীন হইতেছে। এমন সময়ে তিনি গুরুদেবের আশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তি একটী রমণীয় পাহাড়ের মুল প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই পাহাড়ের অপর ভাগে শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রম ছিল। সেই পাহাড়ের মূল প্রদেশের পথ অত্যন্ত অপ্রসস্ত ছিল। অধিক লোকের পদ বিক্ষেপ না থাকাতে তাহার চারিদিকে তৃণ ও গুল্মকূল জন্মিয়াছিল; স্থানে ২ খণ্ড খণ্ড প্রস্থরও পতিত ছিল। পাহাড়ের উপরে নানা প্রকার গুল্ম ও

বৃক্ষাবলী প্রস্ফুটীত কুসুম সহকারে শোভিত ছিল। মন্দ সমীরণ তাহাদের সৌরভ চুরি করিবার কারণ, তাহাদের মন ভুলাইয়া, গাত্রে হাত বুলাইতে ছিল। স্থানটীর মনোরম শোভায় মোহিত হইয়া বল্লারাও অশ্ব বেগ থামাইলেন। সেই স্থানের শোভা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পাহাড়ের উপর হইতে কে যেন মধুর স্বরে গাহিল।

" অস্তমিত হোলে বুঝি প্রবল তপন।
রজণীর তমসায়—ঘেরিল ভুবন ॥
হারাইয়া প্রাণমণি—কাঁদিতেছে কমলিনী,
অবসাদে সরোবরে—,ত্যাজিছে জীবন ॥
কুমুদিনী নবনারী—আকাশে চন্দ্রমা হেরি,
ধরিয়া নবীনা বেশ—আনন্দে মগন ॥
লীলময় লীলা মতে—সকলি ফিরিবে প্রাতে,
অধিনীর দুঃখ নিশা—না যাবে কখন ॥"

বল্লারাও শুনিলেন এ কামিনীর—কণ্ঠস্বর!! মাধুরীময় স্বর!! বীর-বর যতক্ষণ সংগীত হইল, ততক্ষণ শুনিলেন। সংগীত থামিলে যে দিক হইতে সেই সংগীত-ধ্বনি আসিতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দুইপদ অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলেন ঃ—একখণ্ড শিলাতলে, একটী অশোক শাখার উপরে ভার দিয়া একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া কুমারী, মালা গ্রন্থন করিতেছেন। তাঁহার-রূপের জ্যোতিতে সেই দিগ্দেশ আলোময় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কেশদাম আলুলিত থাকিয়া, পৃষ্ঠদেশে শোভিত রহিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বশরীর স্বর্ণখচিত শাটীতে আবৃত রহিয়াছে। অঙ্গের স্থানে স্থানে ব্যবহারোপযোগী অলঙ্কারও রহিয়াছে। বীরবর বল্লারাও এই অলৌকিক লাবণ্যবতী যুবতীকে দূর হইতে দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার নয়ন একদৃষ্টে—তাঁহার রূপজ্যোতি পানে নিরত রহিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া মনে ২ ভাবিলেন, যেন বনদেবী তাঁহাকে মায়া করিয়া এই রূপ ধারণ করিয়াছেন ঃ—তিনি আশ্চর্য্য হইয়াও একদৃষ্টে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যুবতী একছড়া মালা গাঁথিয়া আপনার গলায় পরিয়া, পুনরায় আর একছড়া গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ গাঁথিতে

গাঁথিতে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তিনি আর একটী গান গাহিলেন ঃ—

"মনসাধ মনে কি মিশাইল।
দুরাশা—অগ্নির শিখা হৃদয় দহিল ॥
নিঠুর প্রণয় তুমি—তোমা পূজে কাঁদি আমি।
অবলা কোমলা জেনে—দয়া কি না হইল ॥"

যুবতী সংগীত থামাইলেন, কিন্তু মালা গ্রন্থন থামাইলেন না। তিনি এক মনে মালা গ্রন্থন করিতে লাগিলেন। বীরবর বল্লারাও উন্মত্ত হইলেন। তিনি অধীর হইয়া, আস্তে আস্তে ঘোটক চালাইয়া, তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। মুখে তাঁহার কোন কথা প্রকাশ হইল না। তিনি সন্নিহিত হইয়া অশ্ববেগ সংযত করত একদৃষ্টে যুবতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যুবতী একমনে মালা গাঁথিতে ছিলেন, অশ্বের-পদশব্দে কম্পিত হইয়া সম্মুখে চাহিয়া, আশ্চর্য্য হইলেন। তিনিও একদৃষ্টে বল্লারাওর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বল্লারাও একে বীরপুরুষ, তাহাতে অতীব সুন্দর যুবক, যৌবন তরঙ্গ তাঁহার শরীরে সতত ক্রীড়মান; তিনি বীরোচিত পোষাক পরিয়া ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণ-খচিত—বর্ম্মে আবৃত ছিল। মস্তকে উষ্ণীষ ছিল। কটীতটে অসি দোদুল্যমান ছিল। যুবতী আশ্চর্য্য হইয়া স্থির—সৌদামিনীর ন্যায় তদ্দেশ আলোকিত করিয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কতক্ষণের পর প্রকৃতিস্থ-হইয়া বল্লারাও যুবতীকে চিনিলেন।—চিনিয়া বলিলেন ঃ—

"অহল্যা!! তুমি এখানে?"

যুবতী বল্লারাওকে বীরবেশ পরিবৃত দেখিয়া, অগ্রে চিনিতে পারেন নাই, এক্ষণে কণ্ঠস্বরে চিনিলেন। চিনিয়া—আশ্চর্য্যের সহিত বলিলেন ঃ—

"কুমার! তুমি এখানে?"

বল্লারাওর পিতা রাজ সরকারে—প্রতিষ্টা লাভের সহিত প্রভূত ধন সম্পত্তি ও লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি সেতারার মধ্যেই একটী সুবিস্তীর্ণ জমিদারী ক্রয় করিয়া ছিলেন। তাঁহার—ঐশ্বর্য্যের মান্যে তাঁহাকে সকলে রাজা সম্বোধন করিত। সেই—কারণে বল্লারাওকে সকলে "কুমার"

বলিত। সম্মুখস্থিতা কামিনীর নাম "অহল্যা বাই"। অহল্যার পিতা বল্লারাওর পিতার—জমিদারীতেই বাস করিতেন; তিনি তুলার বাণিজ্য করিয়া প্রভূত সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। তিনি নানার সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়—ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। তিনি মনে করিয়া ছিলেন, অহল্যাকে বল্লার হস্তে সমর্পন করিবেন। অহল্যার রূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বল্লারাও তাঁহাকে পরিণয় করণেও উৎসুক হয়েন। অহল্যাও বল্লার—রূপ সৌন্দর্য্যে, মোহিত হইয়া, মনে মনেই বল্লাকে বরণ করিয়া ছিলেন। বিবাহ হইয়ার কথা স্থির হইলে—বল্লা সময় ক্রমে অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; অহল্যাও সময় ক্রমে বল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়ে মনের ভাব খুলিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। ইতিমধ্যে বল্লারাও নানার সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। অহল্যার পিতা বল্লাকে এই বিদ্রোহে সাহায্যের কারণ নিষেধ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলেন। বল্লা কিছুতেই না শুনিয়া চীর সুহৃদ নানার সহিত যোগ দিলেন।

এদিকে শিবপ্রসাদ—নানকচাঁদের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিবার কারণ অহল্যাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী অহল্যার পিতারও গুরু ছিলেন, এই কারণে অহল্যাকে আনয়ণ কালে অহল্যার পিতা তাঁহাকে কোন বাধা প্রদান করেন নাই।

অহল্যা বল্লারাওর বিরহে কাতর হইয়া দিবারাত্র যাপন করিতেন, শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রমের চারিদিকে জন মানবের সমাগম ছিল না। অহল্যা নির্ভয়ে আশ্রমের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানে ও পাহাড়ের উপরে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। মনের—দুঃখ মনেই বিলীন করিবার কারণ সংগীত করিতেন ঃ—বনফুল আহরণ করিয়া মালা গাঁথিতেন। প্রাত্যহিক ক্রিয়ায় ন্যায় আজ তিনি ফুল চয়ণ করিয়া, স্বভাবের শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া, ফুলের মালা গাঁথিতে ছিলেন। মাঝে মাঝে গান গাহিতেও ছিলেন। এমন সময়ে বল্লারাও সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উভয়ের মনের ভাব উভয়ের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। বল্লারাও নানার নিকটে

বিদায় লইয়া ; যুদ্ধে যাত্রা করিয়া ছিলেন, পথে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া, হঠাৎ এই স্থানে আসিলেন।

কতক্ষণে পর বল্লারাও জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

" অহল্যা ! তুমি এখানে কেমন কোরে এলে ?"

অহল্যা বুদ্ধিমতী ছিলেন, উত্তর করিলেন ঃ—

" প্রাণ যদি উড়ে যায়—; তাহা হইলে শূন্য দেহে প্রয়োজন কি ? প্রাণের পশ্চাৎবর্ত্তী হওয়া—দেহের উচিত !! আমি তাই এখানে আসিয়াছি !!"

বল্লারাও আশ্চর্য্য হইরা বলিলেন ঃ—

" অহল্যা ! তোমার এখানে আসা উচিত হয় নাই !! আমি এখন যুদ্ধে যাত্রা কোচ্চি !! স্বদেশের জন্য ! স্বজাতীর জন্য ! জীবন পর্য্যন্ত পন করিয়াছি !! এমন কি আমার প্রতি লোমকূপেও স্বজাতীয় অনুরাগ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ! এ সময়ে আমি যতই উগ্রমুর্ত্তি দেখিব ; এসময়ে আমি যতই উত্তেজনা শ্রবণ করিব ; ততই আমার হৃদয়ে সাহস হইবে। এ সময়ে কি তোমার ন্যায় সুধামণ্ডিত বদন চন্দ্রমা আমার দর্শনের যোগ্য !! তুমি যদি প্রভাতী অরুণের ন্যায় মুর্ত্তিধারণ করিতে, তাহা হইলে শান্ত হইতাম। অহল্যা ! তুমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কর ? যদি এই যুদ্ধে আমি জীবন লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমার এই সুধামণ্ডিত বদন চন্দ্রমার মুর্ত্তি আজীবন হৃদয়ে অঙ্কিত করিব ; নচেৎ শত্রুর কঠোর অসির আঘাতে যে দণ্ডে বক্ষকে বিদারিত করিব, সেই অন্তিম সময়ে তোমাকে ভাবিয়া মনের সুখে পরলোকে গমন করিব ! !"

অহল্যা বল্লার কথা শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন। শেষে কাতর হইয়া মনে মনে কাঁদিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দুই চারি ফোঁটা অশ্রু প্রকাশিত হইল। তিনি স্বীয় অঞ্চলে মুছিলেন। বল্লারাও ইহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন ঃ—

" সুন্দরি ! কাঁদচো কেন ? সহকার—কি কখন আলিঙ্গিত মাধবীকে হৃদয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারে ? প্রবল ঝটীকায় সে স্বয়ং জীবন প্রদান করে, তথাপি মাধবীকে হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করে না

তেমনি জেনো ? আমি আজ যুদ্ধ রূপ প্রবল ঝটীকায় কম্পিত হইতে যাইতেছি বলিয়া কি তোমার মুর্ত্তি—তোমার প্রেম—আমার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইবে। সে কথা মনেও স্থান দিও না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায়-মহাদেবের ইচ্ছায়—যদি প্রাণের সুহৃদ ধুন্ধুপন্থের সাহায্য করিতে গিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে স্বাধীনতার পদ চুম্বিত এই হস্তে তোমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে অঙ্কে উপবেশন করাইয়া, হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত করিব। যদি পরাজিত হই—সকল আশাই—বিফল হইবে। সেই কারণে তোমার মনে ২ শোক করা উচিত নয়।"

অহল্যা বল্লার অপূর্ব্ব বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টা হইলেন, মনের দুঃখ মনে গোপন করিয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার ! মৎস্য—কতক্ষণ বারি বিহনে জীবিত থাকে ? পুষ্প—কতক্ষণ বৃন্তচ্যুত হইয়া সরস থাকে ? আমার জীবন তোমার সহিত গমন করিল—আমি শূন্য-প্রাণে দণ্ডায়মান রহিলাম ! ! দেখো কুমার ! এ হত—ভাগিনীকে আর দুঃখ দিও না। ঈশ্বর করুণ তোমার যেন যুদ্ধে জয় লাভ হয় ! !"

এই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অহল্যা প্রস্থান করিলেন। বল্লারাও ক্ষণেক আশ্চর্য্য হইয়া শেষে গুরুর আশ্রমে গমন করিলেন। গুরুদেব বল্লারাওর অপেক্ষা করিতে ছিলেন। বল্লাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন। বল্লা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গুরুদেবের পদ-বন্দনা পূর্ব্বক, নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবপ্রসাদ স্বামী বল্লারাওকে ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহের সমস্ত কারণ বলিতে বলিলেন। বল্লা একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শেষে শিবপ্রসাদ বল্লার মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বল্লারাও তাহাতে বিদ্রোহে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বল্লারাও কোন স্থানে তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন তাহাও শিবপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। বল্লা তাহার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিবার কারণ সতীচোরা ঘাটের নামোল্লেখ করিলেন। শিবপ্রসাদের গাম্ভীর্য্যে বল্লারাও পরাস্ত হইলেন। শিব-প্রসাদ একে একে সমস্ত অভ্যন্তরিন্ সংবাদ গ্রহণ করিয়া, মনে মনে প্রফুল্ল হইলেন। তিনি নানকের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সফল করিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতে হইতে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। বল্লারাও বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। স্বামী তাহোতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া সে নিশা তথায় যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। বল্লারাও গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করা অবিধেয় জ্ঞানে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এদিকে অহল্যা শুনিলেন যে আজ বল্লারাও নিশাভাগ এইস্থানে যাপন করিবেন। তিনি এইকথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। মনে ২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তিনি সারানিশা গবাক্ষের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়াও প্রাণ ভরিয়া তাঁহার মনোচোরের মুখ দেখিয়া লইবেন। শিব-প্রসাদের আশ্রমে এমন গৃহ ছিলনা, যে বল্লার উপযুক্ত শয়নাগার হয়। সেই জন্য অহল্যা যাহাতে বল্লার নিদ্রার কোন কষ্ট না হয়, এই-কারণে আপনি যত পারিলেন, পাহাড়ের গাত্রস্থ কুঞ্জ হইতে সুগন্ধি-পুষ্প চয়ন করিয়া আনিলেন। যত প্রকার—শিল্প—জানিতেন তাহার প্রয়োগে যে

শয্যায় বল্লা শয়ন করিবেন, তাহাকে সাজাইলেন। সাজাইয়া মনোমত হইল কিনা তাহা জানিবার কারণ বিশেষ পরীক্ষা করিলেন। মনো-মত হইল দেখিয়া, বল্লার অন্তঃকরণের ভাব জানিবার কারণ অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে বীরবর বল্লারাও গুরুদেবের আদেশ মতে বীর সজ্জায় এক রাত্রি বিরাম গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া, নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়াই শয্যার—প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

মুকুলের অঙ্কুর কোকিল বই আর কে বুঝিবে! মাধবীর প্রণয় সহকার ভিন্ন আর কাহার বুঝিবার ক্ষমতা আছে! শয্যায় ফুলসজ্জা দেখিয়াই বুঝিলেন—এ কার—রচনা!! মনে মনে বলিলেন। "অহল্যা আজীবন ফুল লইয়াই পাগল।" অহল্যা যখন সেতারায় বল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তখনো এমনি করিয়া বল্লার শয্যাকে ফুল দিয়া সাজাইতেন। পূর্ব্বস্মৃতি বল্লার মনে উদয় হইল। বল্লা বীর পুরুষ; প্রণয় রূপ অগ্নিবাণকে হৃদয়ে আপাততঃ লুকাইয়া ফেলিলেন। তিনি যে কার্য্যে—দীক্ষিত হইয়াছেন সেই কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া উন্মত্ত হইলেন। তিনি আস্তে আস্তে শয্যায়—উপবেশন করিয়া তর-বারির উপরে আপনার বদনের—নিম্নভাগ সংরক্ষণ করত অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়—ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ২ তাঁহার হৃদয়ে অতীত বিষয়ের চিত্র পতিত হইল, তিনি মনে মনে বলিলেন ঃ—

"জনক, জননীর, স্বজাতীয়ের গৌরব রক্ষার্থে এই অসি ধারণ করিয়াছি। ভারত মাতার দুঃখ অশ্রু মোচন করিতে এইবর্ম্ম পরিধান করিয়াছি। অরির শাণিত অস্ত্রে বক্ষের রক্ত উপহার দিব বলিয়া আনন্দিত হইতেছি। এ অপেক্ষা সুখের কল্পনা বীরগণের হৃদয়ে আর কি উদিত হইতে পারে? কোথায় সহস্র হস্তীর বৃংহিত; সহস্র অশ্বের হ্রেষারবে, সহস্র রণ-বাদ্যের নিনাদ; সেনামণ্ডলীর জয় নিনাদ—শুনিবার কারণ আমার হৃদয় আনন্দে নাচিতেছিল, এখন কেন তাহাতে বিরক্ত হইল।"

বল্লা আবার ক্ষণেক ভাবিলেন—ভাবিয়া পরে বলিলেন ঃ—

"আমি জানিতেম—পবিত্র প্রণয় ও চন্দ্রমার জ্যোতি একই পদার্থ!!

যেমন কমনীয় কৌমুদীতে হৃদয়ে আনন্দ হয়; তেমনি পবিত্র প্রণয়েও হৃদয়—প্রফুল্ল হয়!! আজ জান্‌লেম সে কথা মিথ্যা—কে বলে প্রণয় সুধাংশুর অংশুর ন্যায় স্নিগ্ধ ও তরল!! যে বলে সে প্রণয়ী নয়! প্রণয় একটী তীক্ষ্ণ অস্ত্র!! আমি যে বক্ষকে সহস্র অরির সম্মুখে অকাতরে পাতিয়া দিতে আনন্দ প্রকাশ করি! সেই হৃদয় প্রণয়ের আঘাতে ক্ষত হইল। আমি সেই ক্ষত স্থানের যাতনা ভোগ করিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রণয়দেব! তুমি আমাকে ক্ষমা কর? আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, ইহাতে স্বর্গের নন্দন কানন আমার চক্ষের উপরে শোভা পাইতেছে!! পারিজাত মাল্য আমার কণ্ঠে পতিত হইবে বলিয়া আকাশ পথে দোদুল্যমান রহিয়াছে!! এসময়ে তোমাকে পূজা করিতে পারিব না। তোমাকে হৃদয়ে রাখিব। এই কার্য্য সমাপ্ত হইতে ২ যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে অহল্যারূপ অনাঘ্রাত কুসুমে তোমার চরণ পূজা করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কৃতার্থ হইব।"

তিনি মনোবেগ—মনে লুকাইয়া, আবার ভাবিতে—লাগিলেন ঃ——

এদিকে অহল্যা বল্লার-মন জানিবার কারণ একধারে লুকাইয়া ছিলেন, অলক্ষে আসিয়া উভয় হস্ত দ্বারা বল্লার নয়ন আবরিত করিলেন। যে বীরের হৃদয় কামানের গর্জ্জনে; সমুদ্রের কল্লোলে; ভূকম্পনে, কম্পিত হয় না!! আজ সেই বীরই এই শিরীষ কুসুমাপেক্ষা কমনীয়া হস্তস্পর্শে কম্পিত হইলেন। তিনি মনে ২ বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

"যে বিধাতা স্বীয় হস্তে সমুদ্রকে নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার শরীরে অমিত বল প্রদান করিয়াছেন। সেই বিধাতাই স্বীয় হস্তে তাহাকে অপমান করিবার কারণ পবনকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যে বিধাতা অতুল স্থূলকায় প্রমত্ত হস্তিকে প্রভূত বীর্য্যবান করিয়াছেন!! আবার সেই বিধাতাই সেই হস্তির অপমানের কারণ মৃগরাজকে সৃজন করিয়াছেন। আমার যে হৃদয়!! ভীষণ রণেও শত্রুর শানিত অস্ত্রে কম্পিত হয় না। আজ-কিনা সেই হৃদয় সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে কম্পিত হইল!! 'অনঙ্গ'! এ জগতে তোমার পরাক্রমের ইয়ত্তা করে, এমন কেহই নাই!!"

অহল্যা শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি সহর্ষে বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তম বল দেখি আমি কে?"

হরিণ যেমন ব্যাধের মধুর বংশীধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া জীবন প্রদান করে। আজ বল্লাও মধুর বংশীর ধ্বনির ন্যায় অহল্যার কণ্ঠনিনাদে হৃদয়কে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অধীর হইয়া বলিলেন ঃ—"

"তুমি আমার হৃদয়স্থ ভবিষ্যৎ আকাশের পূর্ণশশী!!"

অহল্যা যাহা জানিতে আসিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিলেন।—তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি মন পরিবর্ত্তণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"দেখ কুমার!! নিশা দ্বিযামে আগমন করিয়াছেন। তুমি বিশ্রাম কর? কল্য হইতে রণে নৃত্য করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিবে, নিদ্রাকে আলিঙ্গন করিতে পাইবে না। এসো!! তোমার অঙ্গের রণবেশ উন্মোচন করিয়া দি।"

অহল্যা একে একে বল্লার—উষ্ণীষ, বর্ম্ম, অসি, পাদুকা, খুলিয়া লইলেন। শেষে অহল্যার মনে যে সাধ ছিল, তাহা মিটাইতে চেষ্টা করিয়া তিনি এক ছড়া মাল্য লইয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! যদি অপরাধ হয়; মার্জ্জনা করিও!! তুমি যে স্থানে গমন করিতেছ!! সে স্থানে মায়া মমতা কিছুই নাই!! ভবিষ্যতে আমার কপালে কি আছে তা কেমন করিয়া জানিব, আমি এত দিন যে আশাকে পবিত্র ভাবিয়া হৃদয়ে সযতনে পুজা করিতে ছিলাম; সেই আশাকে আজ চরিতার্থ করিব, এসো ভাই! তোমার গলায় মালা পরাইয়া দি!!"

বল্লারাও বিস্মিত হইয়া অহল্যার প্রতি চাহিয়া রহিলেন ঃ—অহল্যা সত্বরে স্বীয় হস্তস্থ মাল্য বল্লার কণ্ঠে আরোপন করিয়া বলিলেন ঃ—

"পুরোহিতের ক্ষমতায় সূর্য্য ও বিষ্ণু সন্তুষ্ট লাভ করেন; কিন্তু পবিত্র প্রণয়ীর হৃদয়কে সন্তুষ্ট কে করিবে? ভাই! আজ আমি মনে মনে সকল দেবগণকে স্বাক্ষী করিয়া এই কোমল মাল্য—রূপ রজ্জুতে তোমার হৃদয়—রূপ মত্ত হস্তিকে আবদ্ধ করিলাম। যদি অবোধ হও? হস্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমাকে দলিত করিও! কিন্তু আমি তোমার

পদমূলে দলিত হইব, তথাপি হৃদয়ের সহিত যাহাকে পূজার করিলাম, তাহাকে ভূলিতে পারিব না। আর না চোল্লেম—পুনরায় উষাকালে আসিব।”

যাইবার কালে অহল্যার নয়ন হইতে দুই চারি ফোঁটা অশ্রু প্রকাশ হইল। তিনি তাহা স্বীয় অঞ্চলে মুছিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে গৃহের দ্বারও আবদ্ধ করিয়া গেলেন।

মত্তহস্তী পাশে আবদ্ধ হইল। বল্লরাও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন :——

“প্রণয়ীর হৃদয় ও উর্ব্বরা ক্ষেত্র—!! উভয়ই সমান। অহল্যা! তুমি বুঝিতে পারিলে না। আমার—কণ্ঠে—এক্ষণে মাল্য অর্পণ করিয়া কাল-সর্পের—পূজা করিলে। যুদ্ধরূপ মহাশ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তণ করা সামান্য কথা নয়!! যদি রণদেবী আমার রক্তের কারণ লোলুপ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি হইবে! হৃদয় স্থির হও? প্রবল সমুদ্র পবনের বেগেই চঞ্চল হয়!! স্নিগ্ধরশ্মির কিরণেও যে সে স্ফীত—হয়, তা আমি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতাম না। আজ বিশ্বাস করিলাম।’

তিনি ভাবিতে ভাবিতে সেই অহল্যা কর্ত্তৃক রচিত কুসুম দাম বিভূষিত শয্যায় শয়ন করিলেন। সুখ নিদ্রায় আক্রান্ত হইলেন। নিদ্রাদেবী স্বীয়া ক্রোড়ে বীরবরের মস্তক গ্রহণ করিয়া যতনে আপনার মায়ায় তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশা প্রভাতা হইয়া আসিবার উপক্রম করিলেন। অহল্যা স্বীয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন করিতে ছিলেন। তিনি বল্লার শিরদেশস্থ গবাক্ষে অলক্ষে থাকিয়া সারা নিশা বল্লার বদন চন্দ্রমা দেখিতে ছিলেন। ক্রমে উষা ঘোষণাকারী—দুই একটা পাখী ডাকিল দেখিয়া, অহল্যা ললিত পঞ্চম স্বরে বীরবরের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া, একটী সংগীত গাহিলেন :—

“উঠ উঠ বীরবর ত্যজিয়া সুখ শয়নে।
নিঠুর অরুণ হের—উদিছে প্রাচী গগনে॥
ফুল সাজ পরিহর—বীর সাজ ধর ধর,
মস্তকে উষ্ণীষ পর—অসি ধর করে :—
অদূরে ভৈরব রণে—নাচিছে মাতঙ্গগণে”

যাও যাও বীর সাজে—বীর ব্রত সাধনে॥“

বল্লারাও চমকাইয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, অহল্যা সম্মুখে; আরও দেখিলেন পূর্ব্ব—গগন শ্বেত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। রণাঙ্গণ তাঁহার স্মরণ পথে পতিত হইল, তিনি আনন্দিত চিত্তে বলিলেন :—

“অহল্যা! আমাকে বিদায় দাও, আঁমি একান্তঃকরণে একবার রণ-দেবীর পূজা করিতে যাই!!’

অহল্যা হৃদয়ে কাঁদিলেন, কিন্তু প্রকৃত মনোভাব হৃদয়ে রাখিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন :—

“কুমার—! আমার অনেক দিনের সাধ আছে; যে তোমাকে; স্বহস্তে সাজাইয়া দিব—আর কখন সে সাধ মিটেবে কি—না মিটিবে; তাই আজ তোমাকে বীর সাজে সাজাইয়া আমার হৃদয় চরিতার্থ কবি!”

অহল্যা একে ২ সমস্ত সজ্জায় বল্লাকে সাজাইলেন; একবার নির্ণিমেষ কটাক্ষে বল্লার রূপসুধা পান করিলেন। শেষে অধীর হইয়া ক্রন্দন করত বলিলেন :—“কুমার আজ তোমার মন, মত্ত—হস্তির ন্যায় রণাশয়ে উন্মত্ত রহিয়াছে; আমি অতীব সাহসে সমান্য মাল্যে সেই প্রমত্ত হস্তিকে আয়ত্ত করিবার আশায় মাল্য অর্পণ করিলাম। দেখো কুমার! আমাকে আজীবন দুঃখসাগরে ভাসমান রাখিও না। আর কি বলিব! জয়লক্ষ্মী তোমার মঙ্গল করুন!!”

নয়নের অশ্রু মুছিতে মুছিতে অহল্যা প্রস্থান করিলেন। বল্লারাও একবার কাঁপিলেন। আবার—রণদেবীর—মুর্ত্তি ভাবিয়া সেই মুর্ত্তির চিত্রে অহল্যার প্রণয় চিত্র অবরিত করিয়া; সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। গুরুদেবের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গণাভিমুখে গমন করিলেন। পথেও বার কয়েক অহল্যাকে মনে করিয়াছিলেন। রণদেবীর ভীষণ চিত্র তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়াছিল। তিনি একান্তঃকরণে সেই দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বজাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে কৃত সংকল্প হইয়া, অবিশ্রান্ত গমনে, সতীচোরার ঘাটের উদ্দেশে চলিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময়ে তথায় পহুঁছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিবপ্রসাদ স্বামীর কৌশল।

বিধাতা যেমন শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবার কারণ তিলোত্তমাকে সৃজন করিয়াছিলেন:—তারকাসুরকে— সংহার করিবার কারণ উমাকে সৃজন করিয়া ছিলেন;—রাবণকে বধ করিবার কারণ সীতাদেবীকে সৃজন করিয়াছিলেন—তেমনি তিনি নানা ধুন্দুপন্থকে সংহার করতঃ ইংরাজগণের গৌরব বৃদ্ধি করিবার কারণ অহল্যাকে সৃজন করিয়াছেন। *

এদিকে বল্লারাও আশ্রম হইতে বাহির হইলে; অহল্যা পূর্ব্বব্রত অবলম্বন করিয়া পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ওদিকে শিবপ্রসাদস্বামী স্বীয় অভিলাষ পরিসিদ্ধ করিবার কারণ সেইদিন হইতে প্রত্যহ নানার সহিত "শোভাদা বাটীতে" সাক্ষাৎ করিয়া মৌখিক আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতে লাগিলেন। দুই চারি দিন যাওয়া আসায় তাঁহার প্রতি নানার অচলাভক্তি হইল। তিনি স্বীয় কৌশল সিদ্ধ করিবার কারণ রণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একদিন নানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, যে তিনি দেব ত্রিশূলীকে পরিতোষ করিবার কারণ ত্রিশূলীর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবেন; সেই যজ্ঞে নানার বিজয় কামনাই সাধিত হইবে, অতএব স্বয়ং নানাকে তথায় উপস্থিত থাকা আবশ্যক করিতেছে। নানা মহাদেব ভক্ত ছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদের নিমন্ত্রণ মতে সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়া; উপযুক্ত সময়ে নিভৃত ভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া ঘোটকের গতিবেগ সম্বরণ করিলেন। চারিদিকে চাহিলেন। কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, ভিতরে কাহার কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হইতেছে। তিনি উচ্চশব্দে বলিলেন:———

* ইতিহাসে জানা যায় যে নানা প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজা হইলে, একটী আত্মীয় কামিনীকে লইয়া তাঁহার গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।

"আশ্রমে কে আছো?"

সময়টি প্রভাত কাল। অহল্যা সদা সর্ব্বদা অতিথীর সৎকার করিতেন। অহল্যা সাহস ভয়ে সকলের কাছেই চপলা অবস্থায় প্রকাশিতা হইতেন। নানার সম্বোধন মতে অহল্যা বাহিরে আসিয়া স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

নানা স্থির—সৌদামিনী—মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শেষে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন:—

"সুব্রতে! এইটি কি শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রম?"

অহল্যা—সচকিতে উত্তর দিয়া বলিলেন:—

"এইটি স্বামীর—আশ্রম, তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন।

নানা মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তিনি কতক্ষণ স্নানার্থে গিয়াছেন?"

অহল্যা উত্তর করিলেন:—

"প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে; বোধ হয় এখুনি আসিবেন।"

নানা স্বয়ং আসিয়াছিলেন, কোন অনুচরাদি তাঁহার পশ্চাতে ছিল না, তিনি স্বয়ংই অশ্বটীকে একটি বৃক্ষ-মূলে বদ্ধ করত আশ্রমের অঙ্গণস্থ এক খণ্ড শিলাতলে উপবেশন করিয়া, ঈষৎ বক্র কটাক্ষে মনোহারিণী রূপা অহল্যাকে দেখিতে লাগিলেন।

অহল্যাও অন্যমনস্কে ভূমি নীরিক্ষণ করত আশ্রমের দ্বার দেশে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নানা অনেকক্ষণ অহল্যার রূপ সুধা পান করিয়া মনে মনে উন্মত্ত হইয়া আসিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে নব প্রয়াস প্রবেশ করিল, তিনি মনকে প্রবোধ দিবার কারণ আপনা আপনি বলিলেন:—

কোথায় ভীম মূর্ত্তি মণ্ডিতা রণদেবীর—চিত্র!! তাঁহার চরণ যুগলে শত্রুর রক্ত অলক্তক ভাবে সদা সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে; তাহাতে রক্ত-জবাপুষ্প পতিত হইয়াছে। রক্তবর্ণে রক্তবর্ণ মিলিত হইয়া, উহা ঘোর রক্তিমা মূর্ত্তিতে শোভিত রহিয়াছে। তাঁহার কটীদেশে অরির বিচ্ছিন্ন হস্ত পদ সমূহ, বসন রূপে শোভিত রহিয়াছে। সেই হস্ত পদ সমুহের ছিন্ন-

নবম পরিচ্ছেদ।

——

শিবপ্রসাদ স্বামীর কৌশল।

——

বিধাতা যেমন শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবার কারণ তিলোত্তমাকে সৃজন করিয়াছিলেন ঃ—তারকাসুরকে— সংহার করিবার কারণ উমাকে সৃজন করিয়া ছিলেন;—রাবণকে বধ করিবার কারণ সীতাদেবীকে সৃজন করিয়াছিলেন—তেমনি তিনি নানা ধুন্ধুপন্থকে সংহার করতঃ ইংরাজগণের গৌরব বৃদ্ধি করিবার কারণ অহল্যাকে সৃজন করিয়াছেন। *

এদিকে বল্লারাও আশ্রম হইতে বাহির হইলে; অহল্যা পূর্ব্বব্রত অবলম্বন করিয়া পাহাড়ের চতুর্দ্দিকে ফুল তুলিয়া, মালা গাঁথিয়া, মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ওদিকে শিবপ্রসাদস্বামী স্বীয় অভিলাষ পরিসিদ্ধ করিবার কারণ সেইদিন হইতে প্রত্যহ নানার সহিত "শোভাদা বাটীতে" সাক্ষাৎ করিয়া মৌখিক আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতে লাগিলেন। দুই চারি দিন যাওয়া আসায় তাঁহার প্রতি নানার অচলাভক্তি হইল। তিনি স্বীয় কৌশল সিদ্ধ করিবার কারণ রণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একদিন নানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, যে তিনি দেব ত্রিশূলীকে পরিতোষ করিবার কারণ ত্রিশূলীর উদ্দেশে যজ্ঞ করিবেন; সেই যজ্ঞে নানার বিজয় কামনাই সাধিত হইবে, অতএব স্বয়ং নানাকে তথায় উপস্থিত থাকা আবশ্যক করিতেছে। নানা মহাদেব ভক্ত ছিলেন। তিনি শিবপ্রসাদের নিমন্ত্রণ মতে সেই যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়া; উপযুক্ত সময়ে নিভৃত ভাবে তথায় উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া ঘোটকের গতিবেগ সম্বরণ করিলেন। চারিদিকে চাহিলেন। কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া শুনিলেন, ভিতরে কাহার কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হইতেছে। তিনি উচ্চশব্দে বলিলেন ঃ———

* ইতিহাসে জানা যায় যে নানা প্রথম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজা হইলে, একটী আত্মীয় কামিনীকে লইয়া তাঁহার গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।

"আশ্রমে কে আছো?"

সময়টি প্রভাত কাল। অহল্যা সদা সর্ব্বদা অতিথীর সৎকার করিতেন। অহল্যা সাহস ভরে সকলের কাছেই চপলা অবস্থায় প্রকাশিতা হইতেন। নানার সম্বোধন মতে অহল্যা বাহিরে আসিয়া স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

নানা স্থির—সৌদামিনী—মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া, ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শেষে মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন ঃ—

"সুব্রতে! এইটি কি শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রম?"

অহল্যা—সচকিতে উত্তর দিয়া বলিলেন ঃ—

"এইটি স্বামীর—আশ্রম, তিনি স্নান করিতে গিয়াছেন।

নানা মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"তিনি কতক্ষণ স্নানার্থে গিয়াছেন?"

অহল্যা উত্তর করিলেন ঃ—

"প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে; বোধ হয় এখুনি আসিবেন।"

নানা স্বয়ং আসিয়াছিলেন, কোন অনুচরাদি তাঁহার পশ্চাতে ছিল না, তিনি স্বয়ংই অশ্বটীকে একটি বৃক্ষ-মূলে বদ্ধ করত আশ্রমের অঙ্গণস্থ এক খণ্ড শিলাতলে উপবেশন করিয়া, ঈষৎ বক্র কটাক্ষে মনোহারিণী রূপা অহল্যাকে দেখিতে লাগিলেন।

অহল্যাও অন্যমনস্কে ভূমি নীরিক্ষণ করত আশ্রমের দ্বার দেশে শরীরের ভার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নানা অনেকক্ষণ অহল্যার রূপ সুধা পান করিয়া মনে মনে উন্মত্ত হইয়া আসিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে নব প্রয়াস প্রবেশ করিল, তিনি মনকে প্রবোধ দিবার কারণ আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

কোথায় ভীম মূর্ত্তি মণ্ডিতা রণদেবীর—চিত্র!! তাঁহার চরণ যুগলে শত্রুর রক্ত অলক্তক ভাবে সদা সর্ব্বদা লগ্ন রহিয়াছে; তাহাতে রক্তজবাপুষ্প পতিত হইয়াছে। রক্তবর্ণে রক্তবর্ণ মিলিত হইয়া, উহা ঘোর রক্তিমা মূর্ত্তিতে শোভিত রহিয়াছে। তাঁহার কটীদেশে অরির বিচ্ছিন্ন হস্ত পদ সমূহ, বসন রূপে শোভিত রহিয়াছে। সেই হস্ত পদ সমুহের ছিন্ন-

মূল প্রদেশ নিঃসৃত রক্ত ধারা তাঁহার পদতলাবধি প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। যেন মেঘের মাঝে বিজলী খেলা করিতেছে। তাঁহার বদন সদা সর্ব্বদা শত্রুর রক্ত পান লালশায় সজিহ্বায়—বিস্তারিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি উভয় হস্তের মধ্যে এক হস্তে শত্রুগণের মুণ্ড ধারণ করিতেছেন; আর এক হস্তে তাহা ছেদন করিয়া সেই উষ্ণ শোনিতে তাঁহার পিপাশায় শান্তির কারণ মুখে ধরিতেছেন। তাঁহার রক্ত মণ্ডিত জিহ্বা প্রদেশ হইতে উভয় বদন প্রান্ত দিয়া রক্তধারা গড়াইয়া নাভি পর্য্যন্ত আসিয়াছে, সে রেখা যেন তাঁহার অঙ্গে স্থির-সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি শত্রুকুলকে ভীত করিরার কারণ দিবারাত্র বিকট দশন প্রকাশ করিয়া উগ্র কটাক্ষে হুহু-স্কার শব্দে অট্ট হাস্যে হাস্য করিতেছেন। মস্তকের কেশ রাশি নবীন নীরদাবলির ন্যায় পশ্চাতে আলুলায়িত থাকিয়া বায়ুভরে উড়িতেছে। তিনি ভীষণ কৃষ্ণ বরণী; সে বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করে কার সাধ্য!! তিনি সেই মুর্ত্তিতে আমার হৃদয়ের বীজমন্ত্রে অধিষ্টান করিয়াছেন!!

সেই মুর্ত্তির সম্মুখে আবার এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিঃ—তাহা ভারত লক্ষ্মীর মূর্ত্তিঃ—সে মুর্ত্তির—মহিমা কার সাধ্য বর্ণনা করে! আহা তাঁহার কি তেজ প্রভা!! ভারত সাগর যেন ভারতকে পদ্ম-রূপে ধারণ করিয়া আছেন। হিমালয় যেন পদ্মের মৃণাল রূপে বিরাজিত আছে। ভারত সাগরের চলোর্ম্মিকুলের ঘাত প্রতিঘাতে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া উর্ম্মি-কুলকে সপ্তবর্ণে মণ্ডিত করিতেছে। ভারত প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় আঘাৎ সহ্য করিয়া আনন্দভরে দুলিতেছে। ভারত লক্ষ্মী অপূর্ব্ব তেজোময়ী মুর্ত্তিতে, বীণা হস্তে তদুপরি বসিয়া পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমকে স্বীয় প্রভায় মুগ্ধ করিতেছেন। তিনি এক পদ লম্বমান করিয়া রাখিয়া, অপর পদ তদুপরি সংরক্ষণ করিয়াছেন। পদমূলে শত শত কোহিনুর শত শত স্বর্ণ, রজত ও হীরকের খনি শোভা পাইতেছে। স্বয়ং জলধি সেই পদে নানা রত্ন উপহার দিয়া পূজা করিতেছেন। তাঁহার প্রতি লোম কূপে সহস্র চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, অয়স্কান্ত, স্পর্ষমণি—সহস্র২ সূর্য্যের কিরণকে পরাভূত করিয়া কিরণ প্রদান করিতেছে। দিদ্দোশ আলো-

কিত করিয়া তাঁহার নখরের জ্যোতি বিকশিত রহিয়াছে। তিনি পদ্মের কম্পনে ঈষৎ কম্পিত হইয়া বীণা বাদনে উন্মত্ত হইয়া, মনের আনন্দে দুলিতেছেন। ভারত পদ্মের মকরন্দ সৌরভ মলয়ানিল অষ্টদিকে বিস্তারিত করিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই মধুকরেরা ভারত পদ্মের চতুর্দ্দিকে গুণ গুণ শব্দে রব করিতেছে। যে সাহস ভরে বসিতেছে; সে ক্ষণ পরে মকরন্দে উন্মত্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। যাহার সাহস হইতেছে না, সে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে!! কি মনোহারিণী কল্পনা!! এই মূর্ত্তিই আমার বর্ত্তমান ব্রতের সার দেবী!!

আমি কি উন্মত্ত হইলাম। কোথায় রণদেবীকে সন্তুষ্ট করত ভারত লক্ষ্মীর পদ পূজা করিয়া, তাঁহাকে ভারত পদ্মে উপবিষ্ট দেখিব, এই সাধ করিয়া জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলাম। সে মূর্ত্তির সম্মুখে এ আবার কি মূর্ত্তি প্রকাশিতা হইল। এ কামিনীর কমনীয়া মুর্ত্তিতে কাহার মন না আনন্দিত হয়। পূর্ব্বে জানিতাম পর্ব্বতের নিরস পাষাণময় হৃদয়! তাহার হৃদয়ে—সুখ স্পৃহা আছে এ কথা কে ভাবিতে পারে? তবে সে নদীকে কি সুখে হৃদয়ে ধারণ করে? মনে মনে নদীবাহী পর্ব্বতকে দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিতাম। কিন্তু এই দণ্ডে জানিলাম, যখন প্রচণ্ড তপন কিরণে তাহার পাষাণময় হৃদয় উত্তপ্ত হইয়া তাহাকে ব্যথা প্রদান করে, তখন নদীর স্নিগ্ধতাই তাহার এক মাত্র বাঁচিবার স্থল!! সেই আশাতেই পর্ব্বত চির কাল নদীর প্রবাহে উৎপাটীত হইয়াও তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে! যদি উদ্যান পাল ভবিষ্যৎ আশাতে উন্মত্ত না হইতেন, তাহা হইলে পুষ্প-গুল্ম রোপণ করিয়া তাহার উদ্যান পূর্ণ করিবার প্রয়োজন কি? পুষ্প শোভা ও মকরন্দে যদ্যপি হৃদয় স্নিগ্ধ না হইত, তাহা হইলে পুষ্প-গুল্মে জল সেচন কে করিত? এ মনোহারিণী মুর্ত্তি কি ভবিষ্যতে আমাকে স্নিগ্ধ করিবার আশয়ে আমার হৃদয় চুরি করিল। মরি কি রূপ মাধুরী!! যেন পঞ্চমীর শশী গগণপটে চিত্রিত হইয়াছে।"

তিনি মনোভাব গোপন করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অহল্যা নানার মূল্যবান্ বীর—পরিচ্ছদ দেখিতে ছিলেন। তিনি

আজীবন বল্লারাওকে বীর-পরিচ্ছদে শোভিত দেখিতেন। সেই কারণে বীর পরিচ্ছদ তাঁহার হৃদয়ে আজীবন প্রীতিপ্রদ ছিল। নানার—বীর-পরিচ্ছদ দেখিয়া নানাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তাহাই ভাবিতে ছিলেন ঃ—তিনি স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে বলিলেন ঃ—

" মান্যবর! আপনাকে বীর—পরিচ্ছদে ভূষিত দেখ্ছি; আপনাকে "বীরবর" সম্বোধন করিলে কি আপনার মান্যের হানি হইবে?'

নানা অহল্যার বুদ্ধিতে আশ্চর্য্য হইলেন, তিনি সহর্ষে বলিলেন ঃ—

" সুকেশিনি! তুমি কি যুদ্ধ দেখেচো?"

অহল্যা উত্তর করিলেন ঃ—

" না।'

নানা বলিলেন ঃ—

" তবে বীর—পরিচ্ছদ কেমন করিয়া চিনিলে!"

অহল্যা অধোমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার সলজ্জ ভাবে আরো মাধুরী প্রকাশ পাইল। নানা তাঁহার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর দিবার কারণ বলিলেন ঃ—

" সুব্রতে! তুমি আমাকে যথেচ্ছা সম্বোধন করিও; কোন সম্বোধনেই আমার মান্য নষ্ট হইবে না।'

অহল্যা আনন্দিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

" বীরবর! আপনি এতক্ষণ ভাব্‌ছিলেন কি?

নানা বলিলেন ঃ—

" ভামিনি! যদি আমার কথায় অসন্তুষ্ট হও? মার্জ্জনা করিও? আমি অন্তরের কথা সকল সময়ে সকলের নিকটে প্রকাশ করি না!!'

অহল্যা লজ্জিতা হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। যাইবার কালে চপলা ভাব প্রকাশ করিয়া গেলেন। নানার—প্রণয়ী—প্রাণও তাঁহার সহিত গমন করিল। শিব প্রদাস স্বামী স্নান পুর্ব্বক আগমন করিলেন। নানা শিব প্রসাদ স্বামীকে প্রণাম করিলেন। শিব প্রসাদ আশীর্ব্বাদ করিয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রমের মধ্যে লইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ত্রিশূলী যজ্ঞ—সর্ব্বনাশের-বীজ!!

নানাকে উপযুক্ত আসনে বসাইয়া তাঁহার সম্মুখেই শিবপ্রসাদ স্বামী আহ্নিকাদি শেষ করিয়া লইলেন। পরে পঞ্জিকা দর্শনে উপযুক্ত সময়—উপস্থিত হইল দেখিয়া, যজ্ঞের—আয়োজনের আরম্ভ করিলেন। আশ্রমে কেবল তিনি, অহল্যা ও একটী ভৃত্য ছিল, আর কেহই ছিল না। শিবপ্রসাদ সেই স্থানেই যজ্ঞ করিবেন ভাবিয়া, উপকরণাদি আনয়ন করিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য সযতনে হোমকাষ্ট, হোমঘৃত, যব, তৃণ, কুশ, পুষ্প, ধূনা, চন্দন, উপকরণ, অগ্নি প্রভৃতি একে একে সেই—স্থানে আনয়ন করিয়া সাজাইয়া দিল। স্বামী স্বয়ং সেই—সমস্তকে যথাযথ রূপে সাজাইয়া লইলেন, শেষে সম্মুস্থ গৃহের—দ্বার খুলিয়া দিলেন। সেই গৃহের মধ্যে ত্রিশূলধারী—মহাদেব—মূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বার উদ্ঘাটীত হইলে, শম্ভুমূর্ত্তি—প্রকাশিত হইল। তিনি "হর-হর" শব্দে একবার স্বীয়—হৃদয়কে পবিত্র করিয়া মহাদেবের দক্ষিণ ভাগে স্বয়ং উপবেশন করিলেন। নানাকে আচমন ও সংকল্প করাইয়া আপনার দক্ষিণে বসিতে বলিলেন। অহল্যা সময় পাইয়া নানাপ্রকার—বনফুল লইয়া, শিবপ্রসাদ স্বামীর সম্মুখে—উপবেশন পূর্ব্বক একমনে মালা গাঁথিতে লাগিলেন। তাঁহার আলুলায়িত কেশদামের এক এক গুচ্ছ বদনের—উভয়পার্শ্বে পতিত হইয়া, তাঁহার বদনের মাধুরী বৃদ্ধি করিতে লাগিল। তিনি একবার করিয়া যজ্ঞের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে মালা গ্রন্থন করিতে লাগিলেন। স্বামী যজ্ঞ আরম্ভ

করিলেন। আসন-সুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া যজ্ঞে আহুতি দিবার কারণ হোম কুণ্ড—প্রজ্জ্বলিত করিলেন। গম্ভীর ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। নানা তাঁহার গভীর মন্ত্রের—উচ্চারণ শ্রবণে একবার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আর একবার করিয়া হৃদয় ভরিয়া অহল্যার রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন। অহল্যার রূপ মাধুরী ক্রমে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি বারম্বার অহল্যার প্রতি চাহিতে আরম্ভ করিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী যে কৌশল পরিসিদ্ধ করিবার কারণ এই যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন; তাহার যজ্ঞ পরিশেষ হইতে না হইতে প্রত্যক্ষে সিদ্ধ ফল লাভ হইল দেখিলেন। তিনি নানার কুশলার্থে মন্ত্র পাঠ করিয়া; "স্বাহা স্বাহা" শব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মনে মনে নানার সর্ব্বনাশ কল্পনা করিতে লাগিলেন। এক একবার অহল্যার ও নানার প্রতি লক্ষ্য করিতেও লাগিলেন। নানা যখন আতৃপ্ত চক্ষে একদৃষ্টে অহল্যাকে দেখিতে লাগিলেন, তখন তিনি যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া হোমের কজ্জল গ্রহণ পূর্ব্বক যাহাতে নানার পরাজয় অতি শীঘ্র সমাধিত হয়, এই কথা মনে মনে বলিয়া নানার কপালে কজ্জলের চিহ্ন প্রদান করিলেন। শেষে মহাদেবের পদ প্রদেশ হইতে বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া মৌখিক বিনয়ে বলিলেন ঃ—

"বীরবর! তুমি যে আশায় আজ অসি ধারণ করিয়াছ; সে আশা তোমার সফল হইবেই হইবে। দেব ত্রিশূলী তোমার উপরে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অনুচরগণকে তোমার সাহায্যে প্রেরণ করিবেন। এই অর্ঘ্য মস্তকে স্পর্শ করত আপনার বক্ষস্থলে ধারণ কর? এই অর্ঘ্য বলেই এই ভুবন কম্পিত সমরে জয়লাভ করিবে।"

নানা কর জোড়ে শিবপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া অর্ঘ্য—গ্রহণ করত বলিলেন ঃ—

"আপনার ন্যায় তপোনিরত ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা হইবার নহে! ভগবনের আশীর্ব্বাদ বলে অবশ্যই—জয়লাভ করিব।"

শিবপ্রসাদ শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইয়া যজ্ঞ সমাপন করত অগ্নি নির্ব্বাণ

করিলেন। অহল্যার রূপজ্যোতিতে নানার হৃদয় মুগ্ধ হইল। সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইল। শিবপ্রসাদের কৌশল পরিসিদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

ক্রমে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। পাখীকুল গৃহে ফিরিতে লাগিল। পশ্চিম তোরণ সপ্তবর্ণে রঞ্জিত হইল। নিশার বাসর সজ্জার উপযোগী ফুল একে একে সেই আশ্রমের সন্নিহিত পাহাড়ের গাত্রে ফুটীতে লাগিল। সমীরণ নিশার আগমন বার্ত্তা মৃদু বহমানে চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিল। এতদ্দর্শনে নানা মৌখিক ভাবে শিবপ্রসাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে তিনি অহল্যার পরিচয় লইয়া যাইবেন; কিন্তু লজ্জার অনুরোধে সে কার্য্যে বিরত হইয়া ছিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী দেখিলেন; তাঁহার কৌশল শৃঙ্খল আর কোন দিবস নানার পদে পরাইতে পারিবেন কিনা তাহার নিশ্চয় নাই। তিনি বর্ত্তমান সুবিধা পরিত্যাগ অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, নানাকে সে রাত্রিভাগ তাঁহার—আশ্রমে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। নানার আন্তরিক ইচ্ছা তাহাই ছিল; তিনি সে বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। নানা নিশাভাগ সেই স্থানে যাপন করিবেন একথা অহল্যা জানিতে পারিলেন না, অহল্যা নিশাকালেও মালা গাঁথিয়া, সংগীত করিয়া যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ প্রফুল্ল থাকিতেন। তিনি সে দিবসও স্বীয় গৃহে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে মনে গীত গাহিতে ইচ্ছা হইল বলিয়া গাহিলেন ঃ—

"ভানুপ্রিয়ে নীমিল লোচন।
দেখ দেখ অস্থমিত নিঠুর তপন॥
ভুলি পূর্ব্ব অনুরাগ, ভুলিয়া তব সোহাগ
শোভিলেন দিনমণি—পশ্চিম তোরণ॥
মিছা তব অবসাদে—কোমল পরাণ কাঁদে
ভুল ভুল প্রণয় রূপ—জনম মতন॥"

নানা শিবপ্রসাদের আদেশ মতে; সেই গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন।

শিবপ্রসাদ গৃহে কেহ আছে কি না—তাহা না জানিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। সংগীতের বিরামে; নানা আস্তে আস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অহল্যা নানাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু নানা অহল্যাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহার নয়ন এক দৃষ্টে অহল্যার প্রতি চাহিয়া রহিল। অহল্যা পূর্ব্বমত মালা গাঁথিয়া একছড়া শেষ হইলে নিজের গলায় পরিলেন! পুনরায় ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। ফুল গ্রহণ করিতে২ দেখিলেন একটী পদ্মের মধ্যে একটী মৌমাছি আবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁহার মনে কেমন একটি নৈসর্গিক ভাবের উদয় হইল, তিনি সেই ক্ষীণ দীপ্তিমাণ প্রদীপের নিকটে যাইয়া মৌমাছি—গর্ভ পদ্মটীকে লইয়া বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মৌমাছিটী পদ্মের ভিতরে ছট্ ফট্ করিতেছে দেখিয়া তিনি পদ্মিনীর উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

পদ্ম! তোর এ বৃথা প্রয়াস! প্রণয়ী না হইলে প্রণয়—কে বুঝিতে পারিবে! তুই কি জোর করিয়া অবোধ প্রণয়ীকে রাখিতে পারিবি!! না ভাই! এ আশা করিস্ নি। দেখ আমি আর—তুই এক জিনিষ! আমার বুদ্ধিও যেমন তোরও বুদ্ধি তেমনি। আমি যেমন না বুঝে মত্ত হস্তিকে মাল্য সমর্পণ কোরেছি—ভাল মন্দ ভাবি নাই!! তুইও তেমনি মধুকরকে হৃদয় বদ্ধ করিতেছিস! !!’

অহল্যার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি পদ্মটীকে হস্তে করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

“অবলার মনোব্যথা যদি রে বুঝিত নরে।”

তাঁহার কণ্ঠের সুললিত স্বরে নানা কাঁপিলেন; তাঁহার হস্তস্থিত তরবারি পতিত হইল। সেই শব্দে অহল্যা চমকাইয়া দেখিলেন “পূর্ব্বদৃষ্ট অতিথী!!”

অহল্যা ইতিপূর্ব্বে নানার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই—স্বামীও তাঁহাকে বলেন নাই। সেই কারণে অহল্যা তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত অতিথীর ন্যায় মান্য করিতেছিলেন।

অহল্যা একদৃষ্টে নির্ব্বাক ভাবে নানার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু

নানা অহল্যাকে দেখিয়া উন্মত্ত ভাবে চারিদিক শূন্যময় দেখিতে দেখিতে একধাবে নিঃশব্দে দণ্ডয়ানান রহিলেন। অহল্যা সচকিতে দণ্ডয়মান হইয়া, কিয়দ্দূরে অপসৃত হইয়া কম্পিত হইলেন। তাঁহার উভয় নয়ন একদৃষ্টে—নানাকে দেখিতে লাগিল। নানা আশ্চর্য্য হইয়া অহল্যাকে দেখিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, অহল্যা সুমিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“বীরবর! আপনি—নিশাকাল কি এই আশ্রমে যাপন করিবেন?”

নানাধুন্ধুপন্থ তরবারির ঝনঝনা শুনিয়াই জীবনকে চরিতার্থ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার—কর্ণে যে এ—সময়ে—কামিনীর কমনীয়া কণ্ঠ-ধ্বনি—মিষ্ট—লাগিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি অহল্যার স্বরে—মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরার্থে বলিলেন ঃ—

“শুভে! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি বিদ্যাবতী, তুমি কি কুরু-পাণ্ডবদের ইতিহাসপূর্ণ মহাভারত পাঠ—করিয়াছ?”

অহল্যা উত্তর—করিলেন ঃ—

“আমি—পাঠ করি নাই, কিন্তু আমার জননীর মুখে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। কেন মহাভারতে আপনার কি প্রয়োজন?”

নানা তাঁহার—কথার—প্রত্যুত্তরার্থে বলিলেন ঃ—

“তুমি কি আশ্রম-ধর্ম্মের উপদেশ শিক্ষা করিয়াছ?”

অহল্যা বলিলেন ঃ—

“স্বামী যতদূর শিখাইয়াছেন ততদূর—শিখিয়াছি!”

নানা বলিলেন ঃ—

“তুমি দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সংবাদ পাঠ করিয়াছ?”

অহল্যা আজীবন চপলা, তাঁহার অকপট অন্তঃকরণ; তিনি নানার সমক্ষে—অবহেলায় বলিলেন ঃ—

“আহা! অমন প্রণয়ের চিত্র কি আর এ পৃথিবীতে আছে! অপরাপর উপাখ্যান—অপেক্ষ দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ও সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি উপাখ্যান আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।”

অহল্যার মুখ হইতে প্রণয়ের কথা শুনিয়া নানা চমকাইলেন। নানা

শিবপ্রসাদ গৃহে কেহ আছে কি না—তাহা না জানিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। সংগীতের বিরামে; নানা আস্তে আস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। অহল্যা নানাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু নানা অহল্যাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহার নয়ন এক দৃষ্টে অহল্যার প্রতি চাহিয়া রহিল। অহল্যা পূর্ব্বমত মালা গাঁথিয়া একছড়া শেষ হইলে নিজের গলায় পরিলেন! পুনরায় ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন। ফুল গ্রহণ করিতে ২ দেখিলেন একটী পদ্মের মধ্যে একটী মৌমাছি আবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তাঁহার মনে কেমন একটি নৈসর্গিক ভাবের উদয় হইল, তিনি সেই ক্ষীণ দীপ্তিমাণ প্রদীপের নিকটে যাইয়া মৌমাছি—গর্ভ পদ্মটীকে লইয়া বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মৌমাছিটী পদ্মের ভিতরে ছট্ ফট্ করিতেছে দেখিয়া তিনি পদ্মিনীর উদ্দেশে বলিলেন :—

পদ্ম! তোর এ বৃথা প্রয়াস! প্রণয়ী না হইলে প্রণয়—কে বুঝিতে পারিবে! তুই কি জোর করিয়া অবোধ প্রণয়ীকে রাখিতে পারিবি!! না ভাই! এ আশা করিস্ নি। দেখ আমি আর—তুই এক জিনিষ! আমার বুদ্ধিও যেমন তোরও বুদ্ধি তেমনি। আমি যেমন না বুঝে মত্ত হস্তিকে মাল্য সমর্পণ কোরেছি—ভাল মন্দ ভাবি নাই!! তুইও তেমনি মধুকরকে হৃদয় বদ্ধ করিতেছিস! !!'

অহল্যার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি পদ্মটীকে হস্তে করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন :—

"অবলার মনোব্যথা যদি রে বুঝিত নরে।"

তাঁহার কণ্ঠের সুললিত স্বরে নানা কাঁপিলেন; তাঁহার হস্তস্থিত তরবারি পতিত হইল। সেই শব্দে অহল্যা চমকাইয়া দেখিলেন "পূর্ব্বদৃষ্ট অতিথী!!"

অহল্যা ইতিপূর্ব্বে নানার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই—স্বামীও তাঁহাকে বলেন নাই। সেই কারণে অহল্যা তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত অতিথীর ন্যায় মান্য করিতেছিলেন।

অহল্যা একদৃষ্টে নির্ব্বাক ভাবে নানার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু

নানা অহল্যাকে দেখিয়া উন্মত্ত ভাবে চারিদিক শূন্যময় দেখিতে দেখিতে একধাবে নিঃশব্দে দণ্ডয়ানান রহিলেন। অহল্যা সচকিতে দণ্ডয়মান হইয়া, কিয়দ্দূরে অপসৃত হইয়া কম্পিত হইলেন। তাঁহার উভয় নয়ন একদৃষ্টে—নানাকে দেখিতে লাগিল। নানা আশ্চর্য্য হইয়া অহল্যাকে দেখিতে লাগিলেন। এই ভাবে এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, অহল্যা সুমিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বীরবর! আপনি—নিশাকাল কি এই আশ্রমে যাপন করিবেন?"

নানাধুন্ধুপন্থ তরবারির ঝনঝনা শুনিয়াই জীবনকে চরিতার্থ করিবেন ভাবিয়াছিলেন। তাঁহার—কর্ণে যে এ—সময়ে—কামিনীর কমনীয়া কণ্ঠধ্বনি—মিষ্ট—লাগিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি অহল্যার স্বরে—মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরার্থে বলিলেন :—

"শুভে! তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি বিদ্যাবতী, তুমি কি কুরু-পাণ্ডবদের ইতিহাসপূর্ণ মহাভারত পাঠ—করিয়াছ?"

অহল্যা উত্তর—করিলেন :—

"আমি—পাঠ করি নাই, কিন্তু আমার জননীর মুখে তাহার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। কেন মহাভারতে আপনার কি প্রয়োজন?"

নানা তাঁহার—কথার—প্রত্যুত্তরার্থে বলিলেন :—

"তুমি কি আশ্রম-ধর্ম্মের উপদেশ শিক্ষা করিয়াছ?"

অহল্যা বলিলেন :—

"স্বামী যতদূর শিখাইয়াছেন ততদূর—শিখিয়াছি!"

নানা বলিলেন :—

"তুমি দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সংবাদ পাঠ করিয়াছ?"

অহল্যা আজীবন চপলা, তাঁহার অকপট অন্তঃকরণ; তিনি নানার সমক্ষে—অবহেলায় বলিলেন :—

"আহা! অমন প্রণয়ের চিত্র কি আর এ পৃথিবীতে আছে! অপরাপর উপাখ্যান—অপেক্ষ দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ও সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতি উপাখ্যান আমি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি।"

অহল্যার মুখ হইতে প্রণয়ের কথা শুনিয়া নানা চমকাইলেন। নানা

মনের কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া সবিনয়ে বলিলেন :—

"সুন্দরি! অতিথী প্রগল্‌ভ হইলেও আশ্রমীর ঘৃণার্হ নহে। অতএব আমি আমার—প্রগল্‌ভ স্বভাবের অনুবর্ত্তি হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি কি কাহারো কণ্ঠে প্রণয়—মাল্য আরোপন করিয়াছ?"

অহল্যা যে—দিন বল্লার—কণ্ঠে প্রণয়—মাল্য—আরোপন করেন; সেই দিনই শিবপ্রসাদ স্বামী সে কথা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই কারণে অহল্যা কোন উত্তর দিলেন না, অথচ তাঁহার মুখেরও কোন বৈলক্ষণ্য হইল না। এতদ্দর্শনে নানা সলজ্জ ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কামিনি! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতিথীর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া আশ্রমীর উচিত নয়। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে প্রশ্ন যদ্যপি অযুক্ত হইয়া থাকে আমাকে মার্জ্জনা কর? আমি তোমাকে অন্য—কয়েকটী—নিগুড় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আর আমার প্রতি যদি নিতান্ত—অসন্তুষ্ট হইয়া থাক? তাহাও প্রকাশ কর? আমি আর কোন প্রশ্ন করিব না। মধুকর কতক্ষণ পদ্মকে সাধনা করে? পদ্ম যদি প্রশন্না না হয়, তাহাহইলে মধুকরের কি সাধ্য যে সে পদ্মের মধুপান করে?"

অহল্যা বুদ্ধিমতী ছিলেন, কোন কথা প্রকাশ না করিয়া স্বীয় চাপল্য প্রকাশ করত বলিলেন —

"বীরবর! আমি বুদ্ধিহীনা, আমি যা বলিব তাহাতে তুমি ক্রোধ করিও না; দেখ ভাই—এই পদ্মটীকে দেখ?"

এই-কথা বলিয়া অহল্যা হাসিতে হাসিতে মৌমাছিগর্ভ পদ্মটী লইয়া নানার হস্তে প্রদান করিলেন।

নানা আশ্চর্য্য হইয়া প্রদীপের আলোকে পদ্মের শোভা দেখিতে লাগিলেন। পদ্মের মধ্যে প্রাণভয়ে কাতর মৌমাছি দেখিলেন। নানার চৈতন্য—হইল। অহল্যা যে অতিশয় বুদ্ধিমতী একথা মনেং বুঝিলেন। নানা পদ্মটীকে হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন :—

এতদ্দর্শনে অহল্যা বলিলেন :—

"দেখ বীরবর! গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে প্রকাশিতা হইয়া বিষ্ণুর পদতলে আশ্রয় লইলেন। বিষ্ণুর—পদতলে থাকিতে না পারিয়া স্নিগ্ধ হইবার কারণ হিমানী—কৈলাসের শিরে পতিত হইলেন। তথা হইতে মহাদেবের জটাতেও পতিত হইলেন। বিশ্বসংহারী মহাদেবও তাঁহাকে রাখিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে তিনি বেগে হিমালয়—হইতে নিঃসৃতা হইয়া সমুদ্রের—সহিত মনের—সুখে মিলিলেন। এর অর্থ কি?

প্রণয়!! প্রণয়—কার হৃদয়ে নাই? সকলেরই—আছে! প্রণয়হীন মানব কি এ জগতে আছে! দেখ ভূমি মাত্রেই বীজ পতিত হইলে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু উর্ব্বরতা গুণে অঙ্কুরের আকার বিভিন্নতাকে প্রাপ্ত হয়!! তদ্রূপ প্রকৃতির বিভিন্নতায় প্রণয়ের রূপও—ভিন্ন রূপ ধারণ করে! একের সহিত যদি অপরের হৃদয়ের মিলন না হয়! তবে তাহাদের প্রণয়ের মিল কেন হবে! তা না হোলে কি গঙ্গা বিষ্ণুপদ পরিত্যাগ কোরে সাগরে মিশ্রিত হয়!! তা না হোলে কি পদ্মের—হৃদয়ে থাকিয়া মৌমাছি পলাইতে চেষ্টা পায়!! যাই হোক আমি যা বোল্লেম এতে যদি তোমার অন্তঃকরণ ক্ষুন্ন হইয়া থাকে? আমাকে ক্ষমা করিও?"

অহল্যা স্বীয়—মস্তকের একগুচ্ছ কেশ লইয়া দন্তে চিবাইতে লাগিলেন। নানা অহল্যার আশ্চর্য্য বুদ্ধিতে অন্ধ ও হত চিত্ত হইয়া রহিলেন। পরে হৃদয়কে স্থির করিয়া বলিলেন :—

"সুন্দরি! আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি! স্বামী মহাশয় তোমার কে হন?"

অহল্যা উত্তর করিলেন :—

"গুরু হন!"

"নানা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তবে তুমি ব্রাহ্মণী নও?"

অহল্যা উত্তর—করিলেন :—

"না—আমি সেতারার কোন বণিকের কন্যা!!"

নানা হৃদয়কে আশ্বস্থ করিয়া বলিলেন :—

"এখানে কেন ?"

অহল্যা উত্তর—করিলেন :——

"আমার মনের স্থিরতা নাই, আমি আমার মন লইয়াই পাগল। তাই গুরুদেব আমাকে এ প্রদেশের শোভা দেখাইতে লইয়া আসিয়াছেন।"

নানার হৃদয় আনন্দে নাচিল, সর্ব্বনাশের—বীজ রোপিত হইল। নানা সোৎসুকে বলিলেন :——

"সুন্দরি! যদি অপরাধ—হয়—ক্ষমা করিও? পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি! যদি ইচ্ছা হয় উত্তর দাও? তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?"

অহল্যা হৃদয়ে—বিবহিতা হইয়া ছিলেন; প্রকাশ্যে বিবাহিতা হয়েন নাই, বলিয়া স্পষ্টে বলিলেন :—

"না—আমার—বিবাহ হয় নাই!!"

নানা আনন্দিত হইয়া বলিলেন :——

"সুকেশিনি! পুষ্প প্রফুল্ল হইলে সে কি আপনায় হৃদয়ের মধ্যে তাহার সৌরভ লুকাইত রাখে! না—স্বীয় গৌরব প্রকাশ করণার্থে পবনদেবকে স্বীয় সৌরভ প্রদান করে? তাই বলি, তুমি যৌবন ভারাক্রান্তা হইয়া প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় শোভা পাইতেছে, অতএব উপযুক্ত পাত্রে সৌরভ প্রদান করত জীবনকে গৌরবান্বিত করিতে কি তোমার অভিলাষ নাই?'

অহল্যা ক্ষণেক সলজ্জ ভাব ধারণ করিয়া ম্রিয়মান রহিলেন :—

অহল্যাকে ম্রিয়মানা দেখিয়া নানা মনে মনে মৌনে সন্মতিলক্ষণ ভাবিয়া লইলেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। তিনি সোৎশুকে বলিলেন :—

"সুন্দরি! তুমি কি বর্ত্তমান আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়ের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছ?"

অহল্যা বলিলেন :—

"শুনিয়াছি। আর যে বীর পুরুষ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া হৃদয়ে—পূজা করিতেছি!"

নানা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অহল্যার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন :—

"ভামিনি! যে বীর—পুরুষের—নামের উদ্দেশে তুমি পূজা করিতেছ? সেই ব্যক্তি তোমার সম্মুখে; আমারই নাম নানাধুন্ধুপন্থ; আমি স্বয়ংই তোমার কোমল হস্ত রচিত—মাল্য কণ্ঠে ধারণ—পূর্ব্বক তোমাকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে আসিয়াছি!"

অহল্যা আশ্চর্য্যের সহিত সমস্ত ফুলভার লইয়া একান্ত চিত্তে নানার মস্তকে ক্ষেপণ করিয়া বলিলেন :—

"যে বীরবরের কল্যাণে—ভারত এক দিবসও হিমালয় হইতে কুমারীকা অবধি স্বাধীন ভাবে মনের—কথা কহিতে—পারিবেন! জগদীশ্বর তাঁহাকে সুখি করুণ!!'

এই কথা বলিয়া চপলতার সহিত অহল্যা প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শোভাদাবাটী।

নানা যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন তাহার প্রতিমা ভুলিতে পারিলেন না। পর প্রত্যুষে শিব-প্রসাদ স্বামীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শোভাদা বাটীর উদ্দেশে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে হৃদয়ে অহল্যার রূপ অঙ্কিত হইতে লাগিল। তিনি অহল্যাকে ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে কাতর হইলেন। শেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যুদ্ধে জয়ী হইয়া আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর হইলে একবার অহল্যার পাণিপীড়ন করিয়া হৃদয়কে শান্ত করিবেন। প্রভাত কালেই শোভাদা বাটীতে যাইয়া পহুঁছিলেন। তাঁহার—আগমন—বার্ত্তা তাম্বুর চারিদিকে প্রচারিত

হইল। চতুর্দ্দিক হইতে স্বীয় সৈন্যের কোলাহল শ্রবণে হৃদয়কে চরিতার্থ করিলেন। স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক অহল্যার রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া টীকাসিংহ আসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। তিনি টীকাসিংহকে আনিতে বলিলেন। টীকাসিংহ প্রবেশ পূর্ব্বক উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন :—

"আমাদের—উদ্যোগের—সমস্তই শেষ হইয়াছে; আর্য্যাবর্ত্তে এমন স্থল নাই যথায় বিদ্রোহানল উদ্দীপ্ত হয় নাই!! আরা, কাশী, লাহোর সমস্ত স্থলই বিদোহী সেনায় আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকের ইংরাজ আসিয়া জীবনার্থে কর্ণপুরে আশ্রয় লইয়াছে। এই কর্ণপুরই সকল ইংরাজের এই বিদ্রোহ রূপ মহা সাগরের মধ্যস্থ একমাত্র দ্বীপ হইয়াছে। সকলেই এই স্থানে জীবনের আশায় আশ্রয় লইয়াছে। প্রভু! আর কেন? সমস্তই প্রস্তুত রহিয়াছে—। এক বার—স্বাধীনতা দেবীর—শ্রীচরণ দর্শনার্থে যে সামান্য আয়াসের—আবশ্যক আছে, তাহা এই দণ্ডেই প্রকাশ করি!! আপনি অনুমতি করুণ, আপনার অনুমতি মতে অদ্য রাত্রেই কর্ণপুর ধ্বংস করিয়া, হৃদয়ের সাধ মিটাই!!"

টীকা সিংহের কথা শুনিয়া নানার হৃদয়স্থ অহল্যার চিত্র হৃদয়েই মিশ্রিত হইল। তিনি উন্মত্ত হইয়া বলিলেন :——

"বীরেন্দ্র! সিংহ কবে হস্তিকে সম্মুখে পাইয়া তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করণে বিমুখ হয়!! বীরবর! তুমি স্বচ্ছন্দে এই ঘোষণা চারিদিকে জ্ঞাপন কর? অমৃত গ্রহণে কে কবে বিরত থাকে? মাতঃ স্বাধীনতে! মা তোমার রাঙ্গা পদ-যুগলের মহিমা পৃথিবীতে প্রচারিত করিব বলিয়া; রণ-দেবীর সমক্ষে বক্ষকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলাম। দেখ মা!! এ অকুল সমুদ্রের কুল সন্দর্শন করা বড় সহজ ব্যাপার নয়!! এক মাত্র তোমার ঐ রাঙ্গা চরণ দ্বয়—রূপ ক্ষেপনীর সাহায্যে আমার জীবন রূপ তরণীকে এই অকুল সাগরে ভাসাইলাম!! বিপদ তারিণি!—ভক্তের জীবন রক্ষা করিয়া পৃথিবীতে যশস্বিনী হইতে বিস্মৃতা হইও না!! মা! জগদম্বে!! নানার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!! আকাশ পথে তোমার প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশে এজীবনকে প্রদান করিলাম। বীর বর!

টীকাসিংহ—আর না!! আমার প্রার্থনা শেষ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে তোমার স্বকার্য্য স্বাধনে প্রবৃত্ত হও?"

টীকাসিংহ স্বীয় আসন হইতে উথান পূর্ব্বক নানার উদ্দেশে বলিলেন :—

"বীরবর! তুমি যে পদরাজীবের মোহনীয় শোভা স্বপ্নে দেখিয়া আমাদের উন্মত্ত করিয়াছ? সেই দেবীই আমাদের জীবন, ধন, মান সমস্তই রক্ষা করিবেন। আর না—আমি বিদায় হোলেম। একবার রণাঙ্গণে উন্মত্ত হস্তির ন্যায় প্রবেশ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিবার কারণ যে দণ্ডে শত্রু কুলের বক্ষের উষ্ণ শোণিত পান করিতে পাইব; সেই দণ্ডেই জানিব, যে আমার জীবন কৃতার্থ হইল। প্রভু! মঙ্গল কল্পনা করুণ—; আজ আপনার সমক্ষে যে অসিকে কোষ হইতে নিস্কোষিত করিয়া বাহির হইতেছি; যদি জীবনে হত না হই, তাহা হইলে আবার যেন এই অসিকে শত্রুর রক্তে রঞ্জিত করিয়া পুনরায় আপনাকে উপহার দিতে পারি!!'

টীকাসিংহ নানাকে বিনতি—চিহ্ন দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন।

নানা টীকাসিংহের উত্তেজনায়—উত্তেজিত হইয়া হৃদয় ভরিয়া স্বাধীনতা দেবীর সাধনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শিবির প্রদেশে একটী স্বর্গীয় আভা প্রকাশিত হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া সেই সপ্তবর্ণ মণ্ডিত আভার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন :—

এক নিমেষ অতীত হইতে না হইতে—সেই আলোক রেখার মধ্য হইতে বিকট হাস্যের সহিত একটী চণ্ডীরূপিনী—রমনী—আকাশ পথে প্রকাশিতা হইলেন :—

তাঁহার—শরীরের চতুর্দ্দিক হইতে—অগ্নির শিখার ন্যায় দীপ্তি সকল প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার পদমূলে শোনিতের ধারা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার চারি হস্ত; চারি হস্তে তিনি—মঙ্গল ও অমঙ্গলের শান্তির চিহ্ন ধারণ করিয়া ভীমা প্রকৃতি রূপে সর্ব্ব-সংহারী ত্রিশূলীর—বক্ষে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার কোন অঙ্গে মানব মুণ্ড, কোন অঙ্গে তাহাদের হস্তপদ বিভূষিত রহিল। অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে তিনি—ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীগণকে স্বীয়—অঙ্গের উপযুক্ত স্থানে

শোভিত করিয়া ছিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশরাশি বায়ুভরে উড়িতে লাগিল। তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে সূর্য্যের ন্যায়—রশ্মি—প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অলৌকিক মুর্ত্তি—সন্দর্শনে নানা প্রথমে ভীত হইলেন, শেষে! দ্বিগুণ সাহসে বক্ষকে দৃঢ় করিরা করজোড়ে দেবীর সম্মুখে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে; দেবী একটী হুঙ্কার করিয়া সুমিষ্ট ভাবে বলিলেন :——

"শুন বীর! আমি রণদেবী!! তোমার আরাধনায়—পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে স্বয়ংই অগমন করিরাছি। যে অবধি পৃথ্বিরাজ রণশায়ী হইয়াছেন!! সেই অবধি স্বাধীনতার—নামে—উৎসর্গীকৃত রক্ত আমি পান করিতে পাই নাই। আমি অত্যন্ত তৃষিতা হইয়াছি। তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা পানীপথের তৃতীয় সমরে আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু ভারত লক্ষ্মীর বৈরাগ্য বশতঃ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই!! আমি তাহার পরে আর—তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি নাই!! দেখো! আমার সাহায্যে তোমার জয় লাভ হইবে। তুমি আমার তৃষ্ণা নিবারণ করিও? কিন্তু ভারত লক্ষ্মীকে অগ্রে সন্তুষ্ট করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইও!! বৎস! তাঁহার ন্যায় গরবিণী পৃথিবীতে আর নাই!! যে নরে তাঁহার অভিমান সহ্য করিতে পারিবে, সে-ই ইহলোকে ভারতকে একছত্রী করিতে পারিবে!! দেখো বৎস! সে কার্য্য করিতে ভুলিও না? যদি বিস্মৃত হও? তাহা হইলে তুমি যে সুখের কল্পনায় জীবন প্রদান করিতে যাইতেছ? তাহা তোমার পক্ষে—"সুখস্বপ্নের' ন্যায় কল্পিত হইবে। আমি চলিলাম।"

স্বর্গীয়—আভা নির্ব্বাপিত হইল। স্বর্গীয় আভার সহিত রণদেবী প্রস্থান করিলেন। নানা কাতর হইয়া দেবীর উদ্দেশে বলিলেন :—

"মাতঃ! অম্বিকে! তোমার—শ্রীচরণ যুগল ভরসা করিয়াই আমি এই অনন্ত অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করিতেছি!! দেখো মা! ভক্তের জীবন রক্ষা কোরো?"

দেবীর—আদেশ মনে হইল, তিনি উন্মত্ত হইয়া ভারত লক্ষ্মীর উদ্দেশে বলিলেন :—

"কোথা মা সহস্র রক্ত—রাজীবাসনা ভারতলক্ষ্মী!! মা পদ্মই তোমার আনন্দ স্থল? কিন্তু পদ্মকে যদি কেহ নাশ করে, তাহার—উপরে কি তোমার ক্রোধ হয়না। মাতঃ! যে মত্তহস্তী নির্ম্মম হৃদয়ে তোমার—পদ্মাসন সগর্ব্বে নষ্ট করিতেছে; তাহাকে বধ করিতে—এই অসি ধারণ করিলাম। মাতঃ! আশীর্ব্বাদ কর? যেন সকল বিঘ্ন হইতে ভারত রূপ পদ্মকে রক্ষা করিয়া তাহার—হৃদয়ে স্বাধীনতা সৌরভ প্রদান করিতে পারি।"

তিনি আনন্দে প্রার্থনা—শেষ করিয়া শিবির হইতে বাহির হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আক্রমণ।

উপযুক্ত অবসর—বুঝিয়া, নানার আদেশক্রমে বিদ্রোহীগণ কর্ণপুর আক্রমণ আরম্ভ করিল। সিপাহী-সেনাবৃন্দ নানার নামে জয় উচ্চারণ করিয়া জীবনাবধি পণ পূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। রণবাদ্য—রণ-নিনাদ ভিন্ন আর—কিছুই শ্রুতি গোচর হইবার—যো রহিল না। মুহুর্মুহু কামানের গর্জ্জনে মেদিনী কম্পিত—হইতে লাগিল। বিঠুর ও দীল্লিপথে বাদসাহ—মহাম্মদ—বাহাদুর—রহিলেন। এলাহাবাদ ও কাল্পী-পথে স্বয়ং নানা রহিলেন। পূর্ব্বে সতীচোরার—ঘাটে বল্লারাও আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। উত্তরে গঙ্গার—রক্ষে আজীমুল্লা ও আনন্দ-উদ্দীন রহিলেন। নানার—সম্মতি চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সেই—সংবাদ সকলের কর্ণেই প্রবেশ করিল।

ইংরাজগণ স্বীয়-স্বীয়—স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ লইয়া কর্ণপুর দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন। দুর্গাধিপতি হিউগসাহেব দেখিলেন, দুর্গে এমন আহারীয় নাই যে একপক্ষ কালও তাঁহার সেনারা আহার করে। অতএব তিনি আশ্রয় গ্রহনোন্মুখ ইংরাজগণকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না। সহস্র সহস্র ইংরাজ সপরিবারে জীবন—বিনাশার্থ কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় স্ব স্ব গৃহে ফিরিতে লাগিল। বাজারে এমন—দোকান ছিল না, যে তথায় কোন উপযোগী খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। বহুকষ্টে কোথাও দোকান থাকিলেও তাহারা ইংরাজ গণকে দ্রব্য—বিক্রয়—করিতে চাহে না। ইংরাজগণ মহাবিপদে পড়িল। একে বিদ্রোহানলে পুড়িয়া মরিবার—ভয়, আবার অনাহারের যাতনা তাহাদের ভয়ানক কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। কোন ২ ইংরাজ পুরুষ স্বীয় ২ কমনীয়া কান্তিময়ী যুবতী স্ত্রীর মুখ কমল ভয়ে ও অনাহারে মলিনা দেখিয়া কান্দিতে বসিল। কোন ইংরাজ—কামিনী স্বীয় পুত্র কন্যাগণের ক্ষুধার চীৎকারে স্বীয় বক্ষে করাঘাৎ করিতে লাগিল। আবার—প্রকৃতি তাহার—উপরে ইংরাজগণের প্রতি বাম হইলেন। তপনদেব এত ভয়ানক তেজে—স্বীয়—রশ্মি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে তাহার তেজে—মাঠের দূর্ব্বাবধি শুকাইয়া যাইতে লাগিল। বিদ্রোহীগণের—ভয়ে কেহ গৃহ হইতে ভয়ে বাহির হইতে পারিল না। জলের কষ্ট ভয়ানক রূপে উপস্থিত হইল। কূপ সকলের—বারি নিঃশোষিত হইয়া আসিল। সেই কঠোর—তপনতেজে দগ্ধ হইয়া ক্ষুৎপিপাশা শান্তির কারণ সুখী ইরাজ-শিশুগণ কূপস্থিত বারি—পান—করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া জীবন প্রদান—করিতে লাগিল। ক্রমে বিসূচিকা রোগও ইংরাজগণকে আক্রমণ করিল। সমস্তই ইংরাজগণকে ধ্বংশ করিবার—কারণ প্রতি কুলাচরণ করিতে লাগিল। এদিকে জগতের চক্ষু স্বরূপ ভগবান মরিচীমালী তপন রাজ সেদিবস পৃথিবী—শাসন করিতে ২ কর্ণপুরের রণ সন্দর্শনোন্মুখী হইয়া বিষুব রেখার আশ্রয় লইলেন। অমাতিথির নবম কলা তাঁহাকে বীজন করিতে—লাগিলেন। উত্তরআষাড় নক্ষত্র তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সপ্তাশ্ব রথে যোজিত রহিল। তাঁহার সহস্র সহস্র সেনা রূপ রশ্মিকুল নানাকে

সাহায্য করিতে আগমন করিয়া কর্ণপুরকে বেষ্টন করিল। সেই রশ্মির তেজে বৃটীশ দুর্গের তৃনাচ্ছাদিত দুর্গ গৃহ সকল অন্তরে ২ দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইতে লাগিল। আচ্ছাদনের কঙ্কাল স্বরূপ বংশ সকল রশ্মির তেজে ফাটিতে লাগিল। জীবগণ—তৃষ্ণায় ইতস্তত পরিভ্রমন করিতে লাগিল। শোণিত লালশা করিয়া শোণিতাহারী পক্ষীগণ রণভূমির—উপরিস্থ গগনে উড়িতে লাগিল।

দুই প্রহর অতীত হয়, এমন সময়ে নানার আদেশ—পালিত হইবার কারণ টীকাসিংহ ভীষণ নিনাদে রণ বাদ্য বাজাইয়া দক্ষিণ দিক পরিকম্পিত করিলেন। তাঁহার সেনাগণ উন্মত্ত হইয়া "হর হর মহাদেব' শব্দে কর্ণপুর—কম্পিত করিল। হয়—হস্তী প্রভৃতি সুসজ্জিত হইয়া রণানন্দে নাচিতে লাগিল। টীকাসিংহ স্বীয় হৃদয়কে রণ দেবীর চরণে উৎসর্গ করিবেন বলিয়া শিবির হইতে বাহির—হইলেন। তাঁহার—সেনারা একেবারে—ইংরাজ দুর্গের দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া অগ্রসর হইল। সেই শব্দ মহাম্মদ বাহাদুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। মহাম্মদ বাহাদুর অপরাপর সেনাধ্যক্ষের—সহিত উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বিটুর ও দীল্লিপথ দ্বারা কর্ণপুর—অবরোধ করিলেন। টীকাসিংহ কর্ণপুর দুর্গের দক্ষিণ দিকে এক পোয়া পথের ব্যবধানে স্বীয়—তাম্বু স্থাপন করত দুর্গোপরি গোলা বৃষ্টি—করিতে লাগিলেন। পশ্চিমে মহাম্মদ বাহাদুর—বিটুর পথের সন্নিহিত হইয়া আদি কর্ণপুরে তাম্বু—স্থার্পন করত পশ্চিম দিক হইতে কর্ণপুর দুর্গোপরি গোলা—বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কর্ণপুর—অধিবাসীগণের মহাবিপদ উপস্থিত হইল। এই উভয়—দলের গোলার আঘাতে ও কামানের শব্দে তাহাদের—আবাস ভগ্ন হইতে লাগিল। যাহাদের আবাস তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাহা সূর্য্য রশ্মির সাহায্যে ও কামানের অগ্নিময় গোলার পতনে হুঃ হুঃ শব্দে জ্বলিতে লাগিল। কেহ কেহ জীবনের কারণ স্বীয় স্বীয় ছাদকে অগ্নির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কারণ, তাহাতে জল ঢালিতে লাগিল। ক্রমে কর্ণপুর—শ্মশানময় হইয়া উঠিল। কেহ মাতার—নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল। কেহ—পিতার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল।

কেহ স্বামী—বিরহে চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। কেহ পুত্রকন্যার নাম করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইংরাজ অধিবাসীগণের বিষাদ পুর্ণ নয়ন, বিষাদ—পুর্ণ—বদন ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না।

কর্ণপুর দুর্গাধ্যক্ষ দেখিলেন; তাঁহার দুর্গে—যত সেনা আছে তাহাপেক্ষা দশগুণ অধিক সেনা দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণভাগ অক্রেমণ করিয়াছে। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমুড় হইয়া মনে মনে হলওএল ও ক্লাইব সাহেবকে স্মরণ করিয়া, সেই সামান্য সেনা দুই ভাগে বিভক্ত করত একভাগ পশ্চিমে ও এক ভাগ দক্ষিণে রাখিলেন। বিপক্ষগণের জয় নিনাদে ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ সেনা বৃন্দ কামান—সাজাইয়া উভয় দিকেরই প্রতি গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীগণ আঘাৎ পাইয়া ভূজঙ্গের রূপ ধারণ করতঃ ভীষণ রূপে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সেই অগ্নিময় গোলা দুর্গমধ্যস্থ তৃণাচ্ছাদিত গৃহাবলীর উপরে পতিত হইয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই অগ্নিতে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে যেন দাবাগ্নি প্রবেশ করিয়া ইংরাজগণকে দগ্ধ করিতে আসিল। উভয় দলে দুই ঘণ্টা কাল ভীষণ সমর হইল। বীরবর হিউগ, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সামান্য সেনার সাহায্যে সমুদ্র সম বিপক্ষগণের প্রতি গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনবরত কামানের নিনাদে মাতঙ্গগণ উন্মত্ত হইল। অশ্বগণ নাচিতে লাগিল। বীরগণ হুহুঙ্কার করিতে লাগিল। রণবাদ্য ভীষণ ভাবে বাজিতে লাগিল। একদিক হইতে "হিপ্‌হিপ্ হুরে" অপর দিক হইতে "হর হর মহাদেব ও মহাম্মদের" নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল; কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতেই ঘোরতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। কোথাও বৃটীশ কামিনী স্বামীকে করাল কবলে পতিত দেখিয়া মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া কান্দিতে লাগিল। কোথাও বৃটীশ পুরুষ জীবনের কারণ পত্নিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়া বিদ্রোহগণের হস্তে জীবন প্রদান করিতে লাগিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হয়, এমন সময়ে ইংরাজ সেনা ক্লান্ত হইয়া আসিল। তদ্দর্শনে হিউগের চক্ষু হইতে ঝর ঝরে নীর নিঃসৃত

হইতে লাগিল। তিনি যে বৃটনের গৌরব রক্ষার্থে জীবনাবধি পণ করিয়া ছিলেন, তাহাতে বিফল হইলেন দেখিয়া, তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই ক্লান্ত ইংরাজ সেনা ক্ষুৎপিপাশান্বিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। ওদিকে সেই মুহূর্ত্তে "হর হর মহাদেব" শব্দে টীকা-সিংহের সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত সেনা সমূহ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল। জিত সেনাগণ বিজিত সেনাগণকে জীবনে হত করিতে লাগিল। কর্ণপুর দুর্গ বিজিত হইল। হিউগসাহেব এইসংবাদ পাইয়া সপরিবারে স্বীয় কক্ষে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আক্রমণের—পরিণাম।

তপনরাজ অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে কর্ণপুর বিজিত হইল। ইংরাজসেনা পরাজিত হইয়া স্ব স্ব অস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক একবার বৃটনের মুখ চন্দ্রমা ভাবিয়া হৃদয়ে কান্দিল। কেহ মাতা পিতাকে স্মরণ করিয়া কান্দিল। কেহ প্রিয়তমা প্রেয়সীকে ভাবিয়া কান্দিল। কেহ সন্তানগণকে স্মরণ করিয়া কান্দিল। ক্রন্দন শেষ হইলে; শোকবেগে অপর স্থানে জাইয়া জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল। নগরে লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ স্বীয় ২ জীবন, সন্তানের জীবন ও স্ত্রীর সতীত্ব লইয়া ব্যস্ত হইল। বিদ্রোহীগণ অকাতরে তাহাদের কষ্ট দিতে লাগিল। দলে ২ বিদ্রোহীসেনা ইংরাজ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব হস্তগত করিতে লাগিল, আবার—সকলের মস্তক ছেদনও

করিতে লাগিল। অধিবাসীগণ এতদ্দর্শনে ক্রন্দনাকুল চিত্তে স্বীয় স্বীয় মায়ার আধারগর্ণকে সমভিব্যাহারে করিয়া পদব্রজে রাজপথে বাহির হইল। আহা যে সমস্ত ইংরাজসুন্দরীগণ কখন—ঘোটকযান ব্যতীত বাহিরে বাহির হইতেন না। সূর্য্যের আলোকও যাঁহাদের সহ্য হইত না, আজ তাঁহারা ক্রন্দন করিতে ২ পথে পদব্রজে চলিলেন। কেহ ২ জীবন রক্ষা করিতে পাইবেন ভাবিয়া এল্লাহাবাদে যাইবার মানসে সতীচোরার ঘাটের উদ্দেশে যাইলেন। কেহ ২ জীবন রক্ষা করিতে পারিবেন ভাবিয়া লক্ষৌর উদ্দেশে যাইয়া গঙ্গার তীরে গমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কর্ণপুর হইতে সূর্য্যদেব অপসৃত হইলেন। তিনি আর ইংরাজগণের দুঃখ দেখিতে পারিবেন না ভাবিয়া অস্তমিত হইলেন। ঘোরান্ধকার আসিয়া পৃথিবীকে ঘেরিল। কর্ণপুরের রণ ক্ষেত্রও ঘেরিল। শিবাকুল অশিব বেশে জীবন বিহীন দেহাবলী লইয়া ইতস্ততঃ টানাটানি করিতে লাগিল। কুকুরগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া নরদেহ আহার করিতে লাগিল। সেই ভয়ানক রণক্ষেত্রে শত শত ঘোটক, শত ২ হস্তী পতিত রহিল। তন্মধ্যে কেহবা আঘাৎ পাইয়া নির্জীব প্রায় হইয়া ছিল। কেহ বা গোলার আঘাতে মৃত হইয়া ছিল। সহস্র ২ সেনাগণ সেই রণক্ষেত্রে পতিত ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারো জীবন তখনো দেহান্তরিত হয় নাই। কেহ ২ মুমূর্ষু প্রায় হইয়া ছিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের হস্তপদের ক্ষীনতা বশতঃ, তাহারা যাতনায়, পরিত্রাহী চীৎকার করিয়া রণভূমি কম্পিত করিতে লাগিল। শিবাকুল ভয়ানক সাহসে আর্ত্তিনাদীগণের—আর্ত্তনাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বচ্ছন্দে শবদেহ দন্তের দ্বারা দংশন করিতে লাগিল। দাঁড় কাক, শ্যেন, বাজ প্রভৃতি মাংসাহারী পক্ষীকুল; নিশার আগমনে দুঃখিত হইয়া রণক্ষেত্রস্থ বৃক্ষাবলীর শাখায় বসিয়া পর প্রত্যুষে মনের সাধে শবদেহ আহার করিবে ভাবিয়া, মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। নরশোনিত নদীর প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া রণক্ষেত্র প্লাবিত করিতে লাগিল। ভীষণ স্থল!! এ কল্পনা মনে করিলে কাহার হৃদয় না কম্পিত হয়! সে নিশায় দুর্গ আক্রমণ করিয়া জিত সেনাগণ যথেচ্ছা ব্যবহার

করিতে লাগিল। পর প্রত্যুষে জীবনের কারণ লালায়িত হইয়া যাহারা সতী-চোরার ঘাটের উদ্দেশে পহুঁছাইল তাহারা বল্লার সেনাগণের হস্তে জীবন প্রদান করিল। যাহারা লক্ষৌর উদ্দেশে যাইল, তাহারা গঙ্গার তটবর্ত্তী লক্ষৌ সেতুর সম্মুখবর্ত্তি হইবা—মাত্রেই আজীমুল্লার হস্তে জীবন প্রদান করিতে লাগিল। গঙ্গার-তীর ভূমি, গঙ্গার জল সতী চোরার ঘাট হইতে দীল্লিপথ অবধি ইংরাজ গণের শোনিতাক্ত ও ইংরাজগণের দেহে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় আজী-মুল্লার নিষ্ঠুর সেনাগণ শিশু অবধি যে ইংরাজকে সম্মুখে পাইল তাহা-দেরই জীবন বিনাশ করিতে লাগিল। যাহারা জীবনের ভয়ে গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল, তাহাদের গুলি করিয়া মারিল। যাহারা কৌশলে নৌকায় চাপিয়া-ছিল, তাহারা বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নৌকা সমেত জলে জীবন প্রদান করিল। এমন নির্দ্দয় ব্যবহার আর কখন ভারতে সাধিত হইয়া ছিল কি না সন্দেহ!!

এদিকে নানার উপদেশ মতে এলাহাবাদ অবধি বিজিত হইল। নানা মনে মনে আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর হইলেন।

বিজিত সেনাগণ কর্ণপুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া,, দুর্গস্থ রণোপযোগী সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে লাগিল। টীকাসিংহ—হিউগ সাহেবকে বন্দী করিবেন ভাবিয়া তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে অল্পই সশস্ত্র সেনা রহিল।

কর্ণ-পুর দুর্গের পশ্চিম তোরণের—একধারে—হিউগ সাহেবের প্রাসাদ ছিল। তিনি রণে পরাজিত হইয়া জীবনের ভয়ে কাতর হইয়া, তাঁহার দুইটী কন্যা ও স্ত্রীর সহিত শোক করিতে ছিলেন। কন্যাগণ তাঁহার মুখ চাহিয়া কান্দিতে ছিল। বিবি হিউগ তাঁহার কণ্ঠ—ধরিয়া কাঁদিতে ছিলেন। তিনি স্বয়ং চক্ষে রুমাল দিয়া একটী কৌচে ঠেস্ দিয়া কান্দিতে ছিলেন। সকলের ক্রন্দনের ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার হৃদয় বিদারক ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সে ক্রন্দন শ্রবণে পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্য!! চতুর্দ্দিকের রণবাদ্য শুনিয়া ও বিজেতাগণের জয়-নিনাদ শুনিয়া তিনি জীবনাশয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার প্রাসাদের

নিম্নে ভীষণ বন্দুকের আবাজ হইল, সেই শব্দে বিবি হিউগ কম্পিত হইয়া "মাগো" শব্দে ভূমে পতিত হইলেন। কন্যাগণ পিতার নাম করিয়া ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল। হিউগ সাহেব "প্রভূ! খৃষ্ট !!" বলিয়া সহস্র শোকানলে জ্বলিতে লাগিলেন। বিবি হিউগ চৈতন্য লাভ করিয়া কন্যাগণের ক্রন্দনে কাতর হইয়া হিউগ সাহেবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"প্রাণাধিক!! আর সহ্য হয় না!! মাগো! আমাদের কি হবে গো"!! এই কথা বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন।

দেখিতে ২ বিদ্রোহীগণ ভীষণ বন্দুকের ধ্বনির সহিত প্রাসাদের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তাহাদের হুহুঙ্কারে কন্যাগণের জীবন কম্পিত হইতে লাগিল। হিউগ সাহেব তাহাদের রক্ষা করিতে পারিলেন না দেখিয়া, ক্ষণে পতিত ক্ষণে উত্থিত হইতে লাগিলেন। বিবি হিউগ তদ্দর্শনে বক্ষে করাঘাৎ করিয়া বলিলেন ঃ——

"হে অন্তর্যামী জগদীশ্বর!! তুমি অন্তর্য্যামী!! প্রভূ! আমি তোমার—নিকটে কি অপরাধের—অপরাধিনী, যে আমার সমক্ষে আমার কন্যাগণের জীবন যাইবে—আমি তাহা দেখিব!! করুণাময়! করুণা বিতরণ কর? আমার জীবন লইয়া আমার কন্যা দুইটির জীবন রক্ষা কর?"

বিবিহিউগ করজোড়ে আকাশ পথে চাহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কন্যাদ্বয় মাতার গলা ধরিয়া "মাগো! কি হবেগো!!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

হিউগসাহেব শোকরূপ সহস্র বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিলেন ঃ—

"বৃটন!! তোমার প্রকৃতিতে কি আমার জন্ম নয়!! আমি কি এত দূব কাপুরুষ যে আমার ক্ষমতা সত্ত্বেও আমি পুত্র—পরিবারকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। না—না—না কেন পারিব না। এই অসিবলেই শত্রুদের—সংহার করিব।"

এই কথা বলিয়া হিউগ নিষ্কোষিত অসি হস্তে সেই কক্ষের দ্বার

-দেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশগুচ্ছ সিংহের কেশরের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠিল। কন্যাগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। টীকাসিংহ সানুচরে ও ভীম নিনাদে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। বীরবর হিউগ, টীকাসিংহের অসিযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। রমণীগণ ভীষণ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। অনুচরগণ হিউগ সাহেবের হস্ত ধরিল। বীরবর হিউগ তরবারির সাহায্যে প্রস্থান করিলেন! অনুচরগণ টীকাসিংহের অনুমতি মতে কামিনীগণকে বন্দিনী করিল। বিবি হিউগের বক্ষ ফাটিয়া যাইল, তিনি কন্যাগণের সহিত আক্রান্ত হইয়া বক্ষে করাঘাৎ করিতে করিতে বলিলেন ঃ——

"করুণাময়! আমাদের জীবন রক্ষা হলো না। মাগো! কি হবে গো!!"

তাঁহার চীৎকারে প্রাসাদ কম্পিত হইল, কিন্তু টীকাসিংহের কোন অনুচর কম্পিত হইল না। তাঁহারা বন্দিনী হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কুসুমে কীট।

যে সময়ে হিউগ সাহেব পরাজিত হইলেন। কর্ণপুর নানা কর্ত্তৃক বিজিত হইল। ইংরাজ সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কর্ণপুরের চারিদিক ইংরাজসংহারী মূর্ত্তি ধারণ করিল। সামান্য হইতে মহতবধি সকলই ইংরাজের রক্তের জন্য লালায়িত হইল। এমন কি প্রকৃতিও তখন ইংরাজদের বিপক্ষ হইলেন। সেই ভয়ানক সময়ে একটীমাত্র বঙ্গবাসী

হিন্দু—ইংরাজদের দুঃখে কাঁদিয়া ছিলেন। একটীমাত্র মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটীমাত্র অবোধ মহারাষ্ট্র ইংরাজদের কারণ জীবন প্রদান করিতে বসিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সেই মহাসমরে পাখী হইতে মানবাবধি কেহই ইংরাজের জন্য অশ্রু নিক্ষেপ করা দূরে থাক্, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া কাতরও হয় নাই। এমন কি, বিপক্ষগণের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়া কোন ইংরাজ কামিনী অনাহারে প্রায়-গত-প্রাণা হইয়া, কোন গৃহস্থের বাটীতে আহার পাইবার আশায় পথে গমন করিলে, পল্লীবাসীরা, তাহাকে উপহাস ও ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। ভারতে প্রবেশ করিয়া অবধি পলাশীর সময় হইতে এই শত-বৎসরের মধ্যে ইংরাজগণের আর এমন বিপদ ঘটে নাই !!

পূর্ব্বোক্ত তিনজনও যে একান্তঃকরণ হইয়া ইংরাজগণের জন্য দুংখ করিতেছিলেন তাহা নয় !! তাঁহারা ইংরাজগণের দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থ পুরণ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা নষ্ট হইল দেখিয়া শোক করিতে-ছিলেন। উহাদের মধ্যে যিনি কাঁদিতেছিলেন, তাঁহার নাম 'নানক চাঁদ' যিনি সামান্যভাবে শোক করিতেছিলেন, তাঁহার নাম "শিবপ্রসাদ স্বামী" যে ব্যক্তি প্রাণ দিতে প্রস্তত হইয়াছিল, তাঁহার নাম "উপা-চুম্না"।

নানকচাঁদের ভবিষ্যৎ আশা ইংরাজগণের উপরে নির্ভর করিতেছিল। যে সময়ে কর্ণপুর বিজয়ের ঘোষণা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইল, তচ্ছ্রবণে নানকচাঁদ ভূপতিত হইয়াছিলেন। তিনি ভূপতিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন ঃ———

এক গঙ্গা স্বর্গ হইতে উত্থিত হইয়া ত্রিধারায় স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে ব্যাপ্ত আছেন। তাঁহার স্বর্গীয়শাখা—মন্দাকিনী—নাশ পাইলে—পৃথিবী প্রবাহিত গাঙ্গিনী শাখার প্রভাবে সকলে পবিত্র হইবে। যদি কালক্রমে পৃথিবীর শাখাও বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে পাতাল—প্রবাহিতা ভোগবতী শাখা পৃথিবী পরিত্রাণ করিবে। যদি তিনশাখাই নাশ পায় তখন গঙ্গা নাম এ পৃথিবী হইতে একেবারে বিনষ্ট হইবে। তেমনি ইংরাজগণ ইংলণ্ড হইতে আগমন করিয়া বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া এই ভারত শাসন করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তের শাখা নাশ হয়—দাক্ষিণাত্য শাখা আসিয়া ভারত

শাসন করিবে। অতএব ইংরাজগণের হিতানুষ্ঠানার্থে যদি আমার জীবন যায় তাহাও স্বীকার, তথাপি ভারত হইতে ইংরাজগণের পরিণাম সন্দর্শন না করিয়া, ইংরাজনাম ভুলিব না।"

নানকচাঁদ এই আশায় আশ্বাসিত হইয়া হিউগ সাহেবের পরিণাম সংবাদ লইয়া আসিবার কারণ উপা-চুম্নাকে প্রেরণ করিলেন।

সেই ঘোর নিশায় জীবনটা হস্তে করিয়া উপা-চুম্না প্রভুর আদেশ পালন করিতে প্রস্থান করিল। নানকচাঁদ ইহার সংযুক্তি স্থির করিবার কারণ শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রমে গমন করিলেন। সেই সময়ে নানার— আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় সংবাদরূপ কুসুমে নানকচাঁদ কীট রূপে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজগণের হিত সাধনার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে প্রভু-প্রাণ চুম্না প্রাণপণে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবার কারণ নানকচাঁদের বাটী হইতে বাহির হইল। সে পথে অন্ধকার দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। এখনো কামানের ধ্বনি থামে নাই, মাঝে মাঝে উত্থিত হইতেছিল। তাহার শব্দেও সে কাঁপিতে লাগিল। পথে কোথাও মৃত মহিষ, কোথাও মৃত মানব, কোথাও রক্তের ধারা এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে শ্মশানতুল্য কর্ণপুর দুর্গের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। সে যখন আগমন করে, তখন নানকচাঁদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যদি কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সে যেন সকলকে পাগল বলিয়া পরিচয় দেয়। উপা-চুম্না সেইমত পাগলের বেশে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দিকে হিউগ সাহেবের বাটী ছিল সেই দিকে যাইল। তাহার নিম্নে নিভৃত ভাবে থাকিয়া সপরিবার হিউগ সাহেবের মনোভাব শ্রবণ করিল। শেষে প্রাতঃকালে টীকাসিংহ তাঁহার পরিবারগণকে যে ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক বন্দী করিলেন, তাহাও দেখিল। পরিশেষে হিউগ সাহেব যে ভাবে পলায়ন করিলেন তাহাও দেখিলেন।

যখন টীকাসিংহ বন্দীগণকে সমভিব্যাহারী করিয়া সানুচরে প্রস্থান করিলেন। তখন সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে পতিত একটী ইংরাজ সেনার মস্তক হইতে টুপি লইয়া আপনার মাথায় পরিতে পরিতে প্রকাশ্য স্থলে আগমন পূর্ব্বক বলিল ঃ—

"বাবা! গেছলুম আর কি? সমস্ত রাত্রিটা এই মরামানুষ স্থানে ছিলুম; বোধ হয় আমিও বা মোরেছি!!"

চুন্না এতদূর অবোধ যে প্রবাদে বিশ্বাস পূর্ব্বক মনে করিয়াছিল যে মৃতের সহিত শয়ন করিলে জীবন্তও মৃত হয়। সেই কারণে সে পূর্ব্বোক্ত কথা শেষ করিয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। শেষে বলিল "এ ভয়ানক স্থানের একটু দয়া নাই!! চারিদিকেই চীৎকার!! চারিদিকেই কান্না!! বিবিগুলোর কান্না শুনে আমার চক্ষু দিয়ে জল আস্‌চে, আর যারা ধোরে নিয়ে গেল, কই তাদের তো কান্না পেলে না। বাপ্‌রে চারিদিকেই সিপাই বেড়াচ্চে!! একটু পাগ্‌লামী—করি!! এই টুপিটে মাথায় দিব!! তা হলেই সকলে পাগল বোলবে।"

চুন্না পরমানন্দে সেই টুপিটী লইয়া স্বীয় মস্তকে পরিধান করিল, পরক্ষণেই বলিল :—

"বাবা! টুপি পরা নয়!! টুপি পরা দেখেই তো সিপাইরে কাট্‌বে! আমাকে যদি ইংরাজ মনে কোরে কাটে!!"

হঠাৎ সেই দিকদিয়া একদল সিপাহী সশস্ত্র হইয়া গর্ব্বভরে চলিয়া যাইতে লাগিল। চুন্না তদ্দর্শনে টুপিটী হস্তে করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল :—

"সর্ব্বনেশে টুপিরে! সর্ব্বনেশে টুপি!! আমার সর্ব্বনাশ কোরলে!! এই টুপিকে কেন নিয়েছিলেম; সিপাই এসে আমাকে কেটে ফেল্‌বে!! টুপিরে—টুপি!!"

চুন্না সিপাহীগণকে নিকটবর্ত্তি হইতে দেখিয়া "টুপি" শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল। তাহার আশ্চর্য্য রূপ ও ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া আনন্দিত সিপাহীগণ তথায় দণ্ডয়মান হইল। চুন্না মনে ভাবিল এই-বার সে মরিল। সে তাহাই ভাবিয়া "টুপিরে—টুপি!!" শব্দে আরো চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিল। সিপাহীগণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"তোর কি হইয়াছে!!"

চুন্না কাঁদিল :—

"টুপিরে—টুপি!!"

সিপাহীরা আশ্চর্য্য হইয়া সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। চুন্নার একটু সাহস হইল। তাহার অন্তরে অন্তরে বুদ্ধি ছিল, সে সিপাহীদের সন্তুষ্ট করিবার কারণ—টুপিটাকে দূরে–নিক্ষেপ করিয়া, পাগলের ন্যায় 'হাঃ হাঃ' শব্দে হাসিয়া বলিল :—

"আমি রামায়ণ—জানি, রামায়ণ শুনবে?"

সিপাহীরা চুন্নার—পাগ্‌লামী দেখিয়া হাসিতে লাগিল। চুন্না রামায়ণ গান আরম্ভ করিয়া বলিল :—

"দেখুন? যে সময়ে রাজা দশরথ কৈকেয়ী—রাণীর মুখে রামের বনবাস কথা শ্রবণ করিলেন, সেই সময়ে তিনি কি বলিলেন :—তাই বলচি :—

কৈকেয়ীর কথা শুনি বৃদ্ধ নরপতি।
'হা রাম' বলিয়া ভূমে পড়ে দ্রুতগতি॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা কান্দয়ে কাতরে।
কপালেতে—করাঘাৎ চক্ষে নীর ঝরে॥
'রাক্ষসী—কৈকেয়ী'! তবে বলিলা রাজন।
কিদোষ করিলা রাম, তারে দিবে বন॥
আজি তার অধিবাস রাজ্য দিব কাল।
তা না হোয়ে—দিবতারে বন-মৃগ ছাল॥
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম—জলদ বরণ।
সতত আমার আজ্ঞা করিছে পালন॥
কেমনে দারুণ কথা তারে—শুনাইব।
যাও—রাম বনবাসে রাজ্য নাহি দিব॥
শুনহ কৈকেয়ী দেবী আমার বচন।
আর কোন বর মাগো দিব এই ক্ষণে॥
যদি মোর প্রাণ চাহ লহ এই ক্ষণে।
তথাপি নারিব দিতে রামেরে কাননে॥
জগতে সকলে শুনি কি কথা বলিবে।

স্ত্রৈণ—দশরথ বলি—আমারে ঘুষিবে ॥
যজ্ঞ ফলে পাইয়াছি—রাম সম ধন।
কেমনে হেলায়—তারে—দিব বিসর্জ্জন ॥
যত চাহ লহ মাগি ভাণ্ডারের ধন।
অথবা মাণিক মুক্তা অমূল্য রতন ॥
স্বরগের পারিজাত—ভোগবতী—বারি।
তব বাক্যে—অবহেলে আনি দিতে পারি ॥
তোমার—কথায় দিব ত্রিলোকের ধন।
তথাপি নারিব রামে পাঠাইতে—বন ॥

এই কথা বলিয়া মহারাজ—দশরথ কৈকেয়ীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন নিজেও—কাঁদতে লাগ্‌লেন। বাপু!! আমি হিন্দু, আমি রামায়ণ জানি, আমাকে মেরোনা। তোমরা যত রামায়ণ শুনতে চাইবে—তত শুনাইব।" চুন্না এই কথা বলিয়া—যোড় হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। সিপাহীরা তাহার মায়াগর্ভ পাগলামী দেখিয়া প্রস্থান করিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসীবেশে নানক চাঁদ তথায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দুর্গের চারিদিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন ঃ—

"ওঃ!! কর্ণপুর—দুর্গ! আজ—তোমার বক্ষেই ইংরাজগণের ভাগ্যের পরীক্ষা হইল। কিন্তু তাও—বলি, যদি নানকচাঁদ একান্তঃকরণে ইংরাজ—গণকে পূজা করে, তাহা হইলে আজ তোমার বক্ষের যে যে স্থলে ইংরাজ-শোনিত প্রবাহিত হইতেছে; কালক্রমে সেই সেই স্থানে ইংরাজ গণের—জয়—পতাকা প্রোথিত হইবে!! অন্তঃকরণ স্থির হও? এই সর্ব্ব-নাশ দেখিয়া ভীত হইও না। গোক্ষুরাসর্প আহত না হইলে দংশন করে না; কিন্তু দংশন করিলে আর তাহার বিষ নিম্ন—গামী হয় না। ইংরাজগণ সেই আহত ভূজঙ্গের ন্যায় যখন আহত করিবেন, তখন কার সাধ্য তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পায়!!"

তিনি চুন্নাকে সমভিব্যাহারী করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ—পরিচ্ছেদ।

হিউগের—পরিণাম।

নানা শোভাদা বাটীতে জয় মুকুট—শিরে—পরিধান করিয়া জয় সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার—সৌভাগ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া অনেকানেক বীর তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপযুক্ত আসনে বসিয়া আছেন। সকলের হৃদয়েই আনন্দ বেগ উথলিয়া উঠিতেছে। সকলের মুখশ্রীতেই আনন্দ লহরী ক্রীড়া করিতেছে। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ইংরাজ—গণ ধ্বংশ হইল—এই কল্পনা করিয়া সকলেই উন্মত্ত হইয়াছে। সকলের মুখ হইতেই আনন্দের কথা নিঃসৃত হইতেছে। নানার—হৃদয়ে এক একবার অহল্যার—রূপজ্যোতি ফলিত হইতেছে। এমন সময়ে টীকাসিংহ স্বয়ং আসিয়া সংবাদ দিলেন ঃ—

"হিউগ সাহেব ধরা পড়িয়াছেন!!"

নানার—ক্রুরতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত বীরগণও উত্তেজিত হইলেন। হিউগের—রক্তের কারণ সকলেই লালায়িত হইলেন। সকলেই একবার নিষ্ঠুরান্তঃকরণে—হিউগের শোনিত দর্শনার্থে হুঙ্কার করিলেন। শেষে সকলেই এক বাক্য হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হিউগকে তথায় আনয়ন করিতে টীকাসিংহকে অনুরোধ করিলেন। *

দুই নিমেষের মধ্যে রক্তাক্ত বস্ত্রাবৃত বীরবর হিউগ পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সেই স্থলে আনীত হইলেন। তাঁহার

* ট্রিভেলিয়ান সাহেব প্রণীত পুস্তকে হিউগ সাহেব নদী তটে ধৃত হয়েন ও তথায়ই নিহত হয়েন এই কথা লিখিত আছে। আমরা নানার নিষ্ঠুরতা অধিক পরিমাণে দেখাইবার কারণ এই কল্পনার আশ্রয় লইলাম।

তেজোপূর্ণ চক্ষু হইতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার পত্নি ও সন্তান বিনষ্ট অন্তঃকরণ আঘাতিত ভুজঙ্গের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ঘনং নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল।

নানা যথার্থই—বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি বীরের অভিমান—বীরের মনের ভাব—ভাল করিয়াই বুঝিতেন। সে ভাব হৃদয়ে আবদ্ধ রাখিয়া তিনি হিউগ সাহেবকে পরিহাস করিয়া বলিলেন :—

"আরণ্য—হরিণ যত ক্ষণ অরণ্যে থাকে, ততক্ষণই তাহার বল। শীকারীর হস্তে পতিত হইলে তাহার সমস্ত গর্ব্ব বিনাশ হয়!! অতএব হিউগ, এ অবস্থা পরিত্যাগ কর! হীন বেশ অবলম্বন কর! তাহা হইলে এ কৃতান্তপুর হইতে নিস্কৃতি পাইবে?"

নানার এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া অভিমানী হিউগ অন্তঃকরণে দগ্ধ হইলেন। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন :—

"ধুন্দুপন্থ! তুমি ইহাও জেনো!! হরিণের শৃঙ্গই হরিণের শত্রু; সে শীকারীর হস্তে বশ্যতা স্বীকার করুক না করুক, কিন্তু বেত্রলতার নিকটে আবদ্ধ হইয়া অভিমানে জীবন প্রদান করে!! আমি যদি আমার উপযুক্ত শক্রুর হস্তে ধৃত হইয়া জীবন প্রদান করিতাম, তাহা হইলে সুখী হইতাম!! কিন্তু অনুপযুক্ত শত্রুর হস্তে জীবন দিব, বলিয়া সেই ক্ষোভে এ ভাব ধারণ করিয়াছি!!"

হিউগের এই তেজোগর্ব্ব বক্তৃতায় সকলেই উন্মত্ত হইল। নানা উন্মত্তও হইলেন আবার মনে মনে সন্তুষ্টও হইলেন। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন :—

"হিউগ তুমি জান? তোমার জীবন—দেহের সহিত আমার নিকটে বন্দী!!" হিউগ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন :—

"কি? আমি তোমার নিকটে বন্দী! আমি তোমার কৌশলে বন্দী!! একবার আমি স্বপ্নেও ভাবি না। আমি আমার ভাগ্যদোষে বন্দী হইয়াছি!! শোন্! আমার জীবন উৎসর্গীকৃত হইলে বৃটনের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য চন্দ্রমার উদয় হইবে। সেই চন্দ্রের জ্যোতিতে ভারতের গৌরব

জ্যোতি হীনতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করিবে! তাই আমি বন্দী! আমার ব্রত উজ্জাপনার্থে আমি বন্দী!! কাফের নানার হস্তে মরিতে বন্দী নই!!"

হিউগ সাহেব এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

নানার নিষ্ঠুরতা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি হিউগের—সপরিবারের শোনিতের কারণ পিপাশু হইলেন! তিনি নিষ্ঠুরতার উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বসংহারী মূর্ত্তি ধারণ করত হিউগের সম্মুখে আগমন করিলেন। শেষে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অনুচরগণকে বলিলেন :—

"দেখো! অতিশীঘ্র হিউগের বিবি ও কন্যাগণকে লইয়া আইস? তাহাদের মস্তকের কেশাকর্ষণ করিয়া এস্থানে লইয়া আসিও।"

অনুচরগণ নানার আদেশ মতে কন্যাগণের সহিত বিবি হিউগকে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিল। সেই কমনীয়া কোমলা কান্তি হইতে আঘাতে রক্তধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল। কন্যাগণ "জননী—জননী" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিহিউগ "জগদীশ্বর—জগদীশ্বর" শব্দে বক্ষে—করাঘাৎ করিতে লাগিলেন।

হিউগ সাহেব এতচ্ছ্রবণে শোকাবেগে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন :—শেষে উন্মত্ত হইয়া, জানু পাতিয়া, আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—

"প্রভূ!! খ্রীষ্ট!! তোমার মনে কি এই কল্পনা ছিল!! আর যে সহ্য হয়না!! মাতঃ! বৃটন!! তুমি এসো!! একবার দেখো তোমার পুত্র কন্যার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে!! জগদীশ্বর! জগদীশ্বর!! আমার বক্ষকে বিদীর্ণ কর? আর আমি এই ভয়ানক ঘটনা দেখিতে পারিব না।"

এই কথা বলিয়া হিউগ বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিবিহিউগ ত্বরায় ক্রন্দন করিতে করিতে স্বহস্তে হিউগের গলা জড়াইয়া বসিলেন। তাঁহার দুই কন্যা "মাগো আমাদের কি হবে গো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। নানার উপস্থিত সহকারীগণেরা কন্যাদ্বয়ের রূপ যৌবনে মোহিত হইয়া জঘন্য প্রবৃত্তির সংশোধন করিবার কারণ তাহাদের উভয়কে সজোরে গ্রহণ করিলেন। এতদ্দর্শনে বিবি হিউগ বলিলেন :—

"স্বামিন্!! প্রভূ!! আমরা এখনো জীবিত আছি!! করুণাময় প্রভূ খীষ্ট! আমাদের জীবন এখুনি গ্রহণ কর? আর এ পাপ দৃশ্য দেখিতে পারি না। আর কাফেরদের যাতনায়—যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারিনা।"

নানা উন্মত্ত হইয়া স্বীয় হস্তস্থ পিস্তলের আবাজ করিলেন। সেই গুলি লাগিয়া বিবি হিউগ ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় পিস্তলের আবজ করিলেন। হিউগ সাহেব সস্ত্রীক তাহাতে জীবন প্রদান করিলেন।

ষোড়স—পরিচ্ছেদ।

—০—

ভারতের—সুখ—স্বপ্ন!!

কর্ণপুর—বিজিত হইল। নানা মনে করিলেন কর্ণপুর—বিজয়ের সহিত আর্য্যাবর্ত্তও বিজিত হইল। তিনি সেই আমোদে উন্মত্ত হইলেন। সেই আমোদে উন্মত্ত হইয়া রণদেবীর উপদেশ মতে ভারত-লক্ষ্মীকে পূজা করিতে ভুলিয়া গেলেন। অহল্যাই তাঁহার এ সময়ের আনন্দ-চিহ্ন-স্বরূপ হৃদয়ে অঙ্কিত হইলেন।

রণদেবীর—প্রসাদে সিপাহীগণ ভীষণ সাহসের সহিত সমর করিয়া ইংরাজগণকে পরাভূত করিল। সেনাগণ সমস্ত কর্ণপুর হইতে ইংরাজনাম দূরীভূত করিবার কারণ অবশিষ্ট যত ইংরাজকে দেখিতে পাইল, সকলকেই বন্দী করিল। ঐ বন্দীগণের মধ্যে প্রৌঢ় ইংরাজ অতি অল্পই ছিল। কেবল ইংরাজকামিনীই অধিক ছিল। তাহারা সংখ্যায় প্রায় ২০০ দুই শতেরও অধিক হইবে। সেনাপতিগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া; কর্ণপুরকে বিজাতীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, ভারতবাসী—গণকে ক্ষণেকের

কারণ স্বাধীন করিয়া, মনের উল্লাসে নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে শোভাদা বাটীতে আগমন করিল। সেনাগণ কর্ণপুরকে সুরক্ষিত করিবার কারণ চারিদিকে অবস্থান করিতে লাগিল। আজীমুল্লার ন্যায় ক্রূরান্তঃকরণ আর কাহারো ছিল না, তিনি সেই ইংরাজ-কামিনী ও শিশুগণকে বন্দীভাবে কারাগারে রাখিতে স্বয়ং স্বীকার করিলেন। তিনি দুই শত সংখ্যক মানবকে লইয়া সেই ভয়ানক গ্রীষ্মের—সময়ে শোভাদা বাটীর—অদূর—বর্ত্তি একটী অপ্রস্থ বাটীর মধ্যে যাইলেন। তাঁহার অনুমতির—অনুসারে সিপাহীগণ, একটী অপ্রসস্থ গৃহের মধ্যে বন্দীগণকে আবদ্ধ করিল। একে গ্রীষ্মের—উত্তাপ, তাহাতে সেই—গৃহে এমন বায়ু প্রকাশের—পথ-ছিল না, যে বায়ু সহজে প্রবেশ করিতে পারে। সেই ভয়ানক যমপুরী সদৃশ গৃহে কোমলাঙ্গী ইংরাজ কামিনীগণও নবনীত নিভকায় শিশুগণ আবদ্ধ রহিল।

এদিকে এই মহারণে জয়লাভ করিয়া শোণিত-সিক্ত অসিহস্তে টীকাসিংহ, জোয়ালা প্রসাদ, আনন্দউদ্দীন, বল্লারাও, তান্তিয়াতোপী প্রভৃতি বীরগণ নানাকে অভিবাদন করিতে প্রবেশ করিলেন।

নানা তাঁহাদের কৃতজ্ঞতায় ও দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া একে একে সকলকেই আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। বীরগণ নানার প্রতীভাজী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলেন। নানা তাহাদের নানার্থে আয়োজন করিতে লাগিলেন। কর্ণপুর—ও অযোধ্যাবাসী প্রত্যেক হিন্দুই নানার ভারত বিজয় মূর্ত্তি দর্শন করণার্থে—তদ্দেশে আগমন করিল। সৈন্যগণ স্বীয় স্বীয় মনের উল্লাসে নানাকে জয়বাদ প্রদান করিবার কারণ তথায় সমবেত হইল। নানা পার্শ্ববর্ত্তী বীরগণের সহিত শোভাদা বাটীর সম্মুখে আগমন করিলেন। বল্লারাওর হস্ত ধরিয়া একটী উচ্চ-স্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে, দেখিয়া সকলেই—মনের আনন্দে "জয় নানা ধুন্ধুপন্থের জয়!!" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিল। সেই জয়—ধ্বনিতে চারিদিক পরিকম্পিত হইতে লাগিল। নানার আজন্মধৃতব্রতের—উদ্‌যাপন হইল। কুমারিকা হইতে হিমালয়—অবধি সেই—নিনাদে আনন্দিত হইল। নানা উক্ত—হস্তে জয়ঘোষণাকারী জন-পদবৃন্দ—ও

সেনাবৃন্দকে সন্তুষ্ট—করিলেন। তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিগুণ—ভাবে চারিদিকে জয়ঘোষণা করিতে লাগিল।

এদিকে নানা উপস্থিত জয় ঘোষণাকারী সেনাগণকে পারিতোষিক প্রদান করিবার—কারণ কোষাধ্যক্ষকে একলক্ষ—টাকা বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন।

এই কার্য্য সমাধা করিয়া বীরগণের—মান্যার্থে তোপধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। বল্লারাওর মান্যার্থে সপ্তদশ তোপধ্বনি হইল। নানার ভাতৃগণের মান্যার্থে একাদশ তোপধ্বনি হইল। ক্রমে ক্রমে টীকাসিংহ প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণেরও মান্যার্থে তোপধ্বনি হইল। সেই তোপধ্বনি—পবনদেব চারিদিকে শুনাইল। চতুর্দ্দিকের নিদ্রিত বীরগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঝান্সীর—রাণী উপযুক্ত সময়—বুঝিয়া নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রাসাদ হইতে মহা সমারোহের—সহিত বাহির হইলেন। কর্ণপুর রণ প্রাঙ্গনে হিন্দুজয় কেতন বায়ুভরে উড়িয়া আকাশ প্রদেশ পবিত্র করিতে—লাগিল। বায়ু সতত কম্পিত করিয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে—লাগিল। ক্রমে যুদ্ধের যাহা যাহা ক্ষতি হইয়াছিল; সে সমস্ত পূরণ করা হইল। আনুসঙ্গিক কার্য্যও শেষ হইল।

এমন সময়ে বীরগণের—হৃদয়ে স্বাধীনতা দেবীর পূজা মনে পড়িল। তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া নানাকে আর্য্যাবর্ত্তের পবিত্র সিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতা দেবীর পূজা করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। নানা তাঁহাদের সন্তুষ্ট—করিবার কারণ শুভদিনে শুভক্ষণে স্বীয়—পিতৃরাজধানী বিঠুর নগরকে আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী করিবেন ভাবিয়া; তাহার—বক্ষস্থলে সিংহাসন স্থাপিত করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বীরগণের—তাহাতেই মত হইল। তান্তিয়া তোপী বিঠুর নগর সাজাইতে প্রস্থান করিলেন। বীরগণ—রণে জয়লাভ করিয়া মনের—উৎসাহে আমোদ—প্রমোদ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে রণভেরী বাজিতে—লাগিল। চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য মহাগর্জ্জনে বাজিল। ভারত এক দিনের জন্য স্বপ্নে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নানার—অধিবেশন।

শুভ নিদাঘ ঋতু অবসান হইতে ইচ্ছা করিতে ছিলেন। একবার সহর্ষে দাঁড়াইলেন। নানা রাজ পদে অধিষ্টিত হইবেন; ভারত হিন্দুর করস্থ হইবে এ দৃশ্য দেখিতে তাঁহার বড় সাধ হইল। তিনি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। প্রকৃতি সৌম্যভাব ধারণ করিলেন। কুঞ্জে পুষ্প ফুটিল, আকাশ প্রদেশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি প্রকাশ হইতে লাগিল। ভারতের চারিদিকেই আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। হিন্দুসিংহাসন বক্ষে করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত আনন্দিত হইলেন। সকলেই "জয় মা ভারতলক্ষ্মী" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। ভারতলক্ষ্মীর পদ্মাসন কাঁপিল। সকলের মনে আনন্দের উদয় হইল।

নানা ধুন্ধুপন্থ শুভদিনে, শুভক্ষণে, ভারতের প্রধান ২ বীরগণের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিবার কারণ বিঠুরের রাজসিংহাসনে অধিবেশন করিতে ইচ্ছা করিয়া, গঙ্গার পুত বারিতে স্নান করিয়া স্বীয় দেহকে পবিত্র করিলেন। শুভ প্রভাতে—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর ও বীরগণের সহিত মহানন্দে শোভাদাবাটী পরিত্যাগ করিয়া বিঠুর নগরের উদ্দেশে চলিলেন। "জয়" শব্দ অঙ্কিত সহস্র সহস্র কেতন বায়ুভরে উড্ডীন হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। সহস্র সহস্র স্তুতিগায়কেরা তাঁহার স্তুতিগান করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তাঁহার মঙ্গল শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রে ২ চলিল। সহস্র ২ ঘোষণাকারীরা তাঁহার অধিবেশন সংবাদ ঘোষণা

করিতে করিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। সুসজ্জিভূত অশ্ব ও হস্তী দলে দলে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিল। চতুর্দ্দিকে মহাসমারোহ হইতে লাগিল।

এদিকে বিঠুর নগরী আর্য্যার্ত্তেশ্বরী হইবেন ভাবিয়া আনন্দময়ী রূপ ধারণ করিলেন। নিশাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণচন্দ্র আকাশপটে দেখা দিলেন। তাঁহার জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল। নক্ষত্রগণ আনন্দে আকাশ প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিল। বিঠুর নগরীর প্রতি রাজপথে আম্রশাখা ও পুষ্পমাল্য সজ্জিত হইল। তাহার চারিধারে আলোক রাশি চন্দ্রালোককে হীনপ্রভ করিয়া উদ্ভাষিত হইতে লাগিল। প্রতি তোরণে রজত কুম্ভ—বারি—পূর্ণ করিয়া সংরক্ষিত হইল। প্রতি অধিবাসী—গৃহে আনন্দ মনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কোন বাটীতে নটের অভিনয় হইতে লাগিল, কোন বাটীতে নৃত্যকী নাচিতে লাগিল। পথে স্তুতি বাদকেরা মঙ্গল বাদ্যের সহিত মঙ্গল স্তুতি গান করিতে লাগিল। মক্ষিকারা দিবা ভ্রমে বিঠুর—নগর শোভিত পুষ্পের সৌরভের আঘ্রাণ পাইয়া তদ্দেশে দলে দলে আসিতে লাগিল। পবন দেব মৃদু বহিয়া সেই পুষ্প রাশির সৌরভ চারিদিকে বহন করিতে লাগিল। নীড়স্থিত পিককুল সেই সমীরণ সেবন করিয়া বসন্ত ভ্রমে কুহু কুহু রবে ডাকিতে লাগিল। বিঠুর নগরী দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

ধুন্ধুপন্থ বীরগণের সহিত মহাসমারোহে বিঠুর নগরে প্রবেশ করিলেন। ধুন্ধুপন্থের স্পর্শে বিঠুর নগর আনন্দিত হইলেন। আলোক মালা দ্বিগুণ ভাবে জ্বলিতে লাগিল। ধুন্ধুপন্থ তোরণে উপস্থিত হইবার—মাত্রেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রবীণেরা আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজ-পথে প্রবেশ করিলেন। পুরস্ত্রীরা গবাক্ষ প্রদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। সকলেই মনের সাধে তাঁহার মস্তকে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। 'জয়' শব্দে নানার কর্ণ বধির হইয়া আসিল। অশ্ব ও হস্তিগণ আনন্দে নাচিতে ২ অগ্রে অগ্রে চলিল।

এই রূপ মহাসমারোহে তিনি স্বীয় প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সে নিশা অধিবাস করিয়া রহিলেন।

রাজ—প্রাসাদের সম্মুখে সভামঞ্চ প্রস্তুত হইয়া ছিল। পর প্রত্যুষে সভার সম্মুখে অতিশয় মূল্যবান রজতময় সিংহাসন স্থাপিত হইল। তদুপরি মুক্তা ও স্বর্ণ খচিত আসন প্রদান করা হইল। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে চামর, আশা, দণ্ড, প্রভৃতি ধারণকারীগণ স্ব স্ব স্থানে সজ্জিত হইল। সভার দ্বার দেশস্থ স্বর্ণ-কুম্ভে গঙ্গার পূত বারি, আম্র শাখা ও সশিষ নারিকেল সংরক্ষিত হইল। সভার চারি কোনে নহবৎ বাদিত হইতে লাগিল। চারিদিকে নিমন্ত্রিত গণের ও বীরগণের আসন সজ্জিত হইল। সেনাগণ সভা-মঞ্চের চারিদিকে থাকিয়া জয় নিনাদ করিতে লাগিল। বেদজ্ঞ—ব্রাহ্মণগণের কারণ সিংহাসনের সম্মুখে আসন প্রদত্ত হইল।

এমন সময়ে মহা সমারোহের সহিত ঝান্সীর—মহারাণী সেই সভা স্থলে প্রবেশ করিলেন। বীরগণ তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া উপযুক্ত আসন প্রদান করিলেন। তিনি আর্য্যবর্ত্তের সিংহাসনে পুনরায় হিন্দুরাজা অধিষ্ঠিত হইবেন, এই আনন্দে মণিময় মুকুট হস্তে আর্য্যাবর্ত্ত—বিজয়ীকে সংবর্দ্ধনা করিতে আগমন করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিণী—সখী—বৃন্দ তাঁহার চারিধারে উপবেশন করিল।

জ্যোতির্ব্বিদ—পণ্ডিতেরা উপযুক্ত সময় উপস্থিত প্রায়—দেখিয়া শুভ অধিবেশন ক্রিয়া শেষ করিতে অনুমতি দিলেন। বেদজ্ঞ পুরোহিতগণ যজ্ঞ সমাপন করিয়া যজ্ঞের কজ্জল ও সপ্ততীর্থের বারি হস্তে নানার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে মহাসমারোহ হইল। অন্তঃপুরে এই সংবাদ প্রবেশ করিল। নানা—বল্লারাওর সমভিব্যাহারী হইয়া সস্ত্রীক প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। সখীগণ রমা বাইয়ের পশ্চাতে রহিল। বল্লারাও বীরগণের ও ঝান্সীর মহারাণীর অনুমতি ক্রমে মহারাষ্ট্র কূল কঙ্কন ধুন্ধুপন্থকে স্বহস্তে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। সেই সাগর সম সেনাগণের হৃদয়ে এই দৃষ্ট আনন্দ প্রবাহে পরিণত হইল। ঝান্সীর মহারাণী স্বহস্তে রমাবাইকে ধুন্ধুপন্থের বামে বসাইলেন।

তাঁহাদের উভয়ের মোহনীয় ও জ্যোতিপূর্ণ কান্তিতে সকলেরই হৃদয়স্থ তমঃ অপসৃত হইল। সকলেই মহানন্দের সহিত "জয় মহাবীর নানা ধুন্ধুপন্থের জয়" শব্দ উচ্চারণ করিল। পুরোহিতগণ স্বস্তিবচন উচ্চারিত করিয়া নানার কপালে যজ্ঞীয় হোমের চিহ্ন ও রাজটীকা প্রদান করিলেন। পরে সপ্ত—তীর্থের জলসিঞ্চনে তাঁহাকে পবিত্র করিয়া এই রত্নময় ভারতের সিংহাসনে অভিষেক করিলেন। নানার কপালে রাজটীকা যেন স্থির সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। রমাবাই ইন্দ্রের পার্শ্বস্থ সচী রূপে শোভিতা হইলেন। বল্লারাও সকল বীরগণের অনুমতি লইয়া উভর হস্তে রাজ অসি গ্রহণান্তর ধুন্ধুপন্থের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক দর্শক গণের উদ্দেশে বলিলেন :—

" ভারত বাসীগণ! ভারতের হিতৈষীগণ!! সকলে এক মনে শ্রবণ কর? যে ভারতের গৌরব রবি বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় গণের পদতলে দলিত হইয়া তাহাদের নির্ম্মম পদ ধূলীতে হীনপ্রভ হইয়া ছিল। আজ এই বীরবরের অপ্রতিহত বীরত্ব প্রভাবে সেই গৌরব রবি পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় হইল। সকলে এক প্রাণে নানা ধুন্ধুপন্থকে আশীর্ব্বাদ কর!! ভারতবাসী—গণ!! একবার "জয় স্বধীনতা দেবীর জয়!!" বলিয়া জীবনকে চরিতার্থ কর?"

বল্লার উত্তেজনায় সকলেই "জয় স্বধীনতাদেবীর জয়!" শব্দ হৃদয়ের সহিত উচ্চারণ করিল।

বল্লরাও পুনরায় বলিলেন :—

"যে বিধর্ম্মীগণের প্রতাপে ভারত মাতার মস্তকের মণি ভূমে পতিত হইয়া ছিল। অঙ্গের অলঙ্কার উন্মুক্ত হইয়া ছিল। তোমাদের জনক জনমী দাস ও দাসী হইয়া ছিল এবং তোমরাও আজন্ম দাসত্ব ব্রতে রত হইয়াছিলে, আজ যে বীরবর সেই সমস্ত দুর্ঘটনা অপনীত করিয়া ভারতের অনিল, ভারতের তপন, ভারতের চন্দ্রমা—সকলকেই স্বাধীন করিলেন। আজ যে বীরবর স্বীয় প্রভাবে ভারতবাসীগণের জনক জননীর দাসত্ব শৃঙ্খল উন্মোচন করিলেন। সকলে একবারে এক প্রাণে সেই " মহারাষ্ট্র কুল কঙ্কন নানা ধুন্ধুপন্থের জয়" শব্দ উচ্চারণ কর?'

এই অভিনয় শেষ হইলে ঝান্সীর মহারাণী স্বীয় হস্তস্থিত মুকুট লইয়া নানার মস্তকে পরাইয়া বলিলেন :—

"যে বীরবরের প্রসাদে ভারত স্বাধীন হইল, ভারতের সকলের হৃদয় স্বাধীন হইল, তাহারই মস্তকে এই মণিময় মুকুট—অর্পণ করিলাম। জগদীশ্বর করুণ যেন এই বীরবর বীরজীবন লাভ করিয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন।"

তাঁহার বাক্যাবসানে—চামরী চামর ব্যজন করিল। ছত্রধারী ছত্র ধারণ করিল। দণ্ডধারী—ও আশাধারী স্বীয় ২ কার্য্য করিল। ঝান্সীর মহারাণীর সখীগণ গাহিল :—

" আজিহে ভারত বাসী—আনন্দে মাতহ সবে।
স্বাধীনতা সুশোভিত—হেন কাল পাবে কবে॥
ঐ দেখ দিন মণি—গগনে উঠি আপনি,
বিতরে স্বর্ণ প্রভা—আমোদে মাতিয়া ভবে॥
ভারতের জয় বলি—হও সবে কুতুহলী,
ভূবন কাঁপাও মিলি—জয় জয় জয় রবে॥"

সখীগণ থামিল।

—o—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—o o—

সুখস্বপ্নের—প্রবলতা।

—o—

নানা রাজ—মুকুট—শিরে পরিধান করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের রাজ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বিঠুর নগরী মহারাষ্ট্র চূড়ামণিকে আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর—রূপে পাইয়া ও আপনাকে আর্য্যাবর্ত্তেশ্বরী ভাবিয়া দ্বিগুণ শোভায় শোভিত

হইলেন। নানার অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। সভামঞ্চে তৌর্যত্রিকী ক্রিয়াদি আরম্ভ হইল। দলে দলে গায়কবৃন্দ জয় গীত গাইতে লাগিল। দলে দলে নর্ত্তকীগণ নাচিতে লাগিল। বিঠুর—নগরী দ্বিতীয় অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ উপস্থিত হইল। তপন-দেব আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিঠুর নগরের সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দ চিত্তে অস্তমিত হইলেন। তাঁহার অস্তগমনে নবীনা সীমন্তিনী বেশে গোধুলীকে সহচরী করিয়া নিশারূপসী পৃথিবীতে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া আগমন করিলেন। চন্দ্রদেব নব প্রণয় সাগরে ভাসিতেছেন। নিশার সহিত নব অনুরাগে মাতিবেন ভাবিয়া তিনি হাস্যময়ী মুর্ত্তিতে আকাশ পটে উদয় হইলেন। চন্দ্রদেবকে স্ত্রৈণ বলিয়া পরিহাস করিবার কারণ নক্ষত্রদাম তাঁহার সহচর রূপে আকাশের সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া, নিশার সহিত তাঁহার অনুরাগ দর্শনে হাত তালি দিতে লাগিল। নিশানাথ ধরা পড়িলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া প্রেমবিধুরা নিশার সহিত আমোদ প্রমোদে রত হইলেন। কুঞ্জে—কুঞ্জে স্তরে—স্তরে বিবিধ কুসুম রাশি প্রস্ফুটিত হইল। পবন তাহাদের গন্ধ চুরি করিয়া চন্দ্রদেবকে উপহার দিতে লাগিল।

এদিকে নানার সহকারীরা সেই নিশাযোগে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র নানার-অধিবেশন ও জয় সংবাদ প্রচার করিল। অবশেষে তাহারা সর্ব্বত্র বলিল ঃ—

"ভারতে যেখানে যত হিন্দু বা মুসলমান থাকো? সকলে শ্রবণ কর? যে বিধর্ম্মিগণের—পদার্পণে ভারত কলুষিত হইয়া ছিলেন। যাহাদের কদাচারের কারণ, যাহাদের প্রভুত্বে—উভয় জাতির—জাতি ও মান্য রাখা ভার হইয়া উঠিয়া ছিল। আজ সেই জগৎনিয়ন্তা জগদীশ্বরের কৃপায় ও নানাধুন্ধুপন্থের বীরত্বে সেই বিধর্ম্মীগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীভূত হইয়াছে। সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের দাসত্রত রত জনক জননী স্বাধীন হইয়াছেন। যে বীরবর এই মহাকার্য্য সংসাধন করিয়াছেন। যিনি ভারতকে স্বাধীন করিয়াছেন। তাঁহাকেই আজ আর্য্যাবর্ত্তের রাজ সিংহাসনে অভিষেক করা হইল। আজ কি শুভদিন; আজ আর্য্যাবর্ত্ত স্বাধীন

হইল। সকলেই এই, আনন্দে উন্মত্ত হউয়া আমোদ প্রমোদ কর? সকলেই বর্ত্তমান মহারাজা নানাধুন্ধুপন্থের নিকটে প্রজারূপে পরিগণিত হইয়া তাঁহাকে কর প্রদান কর?"

ঘোষণা শেষ করিয়া তাহারা দীল্লি, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি রাজধানীর স্থানে স্থানে ঐ—বাক্য লিখিত পত্রিকা সন্নিবিষ্ট করিল। চতুর্দ্দিকের প্রজাগণ নানার—বশ্যতা স্বীকার করিল। ইংরাজগণের নামও আর কেহ মুখে আনিল না। নানার যাহা মনের সাধ, তাহা শেষ হইল। তিনি রাজ-সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া মহারাজা শিরোনাম শিরোধার্য্য করিয়া, পর দিবস ঝান্সীর মহারাণী ও বীর সহকারীগণের সমভিব্যাহারে শোভাদা বাটীতে আগমন করিলেন। যুদ্ধের পরিণামে কি উপায়ে জিত-রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিবেন, এই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। সময়ে—সময়ে অহল্যাকেও মনে করিতে লাগিলেন।

এদিকে নানক চাঁদ আর্য্যাবর্ত্ত কি উপায়ে বিজিত হইল ও কি কৌশলে বিজেতাগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই সমস্ত সংবাদ কলিকাতা-বাসী ইংরাজগণকে গোপানে গোপনে পাঠাইতে লাগিলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী বল্লরাওকে নানার নিকট হইতে যাহাতে ভিন্ন করিতে পারেন সেই কৌশল স্থির করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আজীমুল্লা ইংরাজ বন্দী ও বন্দিনীগণকে শোভাদা বাটী হইতে পথে বাহির করেন। সেই সময়ে তাহাদের পরিণাম সংবাদ সংগ্রহ করিবার কারণ, নানক উপাচুন্নাকে প্রেরণ করিলেন, চুন্না সংবাদ সংগ্রহ করিতে বড় পটু ছিল। সে একটী চামর হস্তে করিয়া, সর্ব্ব শরীরে বিভূতি মাখিয়া, আর তাহার স্বভাবজাত দীর্ঘকেশ মস্তকের উপরে চূড়ারূপে বাঁধিয়া, নানা রঙ্গের ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া, গায়ক ভিক্ষুকের বেশে বিবিবাটীর সম্মুখে আসিল। যে বাটীতে বিবিগণকে বন্দিনী করা হইয়া ছিল, তাহাকে বিবিবাটী বলিত। বিবিগণ কি ভাবে তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছে, ও তাহাদের পরিণাম কি হয়, তাহা জানিবার কারণ যে গৃহে বিবিগণ আবদ্ধ ছিল সে তাহার গবাক্ষের—নিম্নে যাইয়া হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল।

যে বাটীতে বিবিগণ আবদ্ধ ছিল তাহাকে বিবিবাটী—না বলিয়া

যমপুরী বলা উচিত ছিল। যদি কেহ কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার কথা স্মরণ করেন, তাহা হইলে তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিবেন যে এ হত্যাও তাহাপেক্ষা গুরুতর। যে গৃহে বন্দীগণ ছিল, তহা দীর্ঘে ২০ হস্ত, প্রস্থে ৬ হস্ত মাত্র। সেই অল্প পরিসর গৃহের মধ্যে তুই শতেরও অধিক কুমারী, প্রবীণা, যুবতী বিবিগণ, তাহাদের শিশুসন্তানগণ, ও সাহেবগণ আবদ্ধ ছিল। গৃহের পরিসরের অল্পতা বশতঃ সকলেই পেষিত হইতে ছিল, যে যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে আর অপর ভাব প্রকাশ করিতে হয় নাই। তাহাতে গ্রীষ্মের উত্তাপে তাহাদের তৃষ্ণার সীমা রহিল না। তৃষ্ণায় ও গ্রীষ্মে পীড়িত হইয়া কোমল কান্তি শিশুগণ—''মাতা—পিতা" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। বিবিগণ—"জল—জল—প্রাণ যায়" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। সাহেবগণ—"হয় জল দাও? না হয় গুলি করিয়া মারিয়া ফেল?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদের—প্রাণান্তকাতরতায় কেহই কর্ণপাত করিল না, বরং তাহাদের চীৎকারকে আনন্দ সংবাদ ভাবিয়া ক্ষুদ্র ২ গবাক্ষের মধ্য দিয়া দর্শকেরা তাহাদের তুর্দ্দশা দেখিয়া, হাসিতে লাগিল। গৃহস্থ অনেকেই জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়া শান্তি লাভ করিতে লাগিল।

এদিকে চুন্না হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে লুকাইয়া দর্শকগণকে ভুলাইবার কারণ তাহাদের বলিল ঃ—

"বাবু! তোমরা আমার গান শুনবে; বেশী পয়সা দিতে হবেনা, কিছু কিছু বিদায় দিলেই হইবে।"

তাহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া সমবেত হইল।

চুন্না মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, চামর তুলাইয়া গান ধরিল ঃ—

"কুব্জা-বুড়ি কানে শুনে—পুড়ে মরি মনাগুণে
তাড়াতাড়ি যায় মাগী কৈকেয়ীর কাছে।
একমনে দ্রুত যায়—মনে কত থানা গায়
ভরত না রাজ্য পেয়ে রাম পায় পাছে ॥
আলু থালু কেশ পাশ—খুলে পড়ে কটীবাস
অঞ্চল খসিয়া তার ধুলায় লুটায়।

কপালেতে কর হানে—বলে "একি সয় প্রাণে,
ভরত না রাজ্য পেয়ে রাম রাজ্য পায় ॥"
বুড়ো রাজা বুদ্ধি গেলো—কৈকেয়ী অপর হলো,
কৌশল্যা হইল তাঁর প্রাণের ঈশ্বরী।
দেখিব কি গুণ ধরে—কিসে অভিষেক করে
তবেতো আমার নাম মন্থরা সুন্দরী ॥
এতো বলি উর্দ্ধশ্বাসে—যায় কৈকেয়ীর পাশে
ক্রোধেতে করিয়া চেড়ী রক্তিম লোচন।
কৈকেয়ীরে সম্বোধিয়া—বলে বুড়ি বিনাইয়া
এতোদিনে তব আশা হোল বিসর্জ্জন ॥
কেন মিছা বেশ কর—অলঙ্কার পবিহর
আজি হোতে বিধি তব কপাল ভাঙ্গিল।
বৃদ্ধ-রাজা হীন মতি—করিতে তব তুর্গতি
ভরতে বঞ্চিয়া রাজ্য রামে রাজ্য দিল ॥"
আর কত গাইব। মশাইগণ! জয় হোক!!"

চুন্না থামিল। সকলে একটী ২ পয়সা দিয়া পুনরায় গাহিতে—বলিল। চুন্না পুনরায় চামর—তুলাইয়া ও নাচিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্থরা সংবাদ গাহিতে লাগিল এবং বন্দীগণের—অবস্থা জানিতে লাগিল।

ঊনবিংশ—পরিচ্ছেদ।

মহামতি ক্যানিং।

আর্য্যবর্ত্ত বাজীরাওর পুত্র নানাধুন্ধুপন্থ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে সেই কথা রাজ্য রাজ্যান্তরে প্রকাশ হইল। বৃটনবাসীগণ তাহাদের আত্মীয়-গণের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইল। তাহারা যত পারিল ভারতীয় ইংরাজগণকে সাহায্য করিতে সেনা প্রেরণ করিতে স্বীকার করিল; কিন্তু বিধি যতক্ষণ বিমুখ থাকেন, ততক্ষণ কার সাধ্য কোন কার্য্যে কে জয়লাভ করিতে পারে! ভারতীয় ইংরাজগণ কলিকাতায় বসিয়া স্থির করিলেন, যে—যদি বিলাত হইতে অভাব পক্ষে ১০০০০ দশ সহস্র সেনা আগমন করে। তাহা হইতে তাঁহারা অবাধে সমস্ত ভারত বাসীকে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী—করিতে পারিবেন। তাঁহাদের এই অভিপ্রায় বিলাতে পহুঁছিল। বৃটনবাসীগণ এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র সেনা ইউরোপের সর্ব্বত্র হইতে সমবেত হইয়া ভারতের কারণ রণতরীতে আরোহন করিল। বিধি ইংরাজগণের সেই গর্ব্ব রাখিলেন না। এদিকে তুরক্ক রাজ-প্রেরিত দূতগণের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডে ছিল, তাহারা ভারতের মুসলমান ও হিন্দুগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া গোপনে স্বীয় স্বীয় প্রভুকে সংবাদ পাঠাইল। মহামতি তুর্কাধি-পতি ভারতের প্রতি করুণার্দ্র হইয়া ভারতের মান রক্ষার্থে তাঁহার অধীনস্থ আফ্রিকার রাজধানী সদৃশ আলেকজান্দ্রিয়ার রাজ সিংহাসন—কক্কন ইজিপ্টের পাচাকে এই ভাবে পত্র লিখিলেন ঃ—

"ইংরাজগণ কর্ত্তৃক ভারতের কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই খৃষ্টান হইবে বলিয়া, বিলাত হইতে তোমার রাজ্যের মধ্য দিয়া পঞ্চত্রিংশ সহস্র সেনা রণতরীতে যাইতেছে। তুমি যদি একটী মাত্র ঈশ্বরকে পরীক্ষা প্রদান করিবার কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর? তাহা

হইলে ভারতীয় বন্ধুগণের ধর্ম্ম ও জীবন রক্ষার্থে বিধর্ম্মিগণের রণতরী সাগর গর্ভে লীন করিও?"

ইজিপ্টাধিপতি তাহাই করিলেন। রণতরী সকল তাঁহার রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হইবার মাত্রেই তিনি তদুপরি গোলাবৃষ্টি করিয়া তাহাদের সাগর গর্ভে শয়ান করাইলেন। এদিকে বৃটন হইতে সেনা আসিতেছে এই উল্লাসে ইংরাজগণ কলিকাতায় থাকিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া ছিলেন, যখন এই হৃদয়—বিদারক সংবাদ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তাঁহারা সকলেই হতচৈতন্য হইলেন। ইঃরাজগণের সকল আশা ভরসা বিসর্জ্জিত হইল। তাঁহারা ভারতে এমনি নিশ্চেষ্ট থাকিলে, আর দুই চারি দিবসের মধ্যে তাঁহাদের দূরীভূত হইতে হইবে ভাবিলেন। বৃটনের গৌরব ভারত সাগরে—বিসর্জ্জিত হইবে তাহাও ভাবিলেন।

ভারত রাজপ্রতিনিধি মহামতি ক্যানিং কলিকাতার রাজ-সিংহাসনে বসিয়া মৃদু মৃদু অশ্রু বরিষণ করিতেছেন। পাত্র, মিত্র, সভাসদ, মন্ত্রী প্রভৃতি যথা স্থানে বিষন্ন বদনে বসিয়া আছেন। আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়ের সংবাদ লইয়া [একজন দূত করজোড়ে—বিষন্ন—বদনে সভার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলেই শোকাচ্ছন্ন, কাহারো মুখে হাস্যের বা আনন্দের চিহ্ন নাই।

ওদিকে কর্ণপুরের বন্দীগৃহস্থিত কামিনীগণের—আর্ত্তনাদে ভারতলক্ষ্মী কম্পিত হইলেন। তিনি—নির্ম্মম সাধকের সাধনাতে পরিতুষ্ট কখনও হয়েন না। তিনি সেই—কামিনীগণের—আর্ত্তনাদ শুনিয়া কাতর হইয়া তাঁহাদের যাহাতে ভাল হয় এই সংকল্প মনে মনে স্থির বরিলেন। ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তদ্দর্শনে আনন্দিত চিত্তে স্বর্গীয় বিভার বিভান্বিতা হইয়া বিমর্ষান্বিত—ক্যানিং সাহেবের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন ঃ—

"বীরবর ক্যানিং! এসময়ে তোমার অশ্রু-বরিষণ করা উচিত নয়! যে মূঢ়—সেই-ই বিপদে অধৈর্য্য হয়!! তুমি বৃটনের অঙ্গে কলঙ্ক স্থাপন করিও না? আর্য্যাবর্ত্ত—বিজয়ে—স্বয়ং প্রবৃত্ত হও?, অবশ্যই জয়লাভ করিবে।"

বীরবর ক্যানিং আকাশ প্রদেশে চাহিয়া দেখিলেন, ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী

তাঁহাকে ভ্রূকুটী দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি অধীর হইয়া সম্মুখস্থ দূতকে বলিলেন ঃ—

"সংবাদ-বাহি! বল—কর্ণপুরের রণবার্ত্তা বল।"

দূত কর জোড়ে বলিল ঃ—

"মহাত্মন্! কি বলিব! বলিতে আমার—বক্ষ-বিদীর্ণ হয়!! যখন সিংহ বেশে টীকাসিংহ ও বীরবর বল্লারাও রণে প্রবেশ করিলেন; তখন আমারা প্রমত্ত হস্তী বেশে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া রণে প্রবেশ করিলাম। মহাত্মন! তাহারা সাগর সম সেনা লইয়া কর্ণপুর অবরোধ করিল। তাহাদের সেনাগণ সাগরের তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হই কর্ণপুর দুর্গ অবরোধ করিল। আমারা সে সময়ে যত সংখ্যক ছিলাম তাহা তাহাদের পক্ষে সামান্য—বলিয়া বোধ হইল। আমার জীবনাবধি পণ করিয়া রণ করিলাম; কিন্তু বল্লারাওর সিংহসম পরাক্রমে ও টীকাসিংহের অগ্নিময় প্রতাপে আমাদের সমস্ত বল দ্রবীভূত হইল। মাহাত্মন্! বলিতে বক্ষ—দ্বিধা হইয়া যায়, শরীর কম্পিত হয়। সেই অগণ্য ইংরাজগণ তাহাদের সহিত প্রাণাবধি পণ করিয়া চারি ঘণ্টাকাল সমর করত হীনতেজ হইয়া আসিল। পরিশেষে তাহারা পরাস্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিল। তাহাদের চক্ষুহইতে অনবরত অশ্রু ও বক্ষ হইতে অনবরত রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিপক্ষগণ অনায়াসে তাহাদের জীবন গ্রহণ করিল।"

দূত সাশ্রুনয়নে নিস্তব্ধ হইল। ক্যানিং রোষে ও দুঃখে আঘাত প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন ঃ—

"ওঃ! এ সংবাদ শ্রবণে কোন বীরের প্রাণ স্থির ভাবে দেহের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করে? ওঃ! যাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই ঘটিল। যে বৃটনের প্রতাপে সিরাজ হত হইল। যে বৃটনের প্রতাপ রণজিৎ জীবন পরিত্যাগ করিল। যে বৃটনের প্রতাপে মহীসুর রাজ হাইদর ভিখারী হইল। সেই বৃটনের প্রতাপ আজ কি না সামান্য মহারাষ্ট্রের হস্তে মন্দীভূত হইল। মন্দ সমীরণের তেজে দেববৃক্ষ পতিত হইল। সামান্য ভূকম্পনে পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ ভূশায়ী হইল। বল—দূত—বল মহামতি হিউগ তদ্দর্শনে কি করিলেন। সমস্তই একে একে বল?"

দূত পুনরায় বলিল ঃ—

"সেই সময়ে পরাজিত হইয়া মনের দুঃখে মহামতি হিউগ স্বীয় স্ত্রী ও কন্যাগণ লইয়া শোক করিতে ছিলেন। এমন সময়ে টীকাসিংহ—পাষণ্ড টীকাসিংহ—তাঁহার কন্যা ও স্ত্রীকে বন্দিনী করিল। তিনি তরবারির সাহায্যে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তাহার হৃদয় কতক্ষণ মনোভাব গোপন করিবে! তিনি গঙ্গার তীরে—ধরা পড়িলেন। পাষাণহৃদয় নানা তাঁহাকে পাইয়া, স্বহস্তে সস্ত্রীক তাঁহাকে পিস্তল দ্বারা বধ করিলেন; এবং কন্যাগণকে স্বীয় সহচরগণের কামচরিতার্থে প্রদান করিলেন। সেই দণ্ডেই রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমানগণ ইংরাজগণকে বন্দী করিল। যাহাকে পারিল হত্যা করিল।"

দূত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্যানিং রোষে প্রজ্বলিত হইয়া সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া সিংহনিনাদের সহিত কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া বলিলেন ঃ—

"বৃটনের—প্রিয়—সন্তানগণ! আর না!! সকলে জীবন প্রদান করিতে প্রস্তুত হও? আমি স্বয়ংই সমরে—প্রবৃত্ত হইব। এই বার দেখিব—মহারাষ্ট্রচুড়ামণি স্বীয় শরীরে কত বল ধারণ করিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। আর না—একবার জয় বৃটনের জয় বলিয়া উলঙ্গ অসি হস্তে আমার অনুগামী হও?"

এই উত্তেজনা শেষ হইলেই চারিদিক হইতে "জয় বৃটনের জয়" উচ্চারিত হইল। মহাত্মা ক্যানিং অসি উন্মোচন করিয়া সভা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে—বীরবর নীল ও হ্যাভলক সাহেব রণোন্মত্ত মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে ক্যানিংয়ের গতি রোধ করিয়া তাঁহার পদতলে অসি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন :—

"আমরা থাকিতে আপনি যুদ্ধে কখনই যাইতে পারিবেন না। অগ্রে বৃটনের কারণ আমরা জীবন প্রদান করি! পরে আপনি যাইবেন।"

ক্যানিং বিস্ময়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া সময়ে অভিষেক করিলেন।

—০০—

বিংশ—পরিচ্ছেদ।

—০—

বিষ—বীজের—অঙ্কুর।

—০—

এদিকে নানার মনোসাধ এক প্রকার—পূর্ণ হইল। তিনি কর্ণপুর বিজয়ের সহিত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিলেন। মহারাজা উপাধি লাভ করিয়া রাজ-মুকুট ও রাজসিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার চিরবৈরী ইংরাজগণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূরীভূত করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তকে স্বাধীন করিলেন। স্বয়ং স্বাধীন হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সকলকেই স্বাধীন করিলেন। তাঁহার আজীবনধৃত ব্রত পূর্ণ হইল। তিনি যে অভিপ্রায়ে বিদ্রোহী হইয়া সামান্য সেনার সমভিব্যাহারে এই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া ছিলেন। তাহা এক প্রকার শেষ হইল। যে দণ্ডে তিনি হিউগের দুই অসহায়া কুমারীর সতীত্বে হস্ত ক্ষেপণ করিতে অনুমতি করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ভারত—লক্ষ্মী তাঁহার উপরে একবার চঞ্চল হইয়া ছিলেন। পুনর্ব্বার যখন তিনি অসহায়া ইংরাজ বন্দিনীগণকে অতি যাতনার সহিত অপ্রসস্থ গৃহে আবদ্ধ রাখিলেন, তখনও ভারত লক্ষ্মী তাঁহার উপরে কম্পিত হইয়া ছিলেন। যখন—শিশুসন্তানগণের সহিত অসহায়া বৃটন কামিনীগণ জীবনের কারণ চীৎকার ছিল, তখনই ভারতলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়া ছিলেন। নানা—ধন ও মান্য গর্ব্বে অন্ধ হইয়া স্বীয় ব্যবহারের প্রতি চাহিলেন না। যথেচ্ছা ব্যবহার আরম্ভ করিলেন।

ধুন্ধুপন্থের রাজ-সিংহাসনের—সহিত অহল্যার রূপ মনে পড়িল। তিনি বিষয় কার্য্যের—ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া অহোরাত্র অহল্যার ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

এক নিশায়—তিনি নিদ্রা যাইতেছেন এমন সময়ে নিদ্রাঘোরে অহল্যাকে স্বপ্নে দেখিলেন। অহল্যা যেন সেই শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রয়স্থ একটী কক্ষে বসিয়া মনে মনে গান গাহিতে গাহিতে ফুলের মালা গাঁথিতেছেন, তিনি অহল্যার ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। অহল্যা গান সমাপন করিলে তাঁহার অঙ্গ কম্পিত হইয়া কটীস্থিত তরবারি ভূমে পতিত হইল। অহল্যা সেই শব্দে কম্পিত হইয়া প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে যেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অহল্যার নীলবর্ণ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে যেন নব প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় অঙ্গের বর্ণ কোমল আভায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। যেন আকাশের মেঘ মধ্যস্থিত দীপ্তিমান নক্ষত্রের ন্যায় অহল্যার উজ্বল চক্ষুর তারকা-শোভিত রহিয়াছে। যেন প্রভাত কালীন শারদীয় সপ্তমীর শশীর ন্যায় অহল্যার কপোল প্রদেশ প্রকাশিত রহিয়াছে। পূর্ণ—চন্দ্রমার ন্যায় কোমলতা মণ্ডিত অহল্যার বদন যেন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে!! অহল্যা স্থির সৌদামিনী মুর্ত্তিতে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়—মান আছেন। কতক্ষণের পর অহল্যা একটী মৌমাছিগর্ভ—পদ্ম লইয়া তাঁহার—হস্তে প্রদান করিলেন। স্বপ্নে অহল্যাকে দেখিয়া নানা অস্থির হইলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী যে অহল্যার—রূপ রূপ—বিষ-বীজ ধুন্ধুপন্থের অন্তঃকরণ রূপ উর্ব্বরা ক্ষেত্রে বপন করিয়া ছিলেন, আজ তাহা অঙ্কুরিত হইল। নানা আর শয়ান থাকিতে পারিলেন না। তিনি জাগরিত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই শোভাদা বাটীস্থ শোভান্বিত গৃহের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কামদেব! তোমার—কি প্রবল ক্ষমতা!! তুমি যে গর্ব্ব ভরে একসময়ে স্বয়ম্ভুকেও উন্মত্ত করিয়া সন্ধ্যার সহিত আশক্ত করিয়া ছিলে!! তুমি যে গর্ব্ব—ভরে যোগেশ্বর বিশ্বসংহার—কর্ত্তা পশুপতিকে এক সময়ে কাতর করিয়া ছিলে!! সে গর্ব্ব তোমার—সত্য!! কারণ যে বীর একতাতে ও সহানুভূতিতে মণ্ডিত হইয়া সামান্য আয়াসে আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিলেন। যাহার বক্ষ শত শত অরির অসি প্রহারকে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় উপহাস করিত!! আজ সেই বীর তোমার পুষ্পবাণ প্রহরণে কাতর হইল।

দেব! কে বলে মহাদেব বিশ্বসংহারী!! আমার বিবেচনায়—তুমিই বিশ্বসংহারী!! তুমি সন্ধ্যারূপে অবির্ভূত হইয়া ত্রিভূবনেশ্বর ব্রহ্মাকে অস্থির করিয়া ছিলে! তুমি তিলোত্তমা রূপে আবির্ভূত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করিয়া ছিলে! তুমিই মোহিনীরূপে আবির্ভূত হইয়া অমৃত হরণ পূর্ব্বক অসুরগণকে সংহার করিয়া ছিলে। তুমিই অহল্যা-রূপে আবির্ভূত হইয়া স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে শাপগ্রস্থ করিয়া ছিলে! তুমিই সতীরূপে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বসংহারী ত্রিশূলীকে উন্মত্ত করিয়া ছিলে। তুমিই এক্ষণে অহল্যারূপে শিবপ্রসাদ স্বামীর—আশ্রমে থাকিয়া ভারতকে বর্ত্তমান স্বপ্নের ন্যায় অনুভব করাইয়া, নানাকে নাশ করিতে চেষ্টা পাইতেছ? তোমার অতুল, ক্ষমতা!! কিন্তু ক্ষমতা সত্বে অপকার ভিন্ন উপকার করিলে না।

নানা যে হৃদয়ে সহস্র সহস্র অসির—আঘাৎ পাইয়া আনন্দিত হইয়া ছিলেন। যে হৃদয়ে সহস্র ২ কামানের-ধ্বনি—তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিয়া ছিলেন। আজ সেই হৃদয়ে মদনের পুষ্পবাণাঘাৎ প্রাপ্ত হইয়া অস্থির হইলেন। অহল্যার কোমল কণ্ঠের—ধ্বনি মনে মনে অনুভব করিয়াও অস্থির হইলেন। দেখিতে দেখিতে অরুণকে সারথি করিয়া তপনদেব নানার—সুখ সমৃদ্ধি দেখিয়া গগন পথে প্রকাশিত হইলেন। নানা অহল্যার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নব-বিজিত—রাজ্যের রাজাকে সর্ব্বদা আনন্দিত রাখিবার কারণ দিবা রাত্র শোভাদাবাটীর—দরবারে—নৃত্যগীত হইত, নানা সে দিবস সে সমস্ত শ্রবণে অভিলাষী—হইলেন না। শোভাদাবাটীর সভামঞ্চে আগমন করিয়া উপযুক্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক একমনে অহল্যার রূপপ্রভাই ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে শিবপ্রসাদ স্বামী—কি উপায়ে বল্লার সহিত নানার বিচ্ছেদ ঘটাইবেন, তাহার উপায় স্থির করিবার কারণ একটী রাজপুত ভিখারিণীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ভিখারিণীর নাম যমুনা। যমুনা কোন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কন্যা ছিল, কালক্রমে সে জনক ও স্বামীহীনা হয়। তাহার এক-মাত্র বৃদ্ধা জননী ছিল। সেই জননীর ও আপনার ভরণপোষণের কারণ

কর্ণপুর নগরের মধ্যে গীত গাহিয়া দিন যাপন করিত। তাহার বয়স আন্দাজ ২০ বিংশতি বর্ষ হইবে। সে অতি প্রখরা বুদ্ধিমতী ছিল। তাহার কণ্ঠের স্বর সকলকে মোহন করিত। সে যে গৃহস্থের বাটীতে একবার গান গাহিতে প্রবেশ করিত, সে গৃহস্থেরা তাহার—মিষ্ট-কথায়, বিনতীতে ও সংগীতে মোহিত হইয়া তাহাকে বারম্বার আসিতে অনুরোধ করিত। যমুনা জননীকে লইয়া শিবপ্রসাদস্বামীর আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। অহল্যার সহিত তাহার আন্তরিক প্রণয় ছিল। শিবপ্রসাদকে সে মান্য করিত। বিশেষতঃ যমুনা ফুলের মালা গাঁথিতে অত্যন্ত পটুতা প্রকাশ করিতে পারিত।

শিবপ্রসাদ স্বামী যমুনাকে নির্ভৃতে ডাকিয়া মনোভাব গোপন করিয়া বলেন যে "বর্ত্তমান বিঠুররাজ অহল্যার পাণিগ্রহণার্থে অভিলাষী হইয়াছেন, যদি অহল্যাকে রাজরাণী করা হয়—তাহা হইলে বল্লারাওর সহিত অহল্যার বিবাহ প্রদানে প্রয়োজন কি? দেখ যমুনে! তুমি কোন কৌশলে আমার উপকারার্থে যদি উভয় বীরের মনোভাব সংগ্রহ করিতে পার? তাহা হইলে তোমার আজীবন সুখ হইবে। আর আমার আজীবনের সাধও পূর্ণ হইবে।

যমুনা অহল্যাকে ভাল বাসিত; এই কারণে সে রাজরাণী হইবে ভাবিয়া সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শিবপ্রসাদ স্বামী যমুনাকে এই কথা বলেন যে—"বিঠুররাজের কোন কথা যেন অহল্যা শ্রবণ করিতে না পায়।" সেই দিন যমুনা সেই মতই কার্য্য করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া মন্দিরা হস্তে ভিখারিণীর উপযুক্ত বেশ পরিধান পূর্ব্বক শোভাদাবাটীর উদ্দেশে গমন করিল। স্বীয় প্রখরা বুদ্ধির দ্বারা যদি বিঠুররাজকে মোহিত করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, এই আশায় অতি যত্নে এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথিয়া লইয়া গেল। মালাছড়াটী বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া ভিখারিণীর বেশে শোভাদাবাটীর যে প্রদেশে বিঠুর-রাজ শিবির সংস্থাপন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিল। শিবিরের দ্বারে—ভীষণ পহারা দেখিয়া ভীত হইল। শেষে স্বীয় প্রখরা বুদ্ধির তেজে প্রতিহারীকে বশীভূত করিয়া শিবির-দ্বারে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিল ঃ—

“প্রণয় রতনে যদি চিনিত সকলে রে।
তা হোলে কি প্রণয়িণী দহিত অন্তরে রে ॥
প্রণয় পরষমণি—খুঁজিয়া সে প্রণয়িণী,
পায় যদি একাকিনী—কি সুখ তায় হোতো রে ॥
নিঠুর পুরুষবর—দহি কামিনী অন্তর
মন প্রাণ লয় হরি—দুঃখিনী তায় কাঁদে রে ॥
ছলে মন ভুলাইয়া—ইন্দ্র গেল পলাইয়া
অভাগিনী অনাথিনী—অহল্যা তায় কাঁদে রে ॥”

যমুনা মন্দিরার শব্দের সহিত সংগীত শেষ করিল। নানা অত্যন্ত সংগীত-প্রিয় ছিলেন। তিনি শৈশবাবধি যাহার মুখে গান শুনিতেন, তাহাকেই নিকটে আনাইয়া গান গাওয়াইতেন। মান মর্য্যাদার ভয় করিতেন না। তিনি সভাগৃহে ইতস্ততঃ পাদ-চালনা করিতে করিতে অহল্যার রূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে যমুনার কণ্ঠের স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এক মনে সমস্ত গান শ্রবণ করিলেন। যমুনার কণ্ঠের ধ্বনি তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলিল। তিনি গানের শেষে “অহল্যার” নাম শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। পুনর্ব্বার ঐ গানটী—শুনিতে ইচ্ছা করিয়া প্রতিহারীর দ্বারা ভিখারিণী যমুনাকে নিকটে ডাকাইলেন। ভিখারিণী চিরকাল গৃহস্থের বাটীতেই গান গাহিত, নানার পরিচ্ছদ ও সভার সজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া সভয়ে নানার পদতলস্থ ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া বিনতী প্রকাশ করিল। নানা প্রতিহারীকে বিদায় দিয়া, যমুনাকে বলিলেন ঃ—

“ভিখারিণি! যদিও আমি মহারাজ হইয়াছি, তা বলিয়া তোমার নিকট হইতে সম্মান গ্রহণ করিতে তোমাকে ডাকি নাই! তুমি সামান্য লোক, তুমি সভ্যতার কি শিক্ষা করিয়াছ? আমি তোমার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়াছি; তুমি যে সংগীতটী আমার শিবিরের দ্বারদেশে বসিয়া গাহিতে ছিলে—সেইটী গাও?”

যমুনা নানার ভদ্রতাচরণে ও মনোহর উক্তিতে আশ্চর্য্য হইয়া—পরম ভক্তির সহিত পুনর্ব্বার বিনয়-চিহ্ন দেখাইয়া মন্দিরা বাজাইয়া গান গাহিল ঃ—

“প্রণয় রতনে যদি চিনিত সকলে রে।
তা হোলে কি প্রণয়িণী দহিত অন্তরে রে ॥
প্রণয় পরষমণি—খুঁজিয়া সে প্রণয়িণী
পায় যদি একাকিনী—কি সুখ তায় হোতো রে ॥
নিঠুর পুরুষবর—দহি কামিনী অন্তর
মন প্রাণ লয় হরি—দুঃখিনী তায় কাঁদে রে ॥
ছলে মন ভুলাইয়া—ইন্দ্র গেল পলাইয়া
অভাগিনী অনাথিনী—অহল্যা তায় কাঁদে রে ॥”

যমুনা সংগীত থামাইলেন। নানা উন্মত্ত হইলেন। তিনি অহল্যাকে যে দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাও ভাবিলেন। তিনি মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া ভিখারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“ভিখারিণী—তুমি কোন জাতীয়?”

যমুনা বলিল ঃ—

“মহারাজ! এ দুঃখিনী ব্রাহ্মণ কন্যা।”

নানা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“তোমার কে আছে?”

যমুনা বলিল ঃ—

“মহারাজ! জগদীশ্বর একমাত্র জননীকে জীবিত রাখিয়া আর সকলকেই হরণ করিয়াছেন।”

নানা পুনরায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“তুমি এখানে কোথা থাকো?”

যমুনা দেখিল নানা অত্যন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, সে স্বচ্ছন্দে বলিল ঃ—

“শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রমের সন্নিকটে থাকি?”

নানা অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“দেখো! আমাকে বড়লোক ভাবিয়া, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার যথাযথ সংবাদ প্রদানে কুণ্ঠিত হইও না? আমার স্বভাব তুমি জানো না। আমি সকল অবস্থার লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকি!!

আমি তাহাতে আপনাকে হীন ভাবি না !! তোমার নাম কি ?

যমুনা সলজ্জভাবে বলিল ঃ—

"যমুনা।"

নানা মনে মনে ভাবিলেন। স্ত্রীলোককে শিষ্টভাষায় যতদূর বশীভূত করা যায়—এত দূর আর কোন কৌশলেই পারা যায় না। এই কারণে তিনি ভিখারিণীর নাম ধরিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিলেন ঃ—

"যমুনা ! শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রমে তোমার গতায়াত আছে ?"

যমুনা নানার ঔদার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইল; হঠাৎ তাহার অঞ্চল হইতে মালাছড়াটী খসিয়া পড়িল; যমুনা অপ্রতিভ হইয়া ভূমের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নানা এক দৃষ্টে যমুনার দিকে চাহিয়া ছিলেন, মালার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তিনি পুনরায় পূর্ব্ব প্রশ্ন করিলেন।

যমুনা মনে মনে কৌশল স্থির করিয়া বলিলেন ঃ—

"না !"

নানা মহা আশায় নৃত্য করিতে ছিলেন। হঠাৎ যমুনার এবম্বিধ কথা শ্রবণ করিয়া, একেবারে নিরাশ সাগরে পতিত হইয়া যেমন মুখ ফিরাইবেন, অমনি যমুনার অঞ্চল হইতে পতিত মালার উপরে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি ত্বরায় মাল্য—ছড়াটী হস্তে লইয়া দেখিলেন, এইরূপ মাল্য রচনা একদিন অহল্যার নিকটে দেখিয়া ছিলেন। তিনি সেই কারণে যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"যমুনা এ মাল্য কি তোমার রচিত ?"

যমুনা বলিল ঃ—

"না।"

নানা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"তুমি কোথায় পেলে ! আর ইহা লইয়া কি করিবে ?"

যমুনা উত্তর করিল !—

"মহারাজ ! আমি স্বামীর আশ্রমের দ্বার দেশ হইতে, এই মাল্য কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর দাতার পদ পূজা করিবার কারণ সঙ্গে রাখিয়াছি !!"

নানা সন্তুষ্ট হইয়া একেবারে মনোভাব প্রকাশ না করিয়া মাল্যের ও গীতের পারিতোষিক স্বরূপ একটী সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া যমুনাকে বলিলেন ঃ—

"যমুনা ! তুমি প্রত্যহ অনুসন্ধান করিয়া স্বামীর আশ্রম হইতে এইরূপ মাল্য লইয়া আমার কাছে আসিও ?"

যমুনা মুদ্রা গ্রহণান্তর গাহিল ঃ—

"প্রণয় সাগর স্রোতে—ভাসে যদি কারো মন।
কভু কি, সে ভাবে—প্রাণে শেষে হবে নিমগণ !!
যখন মাধবী প্রাণ—সহ-কারে করে দান,
তখন কি ভাবে সে মনে—কঠিন তার গঠন ॥
ঊষা কালে কমলিনী—সূর্য্যে চাহি আমোদিনী,
কভু কি ভাবে সে মনে—তপন অস্ত গমন ॥"

গান সমাপন করিয়া যমুনা প্রস্থান করিল।

একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের দ্বিতীয় চিত্র।

এদিকে বল্লারাও প্রাণপণে সমর করিয়া উপস্থিত মহাসমরে বিজয় লাভ করিলেন। তিনি হৃদয়স্থ আশাভরেই জীবনাবধি পণ করিয়া সাগর সম ইংরাজ সেনাকে নিহত করিলেন। সংসারের প্রধান বস্তু আশা ! আশা যদি এ সংসারে না থাকিত তাহা হইলে এই চিরদুঃখময় পিঞ্জরের ন্যায় সংসারে কে কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারিত ? আশাবলেই জননী—দশমাস দশদিন কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবকে গর্ভে ধারণ করেন। আশা বলেই এই

কণ্টকময়—সংসার পন্থায় মানবগণ বিচরণ করিতেছেন। সেই আশাদেবকে হৃদয়ে পূজা করিয়া বল্লারাও সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দুইটী—আশাদেবী অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। একটী আর্য্যাবর্ত্ত বিজয়ের আশা; আর—একটী অহল্যার পাণিগ্রহণ আশা। তিনি উভয় আশার মধ্যে উভয়টীকেই হৃদয়ে পূজা করিতে ছিলেন। তিনি মনে ভাবিয়া ছিলেন, আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় হইলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইবে, সেই আনন্দসিক্ত হৃদয়ে অহল্যার পাণি—গ্রহণ করিবেন। আজ আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় সমাপ্ত হইল। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ—লহরী নাচিতে লাগিল। তিনি অহল্যার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

নানার—অভিষেক—দিবসাবধি তিনি শোভাদা বাটীতেই ছিলেন। নানার তাম্বুর অনতীদূরে—তাম্বু স্থাপিত করিয়া ছিলেন। স্বীয়—সমর শিবিরে গমন করেন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হয়; এমন সময়ে তপনদেব পৃথিবী শাসন করণার্থে খর রশ্মি বিতবণ করিতেছেন। রৌদ্রের উত্তাপে পাখীকুল শাখীর—পল্লব—নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কূপ, তড়াগ, সরোবর, পুষ্করিণী প্রভৃতির বারি সমূহ সূর্য্যের অর্ঘের কারণ বাষ্পভরে আকাশে উঠিতেছে। উত্তপ্ত পবন মৃদু মৃদু বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের শিরোভাগ কম্পিত করিতেছে। যে ভাগে তপন দেব এবম্বিধ শাসন করিতেছেন, পৃথিবীস্থ সেই ভাগের সমস্ত জীবগণ জলের কারণ লালায়িত হইতেছে। সকলেই তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে। এমন সময়ে বল্লারাও—প্রেমতৃষ্ণায় কাতর হইয়া স্বীয় শিবিরে বসিয়া অহল্যার চিন্তা করিতেছেন। বল্লারাও শিব-প্রসাদ স্বামীর আশ্রমে যে নিশাকাল যাপন করেণ; সেই রাত্রে যে মাল্যের দ্বারা অহল্যা তাঁহাকে পূজা করিয়া ছিলেন; বল্লারাও তাহাকে ভূলিতে না পারিয়া অতি যত্নে রাখিয়া ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যদি কখন উপযুক্ত সময় পান, তাহা হইলে পুনরায় সেই মাল্য পরিধান করিয়া অহল্যার চিন্তা করিবেন। তাঁহার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সযত্ন-ধৃত মাল্য-ছড়াটীকে স্বীয় বাক্স হইতে বাহির করিয়া তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মাল্য-ছড়াটী-বকুল কুসুমে রচিত ছিল। এতো দিবসেও একেবারে শুষ্ক হয় নাই, অল্প অল্প সুগন্ধও ছিল। তিনি অনেকক্ষণ মাল্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন:—

"মাল্য! যে মানব সতত অরির বক্ষের শোনিত পানে ক্ষুব্ধ হইত না; যে মানব সহস্র সহস্র কামানের গর্জ্জনে ভীত হইত না, যে মানব সহস্র সহস্র শানিত অসির আঘাতে কষ্ট পাইত না; আজ তুমি তাহাকে কষ্ট দিতেছ!! কে বলে তোমায় নির্জীব পদার্থ!! আমার চক্ষে আজ তোমায় সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে!! যেন তোমার অঙ্গে অহল্যার রূপরাশিমণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। মাল্য! তুমিই সুখী; কারণ তুমি অহল্যার দেহকে শরীরে মাখিয়াছ? আহা! আমি তোমায় একবার কণ্ঠে ধারণ করি,—দেখি আমি শীতল হইতে পারি কি—না।"

বল্লারাও—মাল্য ছড়াটি—লইয়া স্বীয় কণ্ঠে আরোপণ করিলেন। তাহাতে তিনি আরো কাতর হইলেন:—কাতর হইয়া মাল্য—উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন:—

"মাল্য! তোমাতে কি রাসায়ণিক গুণ আছে? তুমি যে দিন প্রথমে আমার গলায় ধৃত হইয়াছিলে, সেদিন তোমাকে অমৃত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আজ কেন তুমি আমার প্রতি এ ভাব ধারণ করিলে। আজ তোমায় কণ্ঠে আরোপণ ক'রে—মনে কোরেছিলেম সুখী হবো, তা না হয়ে কষ্ট পেলেম; না—আর তোমায় ধারণ করিব না!!"

বল্লারাও মাল্যকে পূর্ব্ববৎ সম্মুখে রাখিয়া এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন:—

এদিকে শিবপ্রসাদের কৌশল সুসিদ্ধ করিবার—কারণ যমুনা শিবির দ্বারে উপস্থিত হইয়া মন্দিরাবাদনের সহিত গাহিল:—

"প্রেম কি গুণ ধরে।
অবলা কামিনী—হেরি বিঁধে হে শরে॥
পুরুষের মন অনুকুল—বধিতে অবলা কুল,
অবিচারে ধরি তায়—শেষে হৃদি বিদরে॥"

যমুনা গান থামাইল। শোকের সময়ে যদি কেহ শোচীর নিকটে শোকের

কথা কহে ; শোচী তাহাতে সন্তুষ্ট হয় !! বল্লারাও প্রণয় সাগরে সন্তরণ দিতে ছিলেন ; সহসা প্রণয়সঙ্গীত শ্রবণে তিনি আনন্দিত হইয়া, যমুনার—সুমিষ্ট কণ্ঠের স্বর একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলেন। যখন যমুনা কণ্ঠস্বর থামাইল, তখনি বল্লারাওর পক্ষে সুবাদিত বিনায় তন্তু ছিন্ন হইল বলিয়া বোধ হইল। তিনি কোকিল কণ্ঠীর সংঙ্গীত শুনিতে অভিলাষী হইয়া প্রতিহারীর দ্বারা ভিখারিণীকে নিকটে আনাইলেন। নানা ও বল্লা এক প্রকৃতির লোক ছিলেন বল্লা কোন বিষয়কে গুরু বা লঘু জ্ঞান করিতেন না। তিনি সচ্ছন্দে ভিখারিণীকে সম্মুখে আনাইলেন। যমুনা প্রবেশ করিয়া ভূমিস্পর্শ করত বিনতী চিহ্ন প্রকাশ করিল। যমুনা বল্লার রূপ রাশি দেখিল। যমুনা বল্লার সম্মুখস্থ পতিত মাল্য দেখিল। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে ইহাও সে ভাবিল। ভাবিয়া আশ্চর্য্য চিত্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

বল্লারাও বলিলেন :—

" ভিখারিণি ! আমি তোমার নিকট হইতে সংবর্দ্ধনার অভিলাষ করি নাই। তুমি যে কোকিলকণ্ঠের ধ্বনি প্রকাশ করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছিলে, তদ্বারা আমাকেও ক্ষণেকের কারণ মোহিত কর ?"

যমুনা নানার প্রকৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়াছিল ! এক্ষণে বল্লার দ্বিতীয় প্রণয়ের চিত্রের স্বরূপ প্রফুল্ল মূর্ত্তি—ও সরল প্রকৃতি দেখিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইল। মনে মনে ভাবিল, যদি একদিন অহল্যার সহিত এই বীর একত্রে উপবেশন করেন, তাহা দেখিলেই তাহার নয়ন চরিতার্থ হইবে।

তাহাকে লজ্জিত দেখিয়া বল্লারাও পুর্নরায় গাহিতে বলিলেন :—

যমুনা গাহিল :—

"কামিনী—প্রণয় প্রসুন ফুটিল পবন ভরে।
ছুটিল পুরুষ অলি তাহার মধুর তরে ॥
গুঞ্জরণ মধুভাষ—অনুরাগ সে সুহাস
ভুলাইয়া নানাছলে—মকরন্দ তার হরে ॥
কি দিয়া গঠিল বিধি—প্রণয়ী পুরুষ নিধি
দয়া কি বদনে মাত্র—নিঠুরতা অন্তরে ॥"

যমুনা গান থামাইয়া বলিল :—

"মান্যবর ! আমাকে ক্ষমা কোর্ব্বেন ; আমি প্রণয়ের সংগীতই শিখিয়াছি ; আপনার নিকটে যে গাহিতে কখন আসিব এ আশা করি নাই। তাহা হইলে অপর সংগীত শিখিতাম।"

বল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ভিখারিণী এ সংগীতের শিক্ষক কে ?"

যমুনা অধোমুখে থাকিয়া বলিলেন :—

"আমার শিক্ষক নাই। আমার এক শিক্ষয়িত্রী আছেন, তিনি শিবপ্রসাদ স্বামীর আশ্রমে থাকেন।"

বল্লা শিবপ্রসাদের নাম শুনিয়া চমকাইলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তোমার শিক্ষয়িত্রীর বয়স কত ?"

যমুনা বলিল :—

"তিনি পূর্ণ যৌবন।"

বল্লারাওর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি পুনরায় বলিলেন :—

"ভিখারিণি ! তিনি কি প্রণয়ের সংগীত ভিন্ন অন্য গীত রচনা করিতে জানেন না ?"

যমুনা বলিল :—

"তিনি যে ব্যথায় ব্যথিত তাহাই প্রকাশ কোরে মনের খেদ মেটান।"

বল্লারাও গম্ভীর ছিলেন, মনোভাব প্রকাশ না করিয়া, স্বীয় হস্তের অঙ্গুরী যমুনাকে দিয়া বলিলেন :—

"ভিখারিণি ! তোমার শিক্ষয়িত্রীর নিকট হইতে আর একটী এইরূপ সংগীত শিক্ষা করিয়া কল্য আসিও ?"

যমুনা পূর্ব্বোক্ত সংগীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বাবিংশ—পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের তৃতীয় চিত্র।

বেলা অবসান প্রায়; সহস্র রশ্মিজাল একত্র করিতে করিতে পবন রাজ পশ্চিমাচলে গমন করিতেছেন। কমলিনী মনের দুঃখে সরোবরে ডুবিবে কি না তাহা ভাবিতেছে। সূর্য্যমুখী অবাক্ চিত্তে সূর্যের গমন পথে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। পাখীগণ স্বীয় স্বীয় কুলায়—ফিরিতেছে। মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তপনতাপের অবসান দেখিয়া কোমল হৃদয়া কুসুম কলিকাকুল স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত হইতেছে। এমন সময়ে অহল্যা যমুনার আগমন প্রতিক্ষা করিয়া সম্মুখস্থ পাহাড়ের উপরিস্থ তমাল বৃক্ষের মূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন; এই স্থানে এ প্রদেশে বল্লারাওকে দেখিয়া ছিলেন; আবার এই স্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার সংবাদও শুনিবেন। যমুনা যখন ভিক্ষা করিবার ছলনায় শিবপ্রসাদের কৌশল পূরণ করিতে গিয়াছিল; তখন সে বল্লাকে দেখিয়া আসিবে এই কথা মাত্র অহল্যাকে বলিয়া গিয়াছিল।

পৃথিবীতে 'প্রিয়বস্তু' বলিয়া যে বস্তুকে আখ্যা প্রদান করাযায়; তাহার সামান্য সংবাদও ভাল লাগে। তিনি স্বীয় অন্তঃকরণকে বল্লার হস্তে সমর্পন—করিয়া ছিলেন। বল্লা তাহা লইয়া কি করিতেছেন তাহা জানিয়া আসিতে যমুনাকে বলিয়া ছিলেন। সেই সংবাদ জানিবার কারণ যমুনার আগমন পথ চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার রূপজ্যোতি চুরি করিয়া কুসুমকুল ফুটিতে লাগিল। তাঁহার তারকার অনুকরণ করিয়া ভ্রমরকুল গৃহে ফিরিতে—লাগিল। তাঁহার আলুলায়িত কেশদামের অনুকরণ করিয়া শিখিকুল স্বীয় স্বীয় শিখা

বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাঁহার নয়নের কটাক্ষ হরণ করিয়া হরিণীকুল ইতস্তত গর্ব্বভরে বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার হস্ত ও পদের রক্তিম আভা হরণ করিয়া রক্তপদ্ম অভিমানিনী হইল। অহল্যা স্বভাবের শোভায় বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অস্থির হইল; তিনি স্থির সৌদামিনী—মূর্ত্তিতে সেই তমাল বৃক্ষে শরীরের ভার দিয়া এক গুচ্ছ কেশ লইয়া দন্তে চিবাইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি সম্মুখস্থিত সরোবরের প্রতি দৃষ্টি—নিক্ষেপ করিলেন। একদৃষ্টে একটী নীমিলনোম্মুখী কমলিনীকে দেখিলেন :—দেখিয়া বলিলেন :—

"ভাই কমলিনি! এ পৃথিবীতে তুমিও দুঃখিনী! আমিও দুঃখিনী!! দেখ ভাই, কোথায় আকাশে তপন! তুমি তাঁহার কারণ নব আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রত্যহ প্রফুল্ল হও? আবার প্রত্যহ এমনি করিয়া মনের দুঃখে জলাশয়ে—ডুব দিতে চেষ্টা কর? আমিও তাই করি!! আমিও আশাভরে আমার মনচোরকে হৃদয়ে ভাবি। যখন ভাবি তখন অত্যন্ত সুখী থাকি, যখন সে ভাবনা নিরাশায় পরিবর্ত্তিত হয়, তখন তোমার মতন আমিও জীবন—পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হই। আমি মনে ভেবেছিলেম জগদীশ্বর আমাকে একাই বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেছেন। তা নয়! তুমি আমার ন্যায় কষ্ট পাইতেছ!! এসো ভাই, তোমায়—আমায় মনের কথা কই! ব্যথিত না হোলে ব্যাথার মর্ম্ম কে বুঝিতে পারিবে!!"

অহল্যার মনে কি ভাবের উদয় হইল। অহল্যা তমাল বৃক্ষের মূল পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন। কমলিনীর উদ্দেশে আসিয়া নবীন দুর্ব্বাদল বিশোভিত—শ্যামল—সরসীতটে বসিলেন। কমলিনীকে বেস করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর বলিলেন :—

"কমল! তোমায় আমায় অনেক প্রভেদ! তুমি কি সরোবরের স্নিগ্ধ বারিতে বিরহ যন্ত্রণার অবসান করিতে পারিতেছ? বোধ হয় পারিতেছ? নচেৎ ভাই! জলে কি কোরে রহিয়াছে!! আমি এ জ্বালায় বরং আগুণ সহ্য করিতে পারি! তথাপি স্নিগ্ধ বারি সহ্য করিতে পারি না!! ভাই! যাতে সুখে থাকিতে পার, তাহাতেই থাকো!"

তিনি মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় গণ্ডে হস্ত প্রদান করিলেন।

তাঁহার গণ্ড প্রদেশে তাঁহার সরল ভুজলতা সংলগ্ন হওয়াতে, যেন সমৃণাল পদ্মের ন্যায় শোভা যুক্ত হইল। সরসীর বারি পদ্মের ভ্রমে তাঁহার বদনের মূর্ত্তি স্বীয় বক্ষে অঙ্কিত করিল। অহল্যা অস্থির হইলে সংগীত গাহিতেন। তিনি গাহিলেন :—

"প্রবল বিরহ স্রোতে জীবন ভাসিয়া যায়।
কেবা হবে কর্ণধার কে ধরিবে বল তায়॥"

এদিকে যমুনা উযুক্ত সময়ে আশ্রমে আসিয়া, প্রথমে অহল্যাকে খুঁজিল। তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, সেই সরসী তটে অলক্ষে আসিল। অলক্ষে অহল্যার মনোভাবের পরীক্ষা করিতেছিল। যখন অহল্যা সংগীত গাহিলেন; তখন সে অস্থির হইয়া হাসিতে হাসিতে ঐ গীতের অপরাংশ গাহিল :—

"কোথা হে জীবনকান্ত :—
বুঝি হইল প্রাণান্ত :—
বিষম যৌবন বায়ু :—
বিরোধী হইল হায়॥"

অহল্যা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন-যমুনা !! যুমনা নিকটে আসিয়া পুনরায় ঐ গীত গাহিল। অহল্যা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"যমুনে! তুমি কি কামচারিণী?"

যমুনা হাসিয়া গাহিল :—

"হেরিনু কালায়—কদম্ব তলায়
মোহন মুরালী করে।
রাধা রাধা স্বরে, সদা রব ক'রে
গোপিনী জীবন হরে॥"

অহল্যা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন :—

"যমুনা! কি দেখলে?"

যমুনা বলিল :—

"যেমন—বিরহ যন্ত্রণায় ব্যথিত হোয়ে এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ 'রাধা রাধা' শব্দে ক্রন্দন করিয়া ছিলেন। তেমনি তোমার জীবন কান্তও তোমার প্রদত্ত পুষ্পের মাল্য হস্তে করিয়া তোমার নাম করিতেছেন।"

অহল্যা আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন :—

যমুনা যে গীত বল্লার সম্মুখে গাহিয়াছিল, সেই গীত গাহিতে লাগিল।

———

ত্রয়োবিংশ—পরিচ্ছেদ।

———০০———

বিষাঙ্কুরের-প্রবলতা।

———

কর্ণপুরে বিজেতাগণ বীভৎস আমোদ ও প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বন্দীগণ জীবনের কারণ লালায়িত ও ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। কলিকাতা হইতে মহাবীর ক্যানিং কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, বীরবর নীল ও হ্যাভলক সাহেব প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া কর্ণপুরাভিমুখে আসিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকে এই জনরব উঠিল। তচ্ছ্রবণে নানকচাঁদ আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নানার সম্পর্কীয় সকলেই আমোদে উন্মত্ত ছিলেন; কেহই সে সংবাদ টের পাইলেন না। যাঁহারা লোকের মুখে শুনিলেন, তাঁহারা ইংরাজদের নাম শুনিয়াই হাসিয়া উঠিলেন। পুনরায় যে ইংরাজেরা তাঁহাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে; এ কথা তাঁহাদের বিশ্বাস যোগ্য হইল না। নানা আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর হইয়াছেন। তাঁহার মনে সদা সর্ব্বদা অহল্যার রূপ জাগিতেছে। তিনি সমস্ত কর্ম্মের ভার প্রিয়সুহৃৎ বল্লার উপরে নির্ভর করিয়া, স্বয়ং কি উপায়ে অহল্যার পাণিপীড়ন করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। বল্লারাও নানার আজ্ঞামত কার্য্যও করিতেছেন এবং অহল্যার মূর্ত্তিও ভাবিতেছেন।

এদিকে নানকচাঁদ—দেখিলেন ইংরাজসেনা প্রায় অর্য্যোবর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এই সংবাদ শিবপ্রসাদ স্বামীকে জানাইলেন। শিবপ্রসাদ স্বামী যে কৌশল স্থির করিয়া ছিলেন, সেই কৌশলকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সে দিবস বেলা দুই প্রহরের সময়ে মহাবীর নানা কামদেবের কাছে পরাজয় মানিয়া শেভাদা বাটীর তাম্বুতে বসিয়া আছেন। ভিখারিণী যমুনা কতক্ষণে তাঁহার নিকটে পুনরায় পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় মাল্য আনিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার মন অস্থির হইল, তিনি মনে মনে বলিলেন ঃ—

"প্রণয়! তুমি কি আঁখির—দৃষ্টিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? আমি গুরুর নিকটে যখন মহাভারত পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি শকুন্তলাদুষ্মন্তের উপাখ্যান মনোযোগ সহকারে দেখিয়াছিলাম। দুষ্মন্তের প্রণয়;—আঁখির দৃষ্টিতে শকুন্তলাকে দেখিয়াই উথলিয়া উঠিয়াছিল। শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখিয়াই উন্মত্ত হইয়াছিলেন!! প্রণয়! তোমার কি পবিত্র জন্ম!! আমি কেন কাতর হইতেছি!! আমি যে বাহুবলে এই ভীষণ সাগরসম বিপক্ষগণকে সংহার করিয়া রাজমুকুট মস্তকে পরিধান করিয়াছি; সেই বাহুবলে কি সামান্য ললনা অহল্যাকে হরণ করিতে পারি না!! না—না অহল্যা মহারত্ন!! রত্ন চুরি করিলে পাপ আছে!! তা না হোলে রাবণের নিধন হইত না। আমি ভিখারিণীর সাহায্যে আমার মনোভাব অহল্যাকে জানাইব। তাহাতে না হয়!! শিবপ্রসাদ স্বামীকে অনুরোধ করিব। তাহাতেও না কৃত কার্য্য হইতে পারিলে, পরে যা হয় করিব!! অনাঘ্রাত পুষ্পকে পেষণ করিলে তাহার সৌন্দর্য্যের হানি হইয়া থাকে। যদি সযতনে তাহাকে বৃন্তচ্যুত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করা যায়; তাহাতে হৃদয় সুখী হয়!! আমি তাহাই করিব।"

নানা এই রূপ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; এমন সময়ে যমুনা—স্বামীর কৌশল সুসিদ্ধ করণার্থে শিবিরের দ্বারে অসিয়া গাহিল ঃ—

"আগেতে জানিতাম যদি ভালবাসা কি রতন।
তাহোলে কি কারো হাতে সঁপিতাম প্রাণ—মন॥

নানার হৃদয়ে আনন্দ বেগ উথলিয়া উঠিল। তিনি সত্বরেই প্রতিহারীর দ্বারা যমুনাকে ডাকাইলেন। যমুনা পূর্ব্বদিবসের ন্যায় মাল্য হস্তে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া বিনীত ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক গাহিতে লাগিল ঃ—

"আগেতে জানিতাম যদি ভালবাসা কি রতন।
তাহোলে কি কারো হাতে সঁপিতাম প্রাণ মন॥

নানা গীত শ্রবণে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"এ গীত তোমায় কে শিখালে?"

যমুনা হাসিয়া বলিল ঃ—

"দাসীকে অনুগ্রহ সকলেই করে ঃ—যিনি স্বামীর আশ্রমে এই মাল্য রচনা করেণ, আমি কল্য যাইয়াই তাঁহার—সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে এই মাল্য ও এই গীত আহরণ করিয়াছি?"

নানা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"গীতের রচনায় বোধ হইতেছে এই গীত কোন কামিনীর বিরচিত!! আচ্ছা যমুনা! এই গীতের রচয়িত্রী প্রবীণা কি নবীনা!!

যমুনা পুনরায় হাসিয়া ফেলিল ঃ—পরে হাস্য সামলাইয়া বলিল ঃ—

"মহারাজ! আমি ভিখারীর মেয়ে!! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন; যে কামিনী আমাকে এই গীত শিখাইয়াছেন, তিনি সতত হাসেন ও সতত কাঁদেন, তাই তাঁর কথা মনে পড়াতে আমার মনে হাসির উদয় হইতেছে!! আমি গাই—আপনি শ্রবণ করুন"।

যমুনা পুনরায় গাহিল ঃ—

"আগেতে জানিতাম যদি ভালবাসা কি রতন।
তা হোলে কি কারো হাতে সঁপিতাম প্রাণ-মন॥
যেই বিধি নিরমম—না বুঝি হৃদি মরম,
কণ্টকী মৃণালে গঠি—জলে করে নিমগন॥
জ্বালাতে অবলা মন—সৃজিয়াছে সেই জন
মনোহারী ভালবাসা—বিচ্ছেদ—বিষ—শোভন॥

যমুনা থামিল।

নানা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

“যমুনে! আর নাই!! মধুময়ী রচনার কি এই অবধি শেষ হইয়াছে!!”

যমুনা মস্তক অবনত করিয়া বলিল ঃ—

“সংগীতের—রচনা এই স্থানেই শেষ হইয়াছে!! তাঁহার মাল্য রচনা আমার হস্তে আছে, গ্রহণ করুন?”;

যমুনা মাল্য প্রদান করিল।

নানা সাগ্রহে মাল্যছড়াটী লইয়া, আশ্চর্য্য হইয়া, যমুনার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যমুনা পুনরায় গাহিল ঃ—

“শুনিলাম যবে শ্যাম ব্রজপুরী তেয়াগিবে।
অধীরা হইয়া ভাবি কেমনে জীবন জীবে॥
নিঠুর বংশীবদন—হরিয়া পরাণ-মন
করি মোরে ভিখারিণী—অবহেলে পলাইবে॥”

যমুনা গীত থামাইয়া যাইতে উদ্যত হইল; নানা তাহার গমনে বাধা দিয়া, তাহার হস্তে একটী স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদান করত বলিলেন ঃ—

“যমুনা! আমি এই মাল্য রচনার ও গীত রচনার রচয়িত্রীর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি এই পত্রখানি তাঁকে প্রদান কোরো; ইহাতে তাঁহাকে আমি প্রশংসা করিয়াছি।”

ইহা বলিয়া কটী হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, তিনি যমুনাকে দিলেন। যমুনা প্রস্থান করিল।

——০০——

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষাঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইল।

——০০——

শিবপ্রসাদ স্বামী যে কি কৌশল পরিসিদ্ধ করিবার কারণ যমুমনাকে নিত্য নিত্য নানার—ও বল্লার—নিকটে পাঠাইতেছেন; তাহা যমুনা জানিতে পারে নাই। সে এই মাত্র জানিত যে ঃ—স্বামী অতি যত্নে অহল্যাকে পালন করিতেন; যাহাতে অহল্যা রাজ—রাণী হয়েন এই-ই তাঁহার ইচ্ছা। সে তাহাই ভাবিয়া স্বামীর—আদেশ মতে উভয় বীরের মনের ভাব জানিতে যাইত। আরো নানা যে কখনও অহল্যাকে দেখিয়াছেন, তাহা সে জানিত না; অহল্যাও যে কখন নানাকে দেখিয়া ছিলেন; তাহাও সে জানিত না। সে সামান্য স্ত্রীলোক, সে মনে করিয়াছিল যে মহারাজ নানা—সম্পত্তিতে শ্রেষ্ঠ!! আর—মহাবীর বল্লারাও রূপে শ্রেষ্ঠ—!! অতএব অহল্যা যদি বল্লাকে ভুলিয়া নানার কণ্ঠে মাল্যার্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রাজরাণী হইবেন। এই কারণে সে নানার মন যাহাতে অহল্যার প্রতি আসক্ত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নানা যে অন্তরে অন্তরে অহল্যার কারণ উন্মত্ত হইয়া ছিলেন, তাহা সে জানিতে পারে নাই।

যমুনা আজ নানার—ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে ভাবিল যে পাখী জালে পড়িয়াছে, পিঞ্জরে—পুরিলেই হয়!! সে সেই আমোদে উন্মত্ত হইয়া শিবির হইতে বাহির হইয়া, অহল্যার অনুরোধ রক্ষা করিবার কারণ বল্লার উদ্দেশে চলিল।

এদিকে বল্লারাও গতদিবসে ভিখারিণীকে বিদায় দিয়া অবধি অহল্যার কারণ কাতর হইয়া ছিলেন। তিনি অহল্যার নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন যে, সমরান্তে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন; কিন্তু সে কথা তিনি জানিতেন আর অহল্যাও জানিতেন। স্বামীও যে এবিষয় ভিতরে ২ জানিতেন সে কথা

তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিলেন যে আর একবার তিনি অহল্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে স্বদেশে পিতৃগৃহে যাইতে বলিবেন। তথায়—তাঁহার পিতার সমক্ষে তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। স্বামীকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন, এই কারণে নিজের মনোভাব স্বামীকে জানাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অহল্যার মনোভাব জানিবার—কারণ তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়িক এক খানি পত্র লিখিয়া ভিখা-রিণীর আগমন প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ অহল্যার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মনে মনে বলিলেন.ঃ—

"হৃদয়! তুমি কেন এত ব্যাকুল হোলে!! অহল্যা সামান্য ললনা! তাঁহার—রূপশরের আঘাতে তুমি ব্যাকুল হোলে? শত শত কামানের ধ্বনি যখন তোমায় ব্যাকুল করিতে পারে নাই!! শত ২ অরির আর্ত্তনাদ যখন তোমাকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই!! শত শত অরির কণ্ঠ প্রবাহিত শোনিতধারা যখন তোমাকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই!! শত শত বীরের হুহুঙ্কার যখন তোমাকে ব্যাকুল করিতে পারে নাই!! তুমি তখন কি না সামান্য কামিনীর আশয়ে ব্যাকুল হোলে!! হও? অতি সামান্য দিনের মধ্যেই তোমাকে চরিতার্থ করিব!!"

বল্লারাও নিম্ন বদনে শিবিরের মধ্যে বসিয়া অহল্যার রূপ চিন্তনে নিমগ্ন হইলেন। এমন সময়ে যমুনা শিবিরের দ্বারে আসিয়া গাহিল —

"জানিলে কি সঁপিতাম অবলা কোমল প্রাণ।
নিঠুর তাহার দেহ হৃদয় সম পাষান॥"

এই গীতের সহিত যমুনা করুণ—রস উথলিয়া দিল। বল্লারাও অস্থির হইলেন; প্রতীহারির—দ্বারা—যমুনাকে নিকটে আনাইলেন। যমুনা তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে করযোড়ে সম্বর্দ্ধনা করিল। পরে করযোড়ে করুণভাবে গাহিল ঃ—

"জানিলে কি সঁপিতাম অবলা কোমল প্রাণ।
নিঠুর তাহার দেহ, হৃদয় সম পাষাণ॥"

যমুনার কণ্ঠ নিঃসৃত করুণা লহরীর ধ্বনি—শ্রবণ করিয়া বল্লা ব্যাকুল হইয়া যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

"ভিখারিণি! এসঙ্গীত কি তোমার শিক্ষয়িত্রীর রচিত?"

যমুনা অধোবদনে বলিলেন ?—

"হাঁ।"

বল্লা মৃদুভাবে বলিলেন ঃ—

"ভিখারিণি! তুমি এ গীত কেন শিখিয়াছ? লোকে গীত শ্রবণে আনন্দিত হইয়া থাকে। আর গায়ক বা গায়িয়াকে তাহারই কারণ—পুর-স্কার প্রদান করে—!! কে কোথায় ইচ্ছা করিয়া কাঁদিতে চায়?"

যমুনা এই কথা শ্রবণে বলিল ঃ—

"আপনি কি এ গীত শ্রবণে অভিলাষী নহেন?"

বল্লারাও চমকাইয়া বলিলেন ঃ—

"ভিখারিণি! আমার—অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেছ? আচ্ছা অগ্রে তোমায়—কয়েকটী প্রশ্ন করি, সেই কয়েকটীর উত্তর দিলে, আমি আমার অভিপ্রায় প্রকাশ কোরবো। আচ্ছা বল দেখি—তোমার শিক্ষয়িত্রী কি তোমাকে এইরূপ ক্রন্দন যথা তথা করিতে বলিয়াছেন?"

যমুনা বলিল ঃ—

"না। তিনি আমাকে এই গীত শিখাইয়া—বলিয়া ছিলেন যে, যে মহাপুরুষ আমার গীত শ্রবণে পুনরায় নূতন সংগীত শুনিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারই নিকটে এই গীত গাহিও? আমি তাঁহার উপদেশ ক্রমে আপনার নিকটেই গাহিতেছি!!'—

বল্লারাও বুদ্ধি যোগে অহল্যার মনোভাব সমস্ত জানিতে পারিলেন। পুনরায় ভিখারিণীকে বলিলেন ঃ—

"ভিখারিণি! তিনি স্বামীর আশ্রমে কি ভাবে আছেন?"

যমুনা উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া বলিল ঃ—

"মহাত্মা! যদি হিমাগমে সরোবরকূলে গমন করেন, তাহা হইলে হিমস্পর্শে পদ্মের যে অবস্থা দর্শন করিবেন; ঠিক সেই অবস্থাতেই আমার শিক্ষয়িত্রী তথায় অবস্থান করিতেছেন।'

বল্লারাও মনে মনে কাতর হইলেন, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ভাবিতে লাগিলেন।

সেই অবসরে যমুনা গাহিল ঃ—

"জানিলে কি সঁপিতাম অবলা কোমল প্রাণ!
নিঠুর তাহার দেহ—হৃদয় সম পাষাণ ॥
যে বিদ্যুৎ—রমে আঁখি ঃ—
মরে নর তারে মাখি ঃ—
(সখী) আমি কি দেখিনু তার ঃ—
জীবন করিতে দান ॥"

বল্লার—চমক হইল; বল্লা অস্থির হইয়া পুনরায় যমুনাকে বাধা দিয়া বলিলেন ঃ—

"ভিখারিণি! তিনি কাঁদিতে পারেন্! তুমিও কি তাঁহার উপদেশ মতে কাঁদিতেছ?'

যমুনা অধোবদনে রহিল ঃ—

বল্লারাও—পুনরার বলিলেন ঃ—

"ভিখারিণি! আমি যদি জানিতাম এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার শিক্ষয়িত্রী তাঁহার—রচনায় আমাকে কাঁদাইবেন। তাহা হইলে আমি আমার অভিলষিত মত রচনা করিতে বলিতাম।'

বল্লা পুনরায় এক চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন।

যমুনা পুনরায় করুণাপূর্ণ—স্বরে—পূর্ব্বগীতের অপরাংশ গাহিল ঃ—

"স্বপনে—স্বরগ সম ঃ—
রূপ হেরি—নিরুপম ঃ—
(সখী) ধরিনু—চরণ হৃদে ঃ—
সে বিঁধিল খর বাণ॥"

বল্লা অস্থির হইয়া কটী হইতে পূর্ব্বলিখিত লিপি বাহির করিয়া ও যমুনাকে একটী স্বুবর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন ঃ—

""ভিখারিণি! তোমার—শিক্ষয়িত্রী যথার্থ সুখ্যাতির পাত্রি! অতএব এই প্রশংসাবাদ যুক্ত পত্রখানি তাঁহাকে দিও? পুনরায় কল্য আসিও?

যমুনা "যথাজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চবিংশ—পরিচ্ছেদ।

শিবপ্রসাদের প্রথম কৌশল।

এদিকে শিবপ্রসাদ যমুনার দ্বারা উভয় বীরের মনের ভাব বুঝিলেন। সহজেই যে উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন সে কথা মনে মনে স্থির করিয়া নানকচাঁদকে জানাইলেন। নানকচাঁদ তাঁহার—মুখে তাঁহার কৌশলের কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। ইংরাজগণের এই সময়ই আক্রমণের উপযুক্ত ভাবিয়া তিনি গোপন ভাবে সেনাপতি নীল সাহেবের নিকটে চর প্রেরণ করিলেন। চর পুনরায় ফিরিয়া আসিলে, তিনি চরের মুখে শুনিলেন যে নীলসাহেব তাঁহার অনুমতি ক্রমেই কর্ণপুর আক্রমণ করিবেন। তিনি এতচ্ছ্রবণে আহ্লাদিত হইলেন। নানকচাঁদ এক প্রকার সতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। বল্লার ও নানার নিকটে প্রত্যহ দূতী প্রেরিত হইতেছে কি না তাহা জানিবার কারণ তাঁহার প্রধান সহায় উপাচুম্নাকে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে যমুনা উভয়ের শিবির হইতে বাহির হইয়া স্বামীর আশ্রমাভি-মুখিনী হইলে স্বয়ং স্বামী উভয় বীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের—উভয়কেই নিমন্ত্রণ—করিলেন; কিন্তু উভয়কে এক সময়ে নিমন্ত্রণ করিলেন না। বল্লাকে আগামী কল্য সন্ধ্যার অগ্রে যাইতে বলিলেন, নানাকে সেই দিবস সন্ধ্যার পরে যাইতে বলিলেন। বিশেষতঃ তিনি যে উভয়কে এক দিবসে নিমন্ত্রণ করিলেন, একথাও উভয়ের মধ্যে কেহও জানিতে পারিলেন না; স্বামী—চক্রান্তের প্রথম সোপানে আরোহন করিলেন। নানা কামোন্মত্ত চিত্তে অহল্যাকে নিশাযোগে দেখিবেন ভাবিয়া আহ্লাদিত

হইলেন। বল্লাও অহল্যাকে মনের কথা খুলিয়া বলিবেন বলিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন। স্বামী আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনার্থে পথে বাহির হইলেন।

যমুনাও মৃদুগমনে কর্ণপুর সহর পরিত্যাগ করিয়া; যে ভাগ স্বামীর আশ্রম ছিল, তদুদ্দেশে যাইল। কর্ণপুর ত্যাগ করিলে একটী মাত্র পথ-দ্বারা সহজে স্বামীর আশ্রমে যাওয়া যায়। যমুনা সেই পথ দিয়াই যাওয়া আসা করিত। অপর পথটী অতি কষ্টদায়ী, কারণ স্বামী যে পাহাড়ের নিম্নে আশ্রম স্থাপন করিয়া ছিলেন, সেই পাহাড়টী না বেষ্টন করিয়া আসিলে আশ্রমে পঁহুছান যাইত না। বিশেষতঃ সেখানে হিংস্র জন্তুরও ভয় আছে।

চুন্না নানকচাঁদের আদেশ মতে বল্লারাও ও নানার শিবিরের সম্মুখে পরিভ্রমণ করিতে ছিল। যখন যমুনা মাল্য হস্তে নানার—শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখনও সে তাহাকে দেখিয়া ছিল। যখন শূন্য হস্তে বল্লার শিবিরেও যমুনা প্রবেশ করিয়া ছিল, তখনও সে তাহাকে দেখিয়া ছিল। সে প্রভুর আদেশক্রমে যমুনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করিয়া; যমুনার কুটীর পঁহুছাইবার অগ্রে যে পথ দ্বারা স্বামীর আশ্রমে সহজে যাওয়া যায় তথায় যাইল।

চুন্না জাতিতে—মহারাষ্ট্রীয়—ব্রাহ্মণ; লেখাপড়া কিছু শিক্ষা করে নাই; কিন্তু বুদ্ধি ছিল। বিদ্যাহীনতার কারণ বুদ্ধি থাকিতেও মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিত। চুন্না সেই পথের মাথায় যাইয়া প্রকাশিত হইবার মাত্রেই তাহার অলৌকিক রূপ দেখিয়া পথিকেরা হাসিতে লাগিল। চুন্না চামর নাড়িয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও রামায়ণ গান আরম্ভ করিয়া দর্শকগণকে বলিল ঃ—

"মশাইরা! গান শুনবেন. বেশ ভাল রামায়ণ গান জানি, যৎকিঞ্চিৎ দিলেই আমি খুসী হবো!!"

পথিকেরা একে তো চুন্নার পরিহাসময় পরিচ্ছদ দেখিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মুখে গীত শুনিতে আরো কৌতূহলী হইয়া সকলেই তাহাকে গাহিতে বলিল ঃ—

চুন্না তাহাদের—সম্মতি লইয়া প্রথমে উচ্চহাস্যে—উন্মাদের ন্যায় হাসিল. শেষে বলিল ঃ—

"মশাইরা! শুনুন্!! যখন রাম রাজা হবেন এই কথা হতভাগী মন্থরা কানে শ্রবণ করিল। তখন সে কি বলিয়া রামের যাহাতে রাজ্য প্রাপ্তি না হয়, এমন পরামর্শ কৈকেয়ীকে দিতে লাগিল, তাহাই গাহিতেছি ঃ—

চুন্না গলা ভাঁজিয়া, শরীরের পোষাকাদি সৌষ্টব করিয়া, চামর দুলাইয়া লইল। শেষে গান ধরিল ঃ—

"শুনলো কৈকেয়ী সতি—চাও যদি রাজ্য পতি
যাহা বলি শুন তবে হয়ে এক মন।
যদি রাম রাজ্য পান—তব মান খর্ব্বমান,
কৌশল্যা লইবে তবে, যত রত্ন ধন॥
রামে দিয়ে রাজ্য ভার—রাজা হবে কৌশল্যার
সুমিত্রা তাঁহারে সদা করিবে যতন।
বিদরিয়ে যার প্রাণি—সীতা হবে রাজরাণী
রাম সহ শোভিবেক রত্ন সিংহাসন॥
এতো কোরে তুমি সতী—সাধিলে প্রবীণ পতি
গোঁয়ালে তাঁহার সহ এ নব যৌবন।
কি বিচারে মহারাজ—দিলা রামে রাজ্য আজ
ভুলিয়া তোমার পুত্র ভরত-বদন॥
শুন সতি, মাথা খাও—যদি নিজ মান চাও
ধর ধর একমনে মম উপদেশ।
সেই উপদেশ বলে—পাবে রাজ্য মহাছলে
রামেরে পরাবে সতি ভিখারীর বেশ॥"

সেই গীত শুনিতে অনেক পথিক সমবেত হইল। সকলেই চুন্নার আশ্চর্য্য গীতে হাসিতে লাগিল। যমুনাও সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে তথায় উপস্থিত হইল। যমুনা নিজে রসিকা ছিল বলিয়া চুন্নাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। সে দাঁড়াইয়া এক মনে গান শুনিতে লাগিল।

চুন্নী যমুনাকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া, চামর ঢুলাইয়া ঐ গীতের আনুপূর্ব্বিক গাহিতে লাগিল।

চুন্নীর বয়স ও সৌন্দর্য্য ছিল। যমুনা তাহার এবম্বিধ আচরণে মনে মনে আনন্দিত হইয়া সম্মুখে কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল ঃ—

“ঠাকুর, গান গাচ্চ—গান গাও? সকলকে এমনি কোরে চামরের বাতাস দাও?”

চুন্নী ততই গাহিতে গাহিতে যমুনার মুখের কাছে যাইয়া চামর ঢুলাইতে গাগিল। অবশেষে যমুনা ত্যক্ত হইয়া বলিল ঃ—

“তুমি গান শুনতে দিলে না চোল্লেম!!”

যমুনা যাইতে উদ্যত হইলে চুন্নী গান থামাইয়া সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু যমুনা তথায় দণ্ডায়মান রহিল। যমুনা বাল্যকাল হইতে স্বামীহীনা হইয়া ছিল। লোকের মুখে প্রণয়ের কথা শুনিয়া সে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত; তাহার ইচ্ছা ছিল যে সে কাহারো সহিত প্রণয়—করে; কিন্তু ভিখারীর কন্যা বলিয়া কেহ তাহাকে আদর করিত না। চুন্নী প্রভুর আদেশ পালন করিতে আসিয়া যমুনাকে দেখিয়া নিজে পুড়িল। সে যমুনাকে দেখিয়া মনে২ যমুনার যৌবনের—কথা কহিতে লাগিল। যমুনা বুদ্ধিমতী ছিল, সে চুন্নীর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল ঃ—

“ভাবচো কি?”

চুন্নী মাথার টুপি খুলিয়া হাসিতে লাগিল। যমুনা তাহাকে অন্তরালে কোন কথা কহিবে বলিয়া লইয়া গেল।

ওদিকে অহল্যাও পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় যমুনার প্রতীক্ষা করিয়া সরোবরের তটে বসিয়া আছেন। কত কি ভাবিতেছেন; ভাবিতে ভাবিতে তপন-রাজকে অস্ত যাইতে দেখিয়া গাহিলেন ঃ—

“ (ওহে) নিঠুর—তপন।
কাঁদাইয়া কমলিনী—করিলে গমন॥
হেরি লীলা লীলাময়—মনে বড় ভয় হয়,
যদি হয় তব সম—সবাকার মন॥

তা হোলে কামিনীকুল—না পাবে প্রণয় কূল,
ভাসিবে বিরহ স্রোতে—কমল মতন॥”

অহল্যা দুইবার—তিনবার করিয়া সূর্য্যকে ও কমলিনীকে দেখিয়া মনের উচ্ছ্বাসে এই গীত—গাহিতে লাগিলেন। এমন সময়ে যমুনা আসিয়া অহল্যা যে স্বরে গাহিতে ছিলেন, সেই স্বরে গাহিল ঃ—

“ (সই) প্রণয়—রতন।
বিরহ সাগর মাঝে—সদা আছে নিমগন॥’

অহল্যা চাহিয়া দেখিলেন—যমুনা!! যমুনা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া ঐ গীত গাহিতে লাগিল ঃ—

অহল্যা দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ—

“ যমুনা! তুমি আমার পক্ষে মরুভূমীর সরসী; নিদাঘের মেঘ, বল কি দেখে এলে!!’

যমুনা বল্লার নিকটে যে করুণ-রসাত্মক গীত গাহিয়াছিল, তাহা গাহিল। অহল্যা বলিলেন ঃ—

“ তিনি গীত শুনিয়া কি বলিলেন?“

যমুনা পত্র বাহির—করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়া পুনরায় সেই গীত গাহিল।

অহল্যা সন্ধ্যাকে সমাগত দেদিয়া, যমুনার—সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

—০০—

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবপ্রসাদের—দ্বিতীয়—কৌশল।

পর—দিবস প্রভাত হইল। শিবপ্রসাদ—স্বামী আশ্রমে বসিয়া ভাবিলেন; যে বল্লার সহিত অহল্যার—বিবাহ না প্রদান করিলে; অহল্যার প্রতি বল্লার স্নেহ ততদূর হইবে না। বল্লার বিবাহ এখন গোপনে দিতে পারিলেই অহল্যা বল্লার—সহধর্ম্মিণী হইবেন, সেই সময়ে উভয় বীরে বিচ্ছেদ হইবে। আর এই উপলক্ষে অহল্যার বিবাহও হইবে। অহল্যাও বল্লাকে প্রাপ্ত হইবে, বল্লাও অহল্যার হইবে। অথচ উভয় বীরে বিচ্ছেদ হইলে উভয়েই ব্যস্ত থাকিবেন। এই অবসরে নানকচাঁদ নীল সাহেবকে কর্ণপুর—আক্রমণ করিতে বলিলে, ইংরাজগণ সহজেই বিজিত হইবে। নানা সূর্য্য অস্তমিত হইবে। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত বৃটনের দাস হইবে। তিনি সেই কৌশল মনে মনে স্থির করিয়া গোপনে অহল্যাকে অধিবাস করাইলেন; বিবাহের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। দিবা অবসান প্রায় এমন সময়ে বল্লারাও তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্বামী—তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। শেষে মনে মনে কৌশল স্থির করিয়া বল্লাকে বলিলেন :—

"বৎস! আমার নিতান্ত অভিলাষ, তুমি অহল্যার পাণিগ্রহণ কর? বৎস! অহল্যা বহুদিবস হইতে তোমাকে ভাল বাসিতেছে; আমার বোধ হয় তুমিও তাঁহাকে ভাল বাসিতেছ?'

বীরবর বল্লা শিবপ্রসাদ স্বামীকে মান্য করিতেন; তিনি স্বামীর মুখ

হইতে এবম্বিধ কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; এবং বিনম্র বদনে বসিয়া রহিলেন।

স্বামী বল্লাকে মৌন দেখিয়া মনে ভাবিলেন; মৌনে সম্মতি লক্ষণ! তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন :—

"দেখো বৎস! যেমন ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মের আরাধনা না করিলে মহাপাপ! যেমন সন্ন্যাসীর তীর্থ ভ্রমণ না করিলে মহাপাপ! যেমন পরমহংসের যোগ শিক্ষা না করিলে মহাপাপ :—তদ্রূপ গৃহীর দারপরিগ্রহ না করিলে মহাপাপ হয়!! যদি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া সংসারে থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন না করিলে মহাপাপী হয়েন এবং পিতৃলোকে কর্ত্তৃক শাপান্বিত হয়েন। যদি সেই পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তপোবলে পিতৃলোককে পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে তিনি পিতৃলোক কর্ত্তৃক শাপান্বিত হয়েন। তাই বলি—বৎস! অদ্য অতি সুতিথি, বিবাহের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত; অতএব অদ্যই আমার কথা অবহেলা না করিরা অহল্যার পাণিগ্রহণ কর। তাহা হইলে, ভবিষ্যতে তুমি সুখী হইবে, এবং তোমার সৎ ব্যবহারে আমিও সন্তুষ্ট হইব।"

বল্লা শিবপ্রসাদের যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া বলিলেন :—

"গুরুদেব! আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন; তাহাতে আমার অমত কি—প্রকারে হইতে পারে!!'

শিবপ্রসাদ—স্বামী দেখিলেন তাঁহার—কৌশল সুসিদ্ধ হইল, তিনি আনন্দিত হইয়া প্রকাশ্যে বলিলেন :—

"বৎস! তুমি যেমন মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তোমার হৃদয়ে মহতী আশারও উদয় হইয়াছে!! ঈশ্বর করুণ, তুমি দাম্পত্যসুখে মগ্ন হইয়া সুখে কালাতিপাত কর?'

শিবপ্রসাদ—স্বামী সেই স্থানেই বিবাহের উপযুক্ত সামগ্রী আনয়ন করিবার কারণ ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য সমস্ত উপকরণ একে ২ আনিয়া সাজাইল। তিনি স্বয়ং ভিতরে যাইয়া রক্ত বস্ত্রাবৃতা অহল্যাকে তথায় আনিলেন। স্বামী উভয়কে উপযুক্ত স্থানে বসাইলেন। অবশেষে

ইন্দ্রকে সাক্ষী করিয়া উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া শেষ করাইয়া দিলেন। অহল্যা শাস্ত্রমতে বল্লার কণ্ঠে মাল্যার্পণ করিয়া বল্লার সহধর্ম্মিণী হইলেন। বল্লাও শাস্ত্রমতে মাল্য লইয়া অহল্যার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে প্রাপ্ত হইলেন।'

যে স্থানে এই ক্রিয়া সমাধিত হইল, সেটী একটী গৃহ। স্বামী তথা হইতে অবশিষ্ট উপকরণাদি অন্তর্হিত করাইয়া স্বয়ং প্রস্থান করিলেন। অহল্যা উপযুক্ত সময়ে বল্লার বামে বসিয়া মস্তকের আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। বল্লা অধোবদনে রহিলেন। এমন সময়ে যমুনা হাসিতে হাসিতে তথায় প্রবেশ করিয়া গাহিল ঃ—

" যমুনার কুলে, কদম্বেরি মূলে, কি শোভা—হইল—মরি।
মেঘেতে বিজলী, খেলিছে উজলি, কালার—বামে—কিশোরি ॥"

অহল্যা লজ্জিতা হইলেন। বল্লা যমুনাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। যমুনা তদ্দর্শনে বলিল ঃ—

" বীর—বর! আমাকে চিন্তে পারেন? আমি সেই ভিখারিণী যমুনা !!" বল্লা আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। যমুনা পুনরায় ঐ গীত গাহিতে লাগিল। হাত তালি দিয়া হাসিতে হাসিতে পুনঃ পুনঃ ঐ গীত গাহিতে লাগিল।

এদিকে উপযুক্ত সময়ে নানা আসিয়া শিবপ্রসাদ—স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামী তাঁহাকে নিভৃত স্থানে বসাইয়া নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিলেন। ক্ষণ পরে তাঁহার আহারাদি সমাপন করাইয়া নিজে তথা হইতে বাহিরে আসিয়া স্বীয় মহাকৌশল পরিসিদ্ধ করণার্থে বল্লাকে অহল্যার নিকট হইতে ডাকিয়া আনিলেন।

অহল্যা সেই গৃহে বসিয়া রহিলেন, যমুনা সঙ্গে ফুল আনিয়াছিল, মালা গাঁথিতে লাগিল। সে এখনো যে ইহাদের বিবাহ হইয়াছে ইহা জানিতে পারে নাই। বিলম্বে বিবাহ হইবে, ভাবিয়া মালা গাঁথিতে ছিল। সে মালা গাঁথিতে ২ বলিল ঃ—

" কুমারি! তুমি বীরবরকে হৃদয়ে পাইবে ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছ, না!"

অহল্যা মৌন হইয়া রহিলেন। যমুনা বলিল ঃ—

"এ বীরের পদে আমিই গীতের স্বরে শৃঙ্খল পরাইয়াছি, আমার পুরস্কার !!"

এই পুস্তিকা ও রহস্য-প্রতিভা, শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রণীত, রামাপুকুর লেন ২০ নং সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

অহল্যা বলিলেন ঃ—

"আমার জীবন !!"

যমুনা যে গীত বল্লার কাছে শেষ দিন গাহিয়াছিল, সেই করুণ রসান্বিত গীত গাহিল। এমন সময়ে শিবপ্রসাদের আদেশ মতে রাজ মূর্ত্তিতে নানা তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

" সুন্দরি! আমি পুনরায় তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। অতিথী সৎকারে কোন কালে আশ্রম-কন্যা বিরতা থাকেন?"

যমুনা ও অহল্যা উভয়েই আশ্চর্য্য হইলেন। নানা এই কথা বলিয়া যেমন অহল্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া পুনরায় ঐ কথা কহিবেন; অমনি অদূর হইতে "দ্রূম" করিয়া কামানের শব্দ হইল। সকলেই কম্পিত হইলেন। নানার চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

এদিকে শিবপ্রসাদ তাঁহার সর্ব্বসংহার কৌশল স্থির করিবার কারণ বল্লার নিকটে নানার নিন্দাবাদ করিয়া তাঁহার কাল্পনিক যথেচ্ছাচারিতা দেখাইবার কারণ সেই গৃহের অন্তরালে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন।

নানা পুনরায় বলিলেন ঃ—"সুন্দরি! অতিথী তোমার সুধাময় বাক্যের অভিলাষী; তুমি কথা কও?"

অহল্যা বলিলেন ঃ—"বীরবর! পুষ্প যতক্ষণ অনাঘ্রাত থাকে, ততক্ষণই দেবতার পূজায় প্রয়োজনীয় হয়!! আমি বল্লারাওর কণ্ঠে-মাল্যার্পন করিয়াছি; আপনার অভিলাষ করা মিথ্যা!!

নানা এতচ্ছ্রবণে কম্পিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পুনরায় কামানের ধ্বনি হইল। বল্লা—স্বামীর কৌশলে অহল্যার কথা শুনিতে পাইলেন না। বল্লাও অহল্যার উপরে—বিরক্ত হইয়া, অহল্যার সম্মুখে প্রকাশ হইয়া বলিলেন ঃ—

"দ্বিচারিণি!! আমি জান্‌তেম না যে সৌরভেও জীবন হরণ করে !!"

শিবপ্রসাদের কৌশল সিদ্ধ হইল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

তেজোহীন কালফণি।

কে বলে বৈদ্যুতিক আলোক তীব্রগামী!! কে বলে পবনের—বেগ দ্রুত গামী!! কে বলে শতঘ্নী অস্ত্রের—শিখা দ্রুতগামী!! কে বলে বজ্রের-শব্দ দ্রুতগামী!! যে বলে সে সর্ব্ববিষয়ে—অনভিজ্ঞ!! প্রণয়ের বেগাপেক্ষা এ পৃথিবীতে দ্রুতগামী বস্তু আর নাই!! সমুদ্রের স্রোতকেও আবদ্ধ করা যাইতে পারে!! বজ্রের—অগ্নিকেও রোধ করা যাইতে পারে!! তীব্রগামী—বাণের গতিকেও রোধ করা যাইতে পারে!! কিন্তু পবিত্র প্রণয়ের গতি রোধ করে কার সাধ্য!!

পবিত্র প্রণয় যে কি বস্তু, এবং তাহা কিসে নির্ম্মিত, এ কথা স্থির করাও সহজ ব্যাপার নয়!! তাহা আঁখির কোমল দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে; মানবে কোমল—বলিয়া তাহাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করে। বজ্র কত দূর—তীক্ষ্ণ ক্ষমতা ধারণ করেন; পবিত্র প্রণয় তদপেক্ষাও—তীক্ষ্ণতা ধারণ করিয়া মানবের হৃদয় বিদীর্ণ করে!! ইহাতে পাত্রাপাত্রের বিবেচনা নাই!! ইহাতে আলিঙ্গন ও সদ্ভাবের প্রয়োজন নাই!! যে দণ্ডে নায়ক নায়িকা আঁখিতে উভয়কে উভয়ে দেখিবেন সেই দণ্ডেই পবিত্র প্রণয় উভয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে!! যদি এ কথা সত্য না হইত তাহা হইলে কখনই গিরিরাজ কুমারী বালিকা—উমা—পশুপতির মর্ম্ম না বুঝিয়া তপস্যা করিত না; কামদেব ভস্ম হইলেই বা কি কারণে-সেই বালিকা মহাতপস্যা আরম্ভ করিয়া ছিল। যদি এ কথা—সত্য না হইত তবে কি কারণে রাজকুমারী সাবিত্রী অরণ্যবাসী—সত্যবানকে দেখিয়াই উন্মত্ত হইয়া ছিল। সত্যবান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন ইহা

জানিয়াও সে কেন সত্যবাণকে হৃদয়ের সার বস্তু ভাবিয়া ছিল। যদি এ কথা সত্য না হইত:—তবে কেন তাপসকুমারী শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তকে দেখিয়াই কাতর হইয়া ছিল। প্রণয়! তোমার তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা কার সাধ্য—পরিমান করে!! লোকে যদ্যপি কামিনীর কেশ, আকাশের—নক্ষত্র, সমুদ্রের—স্রোত প্রভৃতিরও গণনা করিতে পারে, তথাপি তোমার বেগের ও তীক্ষ্ণতার গননা কখনই স্থির হইবে না। তোমাকে কোটী কোটী প্রণাম!!

বল্লারাও পূর্ব্ব হইতেই অহল্যাকে জীবন প্রদান করিয়াছিলেন; যদি মনেরই মিল হইল তবে আলিঙ্গন ও সম্ভোগে প্রয়োজন!! অহল্যাও বল্লাকে জীবন প্রদান করিয়াছিলেন। বিগত কল্য বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওতঃ উভয়কে উভয়ে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। নিষ্ঠুর স্বামী তাঁহাদের পবিত্র প্রণয়ের হন্তা হইয়া যখন বল্লাকে কপটতায় নানার সহিত অহল্যার কথোপকথন শুনাইয়া ছিলেন; তখন বল্লার হৃদয় একবার কম্পিত হইয়াছিল। যেমন স্থির—সমুদ্রে প্রবল বায়ুর—আঘাত পতিত হইলে তাহা সহজে স্থির হয় না, তদ্রূপ আজীবন প্রণয়সাগরে ভাসমান বল্লার জীবন স্থির হইল না। তিনি অহল্যাকে ভৎর্সনা করিয়াই শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। অহল্যা যে যথার্থ—দ্বিচারিণী এ কথা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইল না। তথাপি উত্তম বস্তুতে সন্দেহ হইলে তাহা ব্যবহার করিতে বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন হয়!! যদি তাহা না হইত তাহা হইলে কখনই শকুন্তলা দুঃখিনী হইত না!! অহল্যাকে দুষিতা ভাবিয়া বল্লা হৃদয়ে আহত হইলেন। আহত হৃদয়ে শোভাদা বাঈর শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গভীর—নিশায় আসিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত যে অবস্থায় বসিয়া বিনম্র বদনে ভাবিতে ছিলেন, নিশামণি অস্ত যাইলেন, তথাপি তিনি ভাবনা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না। উষার মস্তকে সিন্দুরের ফোঁটা স্বরূপ স্বয়ং অরুণদেব প্রকাশিত হইলেন, তথাপি তিনি ভাবনা সমুদ্রের কূল পাইলেন না। তিনি যখন দেখিলেন এ ভাবনা সাগরের কুল নাই তখন একটী দীর্ঘ—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বলিলেন:—

"জীবন! তোমাকে শাস্ত্রে বলে, তুমি অন্তর্য্যামী!! ভাবি ঘটনা

ঘটিবার পূর্ব্বে তুমি সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিরা কাতর হও? তুমি যদি জানিতে যে অহল্যা দ্বিচারিণী, তবে কেন তুমি অগ্রে কাতর হও নাই!! কেন তুমি সুখসাগর—ভাবিয়া অপবিত্রা অহল্যার—রূপ সাগরে মগ্ন হোলে!! আমি কি হইলাম!! কোথা—শত শত শত্রু সংহার করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিতাম, সেই কঠিন অন্তঃকরণ—আজ সামান্য অবলার রূপ বাণে বিদ্ধ হইয়া কাতর হইল। হীনপ্রতাপ মন!! তুমি বল্লারাওর উপযুক্ত নও? তুমি আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও? আমার দেহ হইতে অন্য দেহকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর? আমি শূন্য অন্তঃকরণ হইয়া অহল্যাকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি! বন্ধু!! বন্ধু!! নানা—ধুন্ধুপন্থ!! ভাই! আজীবনেও কি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিলাম না। তুমি যে ক্রীড়া করিতে আমিও সেই ক্রীড়ার অংশ লইতাম। তুমি যে দ্রব্য উপাদেয় ভাবিয়া আহার করিতে; ভাই! আমাকেও তাহার অংশ প্রদান করিতে। সমস্তই তোমার আমার সমান ছিল, তুমি কি ভাই আমাকে তোমার অন্তঃকরণের অর্দ্ধেকাংশ প্রদান কর নাই!! কিন্তু আমিতো অকপটে তোমাকে প্রদান করিয়াছিলাম। তুমি কি তা কপটতা সহকারে গ্রহণ করিয়া ছিলে!! বন্ধু—বন্ধু—জীবনের বন্ধু!!"

বল্লার হৃদয়ে ক্রোধের সহিত দুঃখের উদয়—হইল, তিনি ক্ষণেক বিনম্রবদনে বসিয়া রহিলেন; স্বীয়—পদাঙ্গুষ্ঠ দেখিতে লাগিলেন; মনে ২ কত কি ভাবিলেন। শেষে তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন ঃ—

"শিব প্রসাদ স্বামী!! স্বামী!! গুরুদেব!! তিনি আমার সহিত মিথ্যা ব্যাবহার করিবেন; একথা ভ্রমেও বিশ্বাস হয় না!! তিনি যদ্যপি অহল্যার প্রতি সন্দেহই না করিবেন, তবে আমাকে এবম্বিধ ব্যাপার গোপনে দেখাইবেনই বা কেন?—ওঃ!! আমি কি উন্মত্ত হোলেম!! কোথায় রণস্থল আমার ক্রীড়ামন্দির ছিল; অসির ঝন্ঝনা আমার নূপুর—ধ্বনি—ছিল; কামানের—ধ্বনি আমার পরিহাস হাস্য ধ্বনি ছিল, আমার হৃদয়ে মহাশান্তির আশ্রয় ছিল। কৈ সে সমস্ত কোথায় গেল!! আমি একা সামান্যা অহল্যার কারণ, হৃদয়কে কাতর করিলাম, যৌবনের সমস্ত ক্রীড়াভুলিলাম। যে বাহুবলে বল্লার নাম সমগ্র

ভারতে বিখ্যাত হইল, তাহাকেও ভুলিলাম!! হৃদয় ঃ—অস্থির হইও না!! নানা—নানা—ধুন্ধুপন্থ নানা—তাঁহাকে আমার অবিশ্বাস নাই!! আমি তাঁহার সহিত একবার স্বাক্ষাৎ করিব; আমার যদ্যপি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিব; না হয় অহল্যাকে এ জনমে দেখিব না; তা বলিয়া কি প্রাণের বন্ধু নানাকে ভুলিব; অসি এসো, আমি পুনরায় তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিব? তোমার বলেই বল্লারাও পিতৃলোকের যশঃ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করিতেছে, আবার সেই তোমাকেই ভ্রমে ফেলিয়া ছিল!! অজ্ঞান!! এসো তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করি?

বল্লা মহাপ্রয়াসে অহল্যাকে ভুলিবেন ভাবিয়া ও নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন ভাবিয়া, পুনরায় অসি গ্রহণ করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু অসি স্পর্ষ করিয়া কম্পিত হইতে ২ বলিলেন ঃ—

"অসি! তুমি বীরের জীবন!! তুমি সেই কারণে বল্লারাওর জীবন, তোমাকে বক্ষে না ধারণ করিলে আমি এ জন্মে কখনই সুখী হইতে পারিব না; তোমার সাহায্যেই আমি ভুবনবিজয়ী! এসো আমি তোমাকে গ্রহণ করি!!

এই কথা বলিয়া বল্লারাও অসিকে গ্রহণ করিলেন।

এই অবসরে—নানক চাঁদ নীল সাহেবকে কর্ণপুরের প্রতি ধাবিত হইতে সংবাদ লিখিয়া ছিলেন। নানার সেনামণ্ডলী সকলেই আমোদে উন্মত্ত হইয়া ছিল, কেহই সহজে জানিতে পারিল না। নীল সাহেব, সতীচোরার ঘাটের সন্নিহিত প্রদেশে আসিয়া তাম্বু স্থাপন করত নগরের প্রতি কামান ধ্বনিত করিলেন;

সেই কামানের—ধ্বনিতে বল্লারাও চক্ষু উজ্জল করিয়া বলিলেন ঃ—

"একি!! এ যে অপরিচিত কামানের ধ্বনি!! পুনরায় কি ইংরাজগণ কর্ণপুর—আক্রমন করিল। হাঃ? হাঃ!! বল্লারাও থাকিতে তাহাদের এ বৃথা প্রয়াস!! হৃদয়—স্থির হও? আর কম্পিত হইও না, তোমার চিরাভিলষিত ক্রীড়া সমাগত প্রায়!! কেন আর দুঃখিত হও? শত শত কামানের ধ্বনি তোমার নৃত্যের বাদ্য রূপে রনাঙ্গণে বাদিত

হইবে, তুমি তাহাদের বিরামে ক্ষণপরে নৃত্য করিয়া সুখী হইবে? যাই একবার নানার সহিত সাক্ষাৎ করি !!"

এই কথা বলিয়া বল্লারাও যেমন শিবির হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিবেন, আমি শিবপ্রসাদ স্বামী মহা গম্ভীর মুর্ত্তিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বল্লা চমকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

শিবপ্রসাদ—বজ্র—গম্ভীর স্বরে বলিলেন :—

"বৎস! বল্লারাও! আমি তোমার গুরু! আমার কথা শ্রবণ কর !! দেখো! তোমার সহধর্ম্মিনী অহল্যাকে ধুন্ধুপন্থ হরণ করিয়া তোমার যথেষ্ট অবমাননা করিয়াছেন। বীরগণের মান্যই জীবন, যদ্যপি তোমার অপমানই হইল, তোমার অহল্যাও অপরের হইল, এই নিন্দাই যখন সকলে করিতে লাগিল; তখন তোমার জীবন বৃথা হইল !!"

যেমন যাদুকরের মন্ত্রে সর্প ক্ষমতাহীন হয়; বল্লাও তেমনি হইলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

নানক—চাঁদের—আশা।

শিবপ্রসাদ স্বামী—বল্লাকে নানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বারণ করিয়া ত্বরায় বাহিরে আসিলেন। অনতিদূর-বর্ত্তি একটী শিবের মন্দিরে নানক চাঁদ উপাচুয়ার সহিত তাঁহার কারণ অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তথায় তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানক চাঁদ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোস্বামী বলিলেন :—

"নানক! আমি যখন তোমার নিকটে এই কার্য্যের কারণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আর তোমার প্রশ্ন করা বৃথা !! আমি পূর্ব্বের সংবাদ

তোমাকে প্রদান করিয়া, অদ্য প্রভাত কালেই নানা ধুন্ধুপন্থের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; তিনি আমার উপরে দুঃখিত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার দুঃখিত হওনের সন্দেহ ভঞ্জন করাইয়া তাঁহার নিকটে পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বাসী হইলাম। বল্লার প্রতি তাঁহার যাহাতে ঘৃণার উদয় হয় তাহারও চেষ্টা করিলাম। তিনি আমার প্রবোধে প্রবুদ্ধ হইয়া, বল্লার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি আমাকে ইংরাজগণ পুনরাক্রমণ করিয়াছেন কি না—তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে—সমস্তই মিথ্যা—এই কথা বলিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।'

নানক চাঁদ আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে ছিলেন; উপাচুয়া মন্দিরের প্রাঙ্গনস্থ একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের জটা ধরিয়া টানিতে ছিল। যখন স্বামী স্বীয় বক্তৃতা শেষ করিলেন; তখন নানক আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীকে বলিলেন :—

"স্বামি! আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত; আপানার প্রসাদে যদি ইংরাজগণ—প্রজা ভক্ত ইংরাজগণ—পুনরায় আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে তাঁহারা যথেষ্ট সুখী কোর্ব্বেন। আর রাজার হিত-সাধনে জগদীশ্বরও সন্তুষ্ট হইবেন। এক্ষণে বলুন, কি উপায়ে বল্লারওকে মুগ্ধ করিলেন :—

নানক চাঁদের প্রশ্নের উত্তরার্থে শিবপ্রসাদ স্বামী বলিলেন, "বৎস—নানক! তবে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর !! মহাবিষধারী সর্পকে যেমন কবরীর মূল ও মহামন্ত্র বলে বশীভূত করিতে পারা যায়; তদ্রূপ কালসর্পরূপ বল্লারাওকে বশীভূত করিবার কারণ আমি অহল্যা হরণ ঘটনা রূপ মন্ত্র মনে ২ স্থির করিলাম। সেই মহামন্ত্রের সাধনা করিতে করিতে বল্লার শিবিরে প্রবেশ করিলাম। বল্লা তখন নানা ধুন্ধুপন্থের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া জন্মভূমির কথা স্মরণ করিয়া, স্বীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া, অন্ধ হইয়া ছিলেন; অহল্যাকে তুচ্ছ করিয়া শিবিরের বাহির হইতে ছিলেন; ইংরাজগণের কামানের ধ্বনি শুনিয়া চমকিত ও উত্তেজিত হইয়া ছিলেন। আমি শিবিরে প্রবেশ মাত্রেই তিনি আমাকে প্রণাম করিলেন। আমি যে উপায়ে নানার হৃদয়ে ঘৃণার উদয় করিয়া দিয়া ছিলাম, নানা

আমার যুক্তিতে বল্লার প্রতি যে যে ঘৃণার কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। শেষে অহল্যা-হরণ রূপ মহামন্ত্রে তাঁহাকে মুগ্ধ করিলাম। তিনি আমার মন্ত্রবলে, হস্তের অসি ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া একধারে বসিয়া রহিলেন। আমি পুনরায় সাক্ষাৎ করিব বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। বৎস নানক !! কার্য্যতো একপ্রকার সিদ্ধ হইয়াছে; উভয় বীরের মনান্তরও হইল, আর সকলেই নানার উপরে পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিবে না। এদিকে সতীচোরার ঘাটে যদ্যপি নির্ব্বাধে ইংরাজগণ প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে, নানার পক্ষে কর্ণপুর রক্ষা করা বড় কঠিন হইয়া উঠিবে। আর না নানক ! আমাদের দুঃখের নিশা প্রভাত হইয়াছে, আশারূপে সুখ তারা গগনে দেখা দিয়াছে !! যাও ! তুমি স্বকার্য্য সাধনে প্রস্থান কর ? আমি আমার কার্য্য সাধনে যত্নবান হইগে। কিন্তু একটী অনুরোধ ? এইটী যেন মনে থাকে !! চিন্তাতরঙ্গ মহা তরঙ্গ !! সেই তরঙ্গে বল্লারাওর হৃদয় ভাসমান রহিয়াছে ! যদিও তিনি যুদ্ধে প্রবেশ করেন, তথাপি জয়লাভ করিতে পারিবেন না, যখন তিনি ইংরাজ সেনাপতির হস্তে পরাজিত হইবেন, তখন সেনাপতি যেন তাঁহাকে জীবনে হত না করেন। অহল্যা ও বল্লা আমার পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহের বস্তু। পরিণামে তাহাদের ভাল করিলে, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। দেখো বৎস্য ! এ কথাটী যেন ভুলো না।”

নানক তাঁহার কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন এ প্রতিজ্ঞাও করিলেন। শিবপ্রসাদ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বাধীনতায় নাম—সাগরে ডুবাইবার কারণ প্রস্থান করিলেন।

নানক কতক্ষণ আকাশ—পাতাল—কত কি ভাবিলেন, শেষে বলিলেন :—

“আশা ! আশা !! আশা !!! আশাবলেই মানবে জীবন ধারণ করে !! আমিও তো সেই আশাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, এ জন্মে যদি আমার হৃদয়স্থ আশা সফল না করিতে পারিলাম, তবে আর এ জীবনে কি প্রয়োজন !! হৃদয়—স্থির হও ? যদি নানক চাঁদের কৌশল স্থির হয়; ইংরাজগণের জয় হয়, তাহা হইলে তোমার আসনে উপবিষ্ট আশাও পূজিত হইবে। নানা ধুন্ধুপন্থ ! তুমি আমাকে অবমাননা কোরে ছিলে;

এই পুস্তিকা ও রহস্য-প্রতিভা, শ্রী ভুবনচন্দ্র মিত্র প্রণীত, রামপুকুর লেন ২০ নং সরস্বতী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

তুমি কি জানো না—যে কৃষ্ণ-সর্পের বিষ কখনই—বিনষ্ট হয় না !! আমি যে দিন তোমাকে শিরশ্ছেদিত হইতে দেখিব, বা যে দিন তোমাকে ভিখারী হইতে দেখিব, সেই দিন হৃদয়ে—আনন্দিত হইব !! মাতঃ ভারতি ! তোমার নিকটে আমার কি অপরাধ হবে মা !! পাষণ্ড—নৃপতি তোমার বক্ষে সিংহাসন স্থাপিত করিয়াছে ! আমি ইহাপেক্ষ উৎকৃষ্ট নরপতিকে ঐ সিংহাসনে বসাইতেছি ! ! এ দাস তোমারই কারণে জীবন প্রদানে উদ্যত, দেখো মা, এ সাগরের কূল যেন প্রাপ্ত হই !!”

এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিতে নানক নিরস্ত হইলেন। তিনি উপাকে বলিলেন :—

“চুন্না তুমি শিবপ্রসাদকে সমভিব্যাহারী—করিয়া আমায় আশ্রমে যাইও ?”

এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

চুন্না তচ্ছ্রবণে ভয়ে—কম্পিত হইতে লাগিল, শেষে বলিল :—

“বার—বার—তিন—বার। এই খানে কত কত—মানুষ, ঘোড়া, উঠ, হাতী—মারা গেছে—আমি আর যাবো না ! ! কি হবে গো !! আমি দুবার এরই—কাছাকাছি এসে বেঁচে গেছি। এবার আর বেঁচে যাবোনা—মা গো ! কি হবে গো ! !” চুন্না কাঁদিতে বসিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অস্তগমনোন্মুখ তপন।

নানাধুন্ধুপন্থ অমৃত লাভ করিবেন ভাবিয়া স্বামীর আশ্রমে গিয়াছিলেন; কিন্তু গরল আহরণ—করিয়া, হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া, শিবিরে ফিরিলেন। আসিবার কালে দুই এক বার অহল্যার—মূর্ত্তি তাঁহার মনে উদয়

হইয়াছিল; কিন্তু মেঘ শক্রতা করিলে চন্দ্রের—জ্যোতি কতক্ষণ পৃথিবীর লোকে দেখিতে পায়? যতবার—তিনি মনে মনে অহল্যার চন্দ্র-বদন দেখিয়াছিলেন, ততবারই বল্লারাওর মূর্ত্তি—তাঁহার মানস পট আবরিত করিয়া ছিল। তিনি অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বল্লারাও তাঁহার শৈশববন্ধু; সেই কারণে তিনি একেবারেই অহল্যাকে ভুলিতে চেষ্টা করিলেন। স্বামী স্বীয় কৌশল পরিসিদ্ধ করিবার কারণ তাহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। নানা স্বামীর—আচরণেরপ্রতি সন্দেহ করিয়া ছিলেন। স্বামী সেই—সন্দেহ ভঞ্জনার্থে ও বল্লারাওর সহিত তাঁহার—বিচ্ছেদ করণার্থে, অনেক যুক্তি দেখাইয়া বল্লারাও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া অহল্যার—পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বলিয়া ছিলেন। নানা ধুন্ধুপন্থ প্রমাণ—মাত্রেই সকল কথা সত্য বলিয়া মানিতেন, সেই—কারণে স্বামীর—প্রখর যুক্তিতে তিনি পরাস্ত হইয়া যথার্থই বল্লার—প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ছিলেন।

যে সময়ে তিনি স্বামীর—আশ্রমের মধ্যে থাকিয়া অহল্যার নিকটে নিজ—মনোভাব—প্রকাশের উপক্রমন—করেন, সেই সময়ে হঠাৎ কামানের—ধ্বনি—হইয়াছিল, তিনি তচ্ছ্রবণে চমকিত হইয়া পুনর্ব্বার ইংরাজগণের আক্রমনাশঙ্কা করিয়া ছিলেন; কিন্তু কলঙ্ক স্বরূপ দর্প—তাঁহার সে আশঙ্কাকে হৃদয়—হইতে দূরীভূত করিয়াছিল। তিনি পুর্ব্বের—ন্যায় শোভাদা বাটীতে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার—অনুমতিক্রমে পূর্ব্ব-রণের—সময়ে যে খানে যত সেনা সন্নিবেশিত হইয়াছিল, এবং যে খানে যে যে মহাত্মা সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন, অদ্যাপি সকলেই সেই সেই অবস্থায় রহিল। কেবল বল্লারাও কর্ণপুরের দ্বার স্বরূপ সতীচোরার ঘাট পরিত্যাগ করিয়া শোভাদা বাটীতে আসিয়া আপনার হৃদয়ে আপনি দগ্ধ হইতে ছিলেন।

নানার তাম্বুতে প্রত্যহ যেমন নৃত্য গীত হইত আজিও তেমনি হইতে লাগিল। অপ্সরী—বিগর্জ্জিতা মূর্ত্তিতে নর্ত্তকীগণ নানা প্রকার মনোহর বেশ ভূষায় মহারাজ নানার আমোদ উদিত করণার্থে সভঙ্গীতে নৃত্যকরিতে—লাগিল। মহাবীর নানা চিন্তাকুল মনকে স্থির করিবার

কারণ সেই—কামিনীগণের নৃত্য গীত সন্দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন:—কতক্ষণ—নৃত্য করিয়া নর্ত্তকীগণ—গাহিল:—

"প্রেম নিধি পরাবারে কে যাবে বল না সই।
মন মত বঁধু বল সহজে মিলয়ে কই॥"

নানা একবার প্রেম শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রেম নিধিতে ভাসিতে না পারিয়া, এ জন্মে—আর প্রেম নাম শুনিবেন না মনে করিয়া ছিলেন; এক্ষনে নর্ত্তকীগণের কণ্ঠে—পুনরায় প্রেম শব্দ শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইলেন। গায়িকারা গাহিল:—

"প্রেম নিধি পারাবারে কে যাবে বলনা সই।
মন মত বঁধু বল সহজে মিলয়ে কই॥"

নানা পুনরায় প্রেম শব্দ শ্রবণ—করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু প্রেম শব্দের প্রতি ঘৃণা না করিয়া ক্ষণেক ভাবিলেন, ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে লাগিলেন।

গায়িকারা গাহিল:—

"যৌবন তরণি মোর:—
আশা তাহে কর্ণধার:—
বিরোধি বিচ্ছেদ বায়ু:—
বল কিসে পার হই॥"

নানার জ্ঞান হত হইল। তিনি প্রেম শব্দ শুনিবেন না মনে করিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রেমের কথায় তাঁহার কর্ণে সুধা বরিষণ করিবা দেওয়াতে তিনি অস্থির হইয়া, বিশ্রামাসনের একধারে শয়ন করিয়া গায়িকাগণের গীত শুনিতে লাগিলেন:—

গায়িকারা গহিল:—

"প্রেম নিধি পারাবারে কে যাবে বলনা সই।
মন মত বঁধু বল সহজে মিলয়ে কই॥"

নানা মোহিত হইয়া কামিনীগণের গীত শুনিতে লাগিলেন। কামিনীগণ গীতের সহিত নৃত্যও করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার তাহারা গীত গাহিল;—

"প্রেম নিধি চাহি মন ঃ—
উচ্চাটিত সর্ব্ব ক্ষণ ঃ—
কেমনে ভাসিব সই :—
জীবনের বঁধু বই ॥"

গায়িকারা সংগীত শেষ করিল। নানা যেন চারিদিক শূন্য দেখিলেন। তিনি অস্থির হইয়া ভাবিলেন, প্রেমই পৃথিবীর—সার বস্তু; সেই কারণে তিনি গায়িকাগণকে উন্মত্ত—ভাবে বলিলেন ঃ—

"সুন্দরীগণ! আবার পীযূষ বর্ষণ কর?"

গায়িকাগণ মহারাজের তৃপ্তি সাধনার্থে পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিল। নৃত্য সমাপন করিয়া গাহিল ঃ—

"প্রেম জলধরে চাহি মন মোর চাতকিনী।
বিচ্ছেদ নিদাঘ তাহে করিল রে দুঃখিনী ॥"

নানা আশ্চর্য্য হইয়া তাহাদের কোকিল—গঞ্জিত স্বর—শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। মনে মনে প্রেমকেই হৃদয়ের সার বস্তু বলিয়া ভাবিলেন, কিন্তু সে ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে কামিনীগণের—প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এমন সময়ে গায়িকারা পুনরায় গাহিল ঃ—

"যৌবন ব্যাধি আমার ঃ—
করিতেছে জর জর ঃ—
তৃষায় আকুল প্রাণ ঃ—
কিসে বাঁচি স্বজনী ॥"

নানা সংগীতের সুরে মোহিত হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গায়িকারা পুনরায় গাহিল ঃ—

" প্রেম জলধরে চাহি মন মোর চাতকিনী।
বিচ্ছেদ নি—দা—ঘ ঃ—

গায়িকারা যেমন পুনরায় গাহিল—অমনি কর্ণপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ হইতে ভীষণ কামানের ধ্বনি উঠিল; গায়িকারা চমকাইয়া ভীত ভাব ধারণ করিল। নানা চমকিতে উঠিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন ঃ—

"ও কি ও?—হৃদয়—কাঁপে কেন?"

তিনি পুনরায় তোপের ধ্বনি শ্রবণ করিবেন, ভাবিয়া স্থির কর্ণে রহিলেন। প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড সমস্ত স্থির ভাবে রহিল, তথাপি পুনরায় তোপের ধ্বনি শোনা গেল না। নানা প্রেম চিন্তায় উন্মত্ত ছিলেন, কিন্তু ডম্বরুর ধ্বনি শুনিয়া কালফণি কতক্ষণ গহ্বরে নিশ্চিন্ত থাকে!! হস্তির বৃংহিত শ্রবণ করিয়া মৃগরাজ কতক্ষণ গুহায় অবস্থান করেন!! সেই কারণে তিনি একবার মস্তক উত্তোলন করিলেন। আর কামানের ধ্বনি না শুনিয়া পুনরায় প্রণয়ের সংগীত শুনিবেন ভাবিয়া গায়িকাদের বলিলেন ঃ—

" সুন্দরীগণ! সংগীত আরম্ভ কর? কোন শঙ্কা নাই!!"

সুন্দরীগণ পুনরায় গাহিল ঃ—

" প্রেম জলধরে চাহি মন মোর চাতকিনী।
বিচ্ছেদ নিদাঘ তাহে করিল রে দুঃখিনী ॥'

নানা এবার সুস্থির চিত্তে শুনিতে পারিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইতে লাগিলেন; শেষে একাগ্রচিত্ত হইয়া শুনিবেন ভাবিলেন ঃ—

গায়িকারা গাহিল ঃ—

" কুল শীল মান ভয় ঃ—
তেয়াগিতে বুঝি হয় ঃ—
গুরুজন বাদ তাহে ঃ—
অবলা প্রমাদ গণি ॥"
প্রেম জলধরে চাহি মন মোর চাতকিনী।
বিচ্ছেদ নিদাঘ তাহে করিল রে দুঃখিনী ॥
যৌবন ব্যাধি আমার ঃ—
করিতেছে জর জর ঃ—"
তৃষায় আকুল প্রাণ ঃ—

গায়িকারা যেমন সংগীত শেষ করিতে যাইবে অমনি ভীষণ গর্জ্জনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিকট হইতে কামানের আওয়াজ উঠিল। কামিনীগণ চমকাইয়া ভয়ে প্রস্থান করিল। নানা সচকিতে বিশ্রামাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন ঃ—

"না—না—এ দেখ্ছি বৃটনীয় কামান ধ্বনি !! দুরাশা ! দুরাশা !! ব্যাঘ্র কোন কালে শিকারে বিমুখ হয় !! "

—০০—

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

আঘাৎ প্রাপ্ত ভুজঙ্গ।

উপাচুয়াকে চররূপে রাখিয়া, শিবপ্রসাদের মুখে নানার অসতর্কতার সংবাদ শুনিয়া, নানক চাঁদ লক্ষ্ণৌ নগরের অনতিদূরবর্ত্তি নিভৃত স্থলস্থিত নীল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নীল সাহেবের সহিত প্রায় পঞ্চ—সহস্র সুশিক্ষিত সেনা ছিল, এবং উত্তমোত্তম কামান ও ছিল। নানক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ আশা সফল করিয়া লইবার কারণ তাঁহার নিকটে প্রস্তাবনা করিলেন। নীল সাহেব অতীব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি নানকের নিকটে তাঁহার কথিত আশা সফল করিতে প্রতিজ্ঞাত হইলেন। নানক মনে মনে আনন্দিত হইয়া সেই নিশাযোগেই কর্ণপুর আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সতীচোরার ঘাট অরক্ষিত ছিল। কর্ণপুরের দ্বার স্বরূপ সতীচোরার ঘাটে সসৈন্যে নীল সাহেব আগমন করিলেন। আগমন পূর্ব্বক, সেই ঘোর নিশাতেই আক্রনণ বিধেয় ভাবিয়া কর্ণপুরের উপরে গোলা বৃষ্টি—করিলেন। সেই সংবাদ ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিয়া অপরাপর স্থানের অবস্থাপিত সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রস্তুত হইয়া রহিল। তাহারা নানার আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া রহিল। নানা সেই সংবাদ শ্রবণে ও কামানের গর্জ্জন শ্রবণে, ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"চির প্রসিদ্ধি প্রবাদ মতে হস্তীই—হস্তীসম পরাক্রমীকে রণে আহ্বান করে। সিংহই সিংহসম পরাক্রমীকে আক্রমণ করে !! একি ! শশকের

সিংহশিশুর প্রতি আক্রমণ করণ আশা !! লীলাময়ের লীলা বোঝা ভার !! কোথায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তবাসী হিন্দু ও মুসলমান সেনা, আর কোথায় পশ্চিম সমুদ্র গর্ভস্থ সামান্য দ্বীপবাসী সামান্য সেনা !! ওঃ !! বুঝিয়াছি !! পক্ষই পতঙ্গের মৃত্যুর কারণ !! দেব পশুপতি !! এসো দেব !! আমার হৃদয়াসনে অধিষ্টিত হও !! আমি তোমার অভয় চরণের কৃপায় উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রণস্থলে প্রবেশ করিয়া ; একবার যবন বক্ষ পদভরে বিদলিত করিয়া বীর জন্ম সফল করি !! বল্লা—বল্লা, জীবনের বন্ধু—বল্লা !! স্বামী—কি আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার উপরে আমার ঘৃণার উদ্রেক করাইয়া ছিলেন !! না—না—না—বল্লার প্রণয়ে কলঙ্ক নাই !! যে বীর জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করাইয়া বন্ধুর সাহায্য করিতে আসিয়াছে !! তাহার আবার বন্ধুত্বের পরিচয়ের আবশ্যক !! মন হইতে স্মৃতি বিলীন হও ? বল্লাকে ঘৃণা করিব, কথনই নয় !! যে বীরের তীব্র কটাক্ষে বৃটনীয় সেনা ভস্মীভূত হইয়া ছিল ; সেই বীরকে এ সময়ে ঘৃণা করিব !! অহল্যাসুন্দরী—তুমি মাধবীলতা ! বল্লারাও তোমার পক্ষে উপযুক্ত সহকার হইয়াছেন। বল্লাকে দেখিলে আমি চিরজীবন সুখী হই ! সেই বল্লাকে আমি সন্দেহ করিব—কথনই না !! "

তিনি এই প্রকারে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নিময় মূর্ত্তিতে টীকাসিংহ তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার তেজস্বী মূর্ত্তি সন্দর্শনে ধুন্ধুপন্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"কি—টীকাসিংহ—সংবাদ কি ?"

টীকাসিংহ সগর্ব্বে বলিলেন ঃ—

"মহারাজ ! পৃথিবী সংহার করিবার কারণ পুনর্ব্বার মহাপ্রলয়ের আবির্ভাব হইয়াছে !! সুমেরুর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ভূকম্পনে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে !! সাগরের উর্ম্মি মেঘ দামকে স্পর্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছে !! পুনরায় বৃটনীয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত আক্রমণ করিতে কর্ণপুরে প্রবেশ করিয়াছে !!"

নানা চমকিত হইলেন। টীকাসিংহ নিস্তব্ধ হইলেন। নানা—সিংহের ন্যায় তেজস্বী ভাবে বলিলেন ঃ—

"টীকা সিংহ ! ঘোর ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত ধূম্রল আকাশ

কতক্ষণ প্রবল বায়ুর সহিত সমর করিতে পারে!! বৃটনীয়—গণের বৃথা প্রয়াস!! এবার আর না!! আর্য্যাবর্ত্ত বিজয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হইব না। যাহাতে একেবারে বিজাতীয়নাম ভারত হইতে বিলুপ্ত হয়!! যাহাতে একেবারে উহাদের বঙ্গসাগরের গর্ভে নিহিত করিতে পারি! তাহার চেষ্টা করিব। যাও? টীকাসিংহ, সকল বীরগণকে জ্ঞাপন কর? যেন সকলেই রণরঙ্গিনী চণ্ডী মূর্ত্তিতে রণাঙ্গনে বৃটনীয় দলনার্থে কৃত সংকল্প হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হয়!! কোথায় বৃটন! কোথায় ভারত!! সহস্র সহস্র যোজনের ব্যবধান!! শত শত গিরি, শত শত নদী, শত শত গ্রাম, শত শত বর্ষ, শত শত অরণ্য, শত শত মহারণ্য অতিক্রম করিলে, ভারতবাসী বৃটনের মুখ দেখিতে পাইবে; বৃটনবাসী ভারতের মুখ দেখিতে পাইবে। টীকাসিংহ! বৃটনীয়গণ কোন পথে প্রবেশ করিয়াছে?”

টীকাসিংহ ববিলেন :—

“মহারাজ সতীচোরার ঘাট অরক্ষিত ছিল, মহাবীর বল্লারাও মহা-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। সেই পথ দ্বারা বৃটনীয় সেনাপতি সসৈন্যে কর্ণপুর আক্রমণ করিয়াছে, অদ্য নিশা প্রভাতেই সমর উপস্থিত হইবে। সেই সমরে হয় মহারাজ জয় লাভ করিয়া ভারতকে একছত্রী করিবেন; না হয় আমরা মহারাজের সমক্ষে শত্রুর শানিত অসি বক্ষে আঘাতিত করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিব। মহারাজ!! মহাবীর বল্লারাও এই সমরের দক্ষিণ হস্ত; তিনি আমাদের শিরোমণির স্বরূপ! তাঁহাকে উত্তেজিত না করিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই!!”

এতচ্ছ্রবণে নানার হৃদয় আঘাতিত হইল, তিনি বলিলেন :—

“টীকাসিংহ! বৃটনীয়েরা কর্ণপুরে প্রবেশ করিয়াছে, আর বল্লারাও পীড়িত অবস্থায় আছেন!! তুমি জেনো; যেমন প্রবল বায়ুর প্রভাবে স্থির সমুদ্র তরঙ্গান্বিত হয়, তদ্রূপ আমার উত্তেজনায় তিনি উত্তেজিত হইবেন। বল্লা,—মহাবীর বল্লা! তাহার পীড়া! যাও তুমি, আমি স্বয়ং বল্লার নিকটে চলিলাম?”

এই বলিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ আক্রমণ।

নিশা শশীর সহিত প্রস্থান করিলেন; যেন ভারতের ভাগ্যাকাশ হইতে চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ একেবারেই নির্ব্বাপিত হইল। সুখতারা ক্রমে গগন-পটে মিসিয়া গেল, যেন ভারতের সুখও তাহার সহিত এজন্মের মত ভারতের গর্ত্তে মিলিত হইবে, তাহার সূচনা হইল। পূর্ব্বগগন হইতে সূর্য্য প্রকাশিত হইল না, তথাপি রক্তিম কিরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল, যেন ক্ষণপরে সেই রক্তস্রোতে সমগ্র ভারত ভাসিবে, তাহার চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। আকাশে রক্তিম মেঘশ্রেণী স্তরে স্তরে শোভিত হইল, যেন তাহারা রক্তবৃষ্টি করিয়া ধরাকে অল্প সময়ের মধ্যে প্লাবিত করিবে, তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষকুল নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিল। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না থাকিলে, পৃথিবীতে পবন দেব আছেন কি না সন্দেহ হইতে লাগিল। শিবাকুল দিবাভাগে নির্ভয়ে চণ্ডরব করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কুক্কুরকুল প্রতি গৃহস্থের দ্বারে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল। কাক কোকিল কেহই বাসা হইতে বাহির হইল না; কেহই মনোমত শব্দ করিল না। কর্ণপুরস্থ হিন্দু শিশুকুল, যাহারা মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিল; তাহারা মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদ শুনিয়া মাতৃস্তন ছাড়িল না। আবাল বৃদ্ধ সকলেই সন্দিগ্ধ হইল। আশু বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা করিয়া সকলেই ভাবিতে লাগিল।

এমন সময়ে নীলসাহেব সতীচোরার ঘাট-স্থাপিত—তাম্বু হইতে জাগ্রত হইলেন। প্রগাঢ় নিদ্রা যান নাই; সশস্ত্র হইয়া নিদ্রা

যাইতেছিলেন। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া সসাহসে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন ঃ—

"জীবন! তোমায় বিশ্বাস কি? কোটী কোটী সিপাহির হস্তে তোমাকে দান করিতে চলিলাম; তুমি যদি একদিনও বৃটনের অন্নে পালিত হইয়া আমার দেহে থাকিও; নচেৎ সেই ক্ষণেই আমার লীলা শেষ হইবে। জীবন! তুমি অমূল্য রত্ন, যদি তোমার বিনিময়ে আমি অপর কোন মহামূল্য বস্তু প্রাপ্ত হই, তাহা কি তোমার অভিপ্রেত নয়। দেখো জীবন! তুমি ক্ষণস্থায়ী; এ দেহও ক্ষণভঙ্গুর!! বৃটনবাসী ইংরাজ তোমাদের আশা করে না। যদি তোমাদের উভয়ের বিনিময়ে কোন চিরস্থায়ী বস্তু পাওয়া যায়, তাহা কি তোমার অভিপ্রেত নয়? আমি তোমার বিনিময়ে চিরস্থায়ী যশঃ আহরণ করিব; সেই যশোবলে আমি অমর হইয়া থাকিব। ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রয়াস কি হইতে পারে!! এসো অসি! তোমাকে একবার জীবনের মত আলিঙ্গন করি। তোমাকে যে করে ধৃত করিয়া সেবা করিতেছি, সেই কর দ্বারাই সিপাহিরক্তে রঞ্জিত করিতে লইয়া যাইতেছি!! দেখো অসি! আমার মান রাখিও? মাতঃ! পিতঃ! স্নেহাধার পুত্র! প্রেমাধার পত্নি! তোমাদের চিত্র উদ্দেশ করিয়া, একবার হৃদয়ে স্মরণ করিয়া অঙ্কিত করিলাম। এই বিপদবারিধির পার পাইব এমন আশা নাই; যদি জীবিত থাকি; যশালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব, নচেৎ এই অবধি আমার লীলা শেষ হইল!! ওঃ—বৃটন! তোমার প্রিয় কর্ম্ম সাধনে জীবন প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলাম; দেখো আমার অন্তে যেন যিশুখৃষ্টের পদমূলে স্থান হয়!!"

নীলসাহেব এইপ্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া কটীস্থিত ইঙ্গিত বংশী ধ্বনিত করিলেন; সসাহসে বাহিরে আসিলেন; শিবিরের চারিধারে অগণ্য প্রবল সিংহশিশুর ন্যায় বৃটনীয় সন্তানগণ স্বদেশের কারণ সিপাহীর হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহা দেখিলেন।

জীবন! জীবন অমূল্য রত্ন; অনন্ত মায়ার আকর স্বরূপ! তাহা প্রদান করিতে কাহার না হৃদয়ে ব্যথার উদয় হইয়া থাকে? এই অগণ্য সেনার মধ্যে সকলেই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত রহিয়াছে, সকলের বদনই সাহসপূর্ণ বলিয়া

বোধ হইতেছে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জীবনের মমতা হৃদয়ে উদয় হওয়াতে সকলেই একবার করিয়া ব্যাকুল হইতেছে, কাহারো২ নয়ন হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা হীনপ্রতিজ্ঞ হইতেছে না।

রক্তিম রাগে অরুণ দেব পূর্ব্বগগনে দেখা দিলেন। নিশীথ নীহারাকুল বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে আরো কাহাদের যশঃ ঐ প্রকার অনন্ত গর্ত্তে মিশ্রিত হইবে, তাহার উপমা প্রদান করিয়া গেল।

সূর্য্যোদয়ের সহিত রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রণভেরীর হুহুঙ্কারে সেনাবৃন্দের বিষাদিত অন্তঃকরণ কম্পিত হইয়া উঠিল। সকলের অন্তরেই দ্বিগুণ সাহসের উদয় হইল। পদাতিক, অশ্বারোহী, কামানবাহী, বাদ্যকর নিয়মিত রূপে সজ্জিত হইল। এই অবসরে নীল সাহেব সেনাগণকে উৎসাহিত করিয়া রণে প্রবেশ করিবেন বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে বলিলেন ঃ—

"বৃটনের প্রিয় সন্তানগণ! এক বার হৃদয় ভরিয়া ভাবিয়া দেখ, আমাদের প্রিয় ভগিনীগণ, প্রিয় ভ্রাতৃগণ. পিতৃস্থানীয়গণ, জননীস্থানীয়গণ, পুত্র ও কন্যাস্থানীয়গণ, কাফের সিপাহিগণের হস্তে আবদ্ধ!! আমরা থাকিতে আমাদের ভগিনী, ভ্রাতা, জনকজননী কাফেরগণ দ্বারা অবমানিত হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কি আছে!! মান্যই জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু। সেই মান্য আহরণার্থে জীবন প্রদান করা অতি সামান্য কথা! আমাদের ভগ্নী ও জননীর সতীত্ব যাহাদের দ্বারা নাশ হইল; ভ্রাতা, পুত্র, পিতা প্রভৃতির জীবন যাহাদের দ্বারা সংহৃত হইল; তাহাদের জীবন আমরা গ্রহণ করিব না; অবশ্যই করিব। দেখ—যেমন সূর্য্যের কিরণ কোন কালে মেঘদামে আবৃত করিতে পারে না তাহার আভা লুকাইবার নয়; তদ্রূপ আমাদের সামর্থ্য কেন আমাদের হৃদয়ে বিলুপ্ত থাকিবে; একবার জীবনাবধি পণ করিয়া দুরাত্মা সিপাহিগণের জীবন হরণ পূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্ব মান্য সংস্থাপন করিব। ইহাতে জীবন যায়—পরগতি লাভ হইবে; জীবন্ত থাকি—অনন্ত সুখভোগ করিব। আর না, ঐ দেখ তরুণ অরুণ নবীন কিরণে ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে!

আমরা ঐ অরুণের অস্তগমনের পূর্ব্বে যাহাতে কর্ণপুর গ্রহণ করিতে পারি [illegible] করিব।”

নানা সাহেব নানকচাঁদের অপেক্ষায় ছিলেন। নানকচাঁদ আসিয়া মিলিত হইলেন। নানকচাঁদকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তিনি ভেরী বাজাইলেন। সেই ইঙ্গিত ভেরী মতে রণবাদ্যের সহিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা রণস্থলাভিমুখে গমন করিল। যেন সেই গতিতে ভারতের বর্ত্তমান সুখ স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পিশাচ মহল। মহাহত্যা।

যদি শকুনি না থাকিত, তাহা হইলে কখনই সন্ধিপ্রত্যাশী শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের নিকটে অবমানিত হইতেন না। যদি শিখণ্ডী না থাকিত, তাহা হইলে কখনই ভীষ্মকে সহজে রণে পতিত করা যাইত না। যদি শ্রীকৃষ্ণ মায়াজাল বিস্তার না করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞাত জয়দ্রথ বধ কখনই সাধিত হইত না। যদি ব্যাধ আসিয়া পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ প্রদান না করিত, তাহা হইলে জলস্তম্ভমধ্যবর্ত্তী দুর্য্যোধনের সংবাদ ভীম পাইতেন না। যদি বিভীষণ রামের পদানত না হইতেন, তাহা হইলে কখনই সহজে দশানন নিহত হইতেন না। তদ্রূপ তান্তিয়া তোপীর কারণেই কর্ণপুর পরাজিত হইয়াছিল।

মহারাজ ধুন্ধুপন্থ শোভাদা-বাটীস্থ ক্রীড়া-স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবির-গৃহে আসিলেন। টীকাসিংহ রণে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা চারি দিকে প্রকাশিত করিয়া দিতে প্রস্থান করিলেন। জনৈক বিজ্ঞ প্রতিহারী মহারাজার হুকুম লইয়া বল্লারাওকে জানাইতে প্রস্থান করিল। এমন সময়ে ক্রূরমতি তান্তিয়াতোপী তথায় প্রবেশ করিয়া মহারাজের চরণ বন্দনা করিল।

মহারাজ ধুন্ধুপন্থ তান্তিয়াকে প্রসাদিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“তান্তিয়া! সংবাদ কি?”

পাপিষ্ঠ সহাস্যে বলিলঃ—

“মহারাজ! আপনি হরিণশিশুকে ধারণ করিতে সিংহধারণক্ষম জাল বিস্তার করিয়াছেন!!”

নানার অতুল বুদ্ধি, তিনি বলিলেন :—

“তান্তিয়া! তুমি ও কথা মুখে আনয়ন ক'রো না। শত্রু ক্ষুদ্রই হোক্ আর বলবান্ই হোক্ একই কথা। পিপীলিকা দংশন করিলেও বলীকে অস্থির হইতে হয়!!”

তান্তিয়া পরাস্ত হইল। অদূরে কামানের গর্জ্জন উঠিল। সিপাহিগণের রণচীৎকার আরম্ভ হইল। নানার হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। তিনি মনে২ ভাবিলেন যে মহম্মদ বাহাদুর, টীকাসিংহ, আজীমুল্লা, নাগপুররাজ, জোয়ালাপ্রসাদ, প্রভৃতি এক এক জন মহারথী! ইহাদের সমকক্ষ হইয়া সমর করিতে করিতে যখন ইংরাজগণ হীনবল হইয়া আসিবে, সেই অবসরে মেষের পালে ব্যাঘ্র যেমন পতিত হইয়া মেষদল সংহার করে, তদ্রূপ তিনি বল্লারাওর সহিত একত্রে রণে প্রবেশ করিয়া ইংরাজগণকে সংহার করিবেন। পুনরায় কামানের শব্দ হওয়াতে তান্তিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

“তান্তিয়া! কোন্২ সেনাপতিকে কি প্রকারে উদ্যোগী হইতে দেখিয়া আসিলে!—বল?

তান্তিয়া করজোড়ে বলিল :—

“মহারাজ! সকলকেই সুসজ্জিত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু বল্লারাওকে দেখি নাই; মহারাজের তজ্জন্য কোন সন্দেহ নাই। নীলসাহেব অতি সামান্য

সেনা লইয়াই কর্ণপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। পিপীলিকার সারি পদদলনের ভরে কতক্ষণ জীবন ধারণ করিতে পারে? ইংরাজগণের সেনার সহিত আমাদের সেনার এত ন্যূনাধিক্য—যে ঘণ্টাকাল সমর হওয়া অসম্ভব !! মহারাজ ! আর একটী কথা, যখন এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরাজগণকে বিজয় করাই সম্ভব, তখন ইংরাজ বন্দিনীগণকে আর কেন জীবিত রাখেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, যে ইংরাজেরা আর—আক্রমণে চেষ্টা পাইবে না, কিছু দিবস পরে ইংরাজ কামিনীদিগকে পরিত্যাগ করা হইবে; কিন্তু সে আশা বিফল হইল। এক্ষণে আর কালবিলম্ব না করিয়া উহাদের সতীত্বের ও জীবনের উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত !!”

যে সময়ে হিউগসাহেবের সমক্ষে হিউগসাহেবের স্ত্রীর জীবন হরণ, ও তাঁহার কন্যাগণের সতীত্ব হরণ করা হয়, তখনি ভারতলক্ষ্মী নানার উপরে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অসন্তোষসূত্রে শনিদেব নানার ভাগ্যে অধিষ্ঠান করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। যে দণ্ডে তান্তিয়া এই বাক্য উচ্চারিত করিলেন, অমনি ধার্ম্মিক বৃহস্পতিদেব নানার ভাগ্যে কুঞ্চিত হইলেন। শনিদেব বৃহস্পতির কুঞ্চনে ভাগ্যাসনে শূন্য স্থান পাইয়া প্রবেশ করিলেন। বৃহস্পতিদেব প্রস্থান করিলেন। নানার দুর্ম্মতির উদয় হইল। তিনি নৃশংস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তান্তিয়ার মতে সম্মত হইলেন। তাঁহার সম্মতি পাইয়া কালদূতরূপী তান্তিয়া সামান্য সেনা সমভিব্যাহারে বন্দিনীগণকে আনয়ন করিতে গমন করিল। অল্পকালের মধ্যেই সুরক্ষিতা বন্দিনীগণকে শিশুসন্তানগণের সহিত আনয়ন করিল। যেন যবনগণ সবৎস গাভী হনন করিবার নিমিত্ত বধ্যভূমিতে আনয়ন করিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পতিবিয়োগ-বিধুরা। সেই অভিনব শোকে ও ক্ষুৎপিপাসায় জর্জ্জরিতাপ্রায় হইয়া আছে। সন্তানগণকে আহার দিতে না পারায় যাহাদের শিশুগণ মরিয়াছিল, তাহারা নানার নিষ্ঠুরতা—নানার হৃদয়ে উদিত করাইবার কারণ হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদের সহিত মৃত শিশু ক্রোড়ে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যে সকল শিশু ক্ষুৎপিপাসায় ও বায়ুর চলাচল বিহীনে মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল,

তাহাদের জননীগণ বক্ষে করাঘাত করিতে ২ সেই মুমূর্ষুপ্রায়—শিশুগণকে বক্ষে করিয়া কান্দিতে ২ ভূমে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সকলেই মহাশোকসাগরে ভাসিতে লাগিল। প্রায় দুইশত স্ত্রীগণের মধ্যে একশত জীবিত ছিল। আর সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। একশত স্ত্রীগণ ব্যতীত শিশুসন্তান ও জনকয়েক সাহেব ছিল। অদূরে ভীষণ সমর হইতেছে; তাহার শব্দে সেই প্রদেশ কম্পিত হইতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ কামিনীগণের আর্ত্তনাদে সকলের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। কেহ মৃত পুত্র ও পতির নাম করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ বা মুমূর্ষুপ্রায় পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চীৎকার করত কন্দিতে লাগিল। কেহ বা পুত্রের স্থির নয়ন দেখিয়া স্বীয় বক্ষে করাঘাত করিয়া ঈশ্বরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। কেহ ২ পুত্রের মুখে বারি সেচন করিবে বলিয়া প্রহরিগণের নিকটে বারি ভিক্ষা করিল। ক্রূরমতি প্রহরিগণ উপহাস করিয়া উঠিল দেখিয়া তাহারা ভীষণতর চীৎকার করিতে লাগিল। কেহ বা মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া ভূমিতে মস্তক আঘাতিত করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কেহ ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া শুষ্ককণ্ঠে কথা কহিতে না পারিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক আহার প্রার্থনা করিবার ইঙ্গিত করিল। তান্তিয়ার সহচরগণ, তদ্দর্শনে পদের পাদুকা লইয়া তাহাদের মুখে দিতে লাগিল। কেহ ২ সেই কষ্টে তৎক্ষণাৎই মূর্চ্ছিত হইয়া এ জন্মের লীলা সংবরণ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ যাতনার সময়ে সুন্দরী যুবতীগণকে লইয়া নিষ্ঠুর সেনাগণ আমোদ করিতে লাগিল।

এই ভীষণ নিষ্ঠুরতার চিত্র দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সর্ব্বত্রই কম্পিত হইল। নানা ধূন্ধুপন্থ শিবিরের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন। কামিনীগণের চীৎকারে এক এক বার তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তিনি আকাশ প্রদেশে চাহিয়া দেখিলেন, যেন মূষলধারে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। তদ্দর্শনে দাঁড়াইয়া উঠিলেন; চারি দিকে যেন কবন্ধগণকে নৃত্য করিতে দেখিলেন। তাঁহার শরীর কম্পিত হইল। এমন সময়ে কে যেন আকাশবাণীচ্ছলে বলিল :—

ধুন্ধুপন্থ! এতদিনে ভারতের সুখ আশা স্বপ্নে পরিকল্পিত হইল। আমি এত দিন তোমার নিকটে—আবদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে মহাবীর ক্যানিং আমাকে আরাধনা করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে প্রস্থান করিলাম। তোমা হইতেই ভারত স্বাধীন পথ হইতে স্খলিত হইলেন। হিন্দু স্বাধীনতা নাশ হইল। ইংরাজগণ ভারতের অধিপতি হইলেন। আমার চঞ্চলা নাম আজ সার্থক হইল।"

হঠাৎ আকাশপথে রক্তিম আলোক প্রকাশিত হইল। অকালে বজ্রধ্বনি হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। ভীষণ পবন প্রবাহিত হইল। এমন সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গন হইতে এক জন দূত তথায় প্রবেশ করিয়া সবেগে মহারাজের পদতলে পতিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলঃ—

"মহারাজ! ভীষণ রণ! আমরা বক্ষ পাতিয়াও কিছু করিতে পারি নাই। টীকাসিংহ রণে নীলসাহেবের গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে সংবাদ দিবার কারণ জীবন লইয়া আসিয়াছি; আর যাতনা সহ্য হয় না—ও—ও—ওঃ।"

দূত অল্প সময়ের মধ্যে যাতনায় অস্থির হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লার অভিষেক।

এদিকে তান্তিয়াতোপী অসহায়া বৃটীশ-কামিনীগণকে লইয়া অস্বাভাবিক যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। নানা আপনার ভাবনায় ও টীকাসিংহের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া শিবিরের মধ্যে আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া প্রভুর অজ্ঞাতে অতীব নিষ্ঠুর হৃদয়ে কামিনীগণকে, শিশুগণকে যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। কামিনীগণ সেই যাতনায় অস্থির হইয়া করুণ নিনাদে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ভীষণ আর্ত্তনাদে কম্পিত হইয়া ভারতলক্ষ্মী পদ্মাসন হইতে স্খলিত হইলেন। তিনি সেই কাতর চীৎকারে ব্যথিত হইয়া আকাশরূপিণীবেশে নানার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নানা সেই সময়ে টীকাসিংহের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া বলিলেনঃ—

"মাতঃ রণদেবি! তুমি কোথায়!! আমি কি স্বকার্য্যসাধনহেতু এই দুস্তর বিপদ বারিধিতে ভাসিতে গিয়াছিলাম না ভারতের মঙ্গলহেতু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কেন মা আমার উপর নির্দ্দয় হোলে! কেন মা হিন্দুস্বাধীনতার উপরে নির্দ্দয় হোলে!! মাতঃ! যদি কোন অপরাধ হোয়ে থাকে, এসো—আমার সমক্ষে প্রকাশ কর; আমি যে দেহকে তুচ্ছ ভাবিয়া স্বজাতীর—স্বদেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই দেহস্থিত হৃদয়প্রবাহিত উষ্ণশোণিত তোমার তৃপ্তির কারণে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি!! না—মা!! আর একবার ও রাঙ্গা চরণযুগল আমাকে প্রদর্শন করাও? আমি স্বদেশের কারণ—হিন্দু জনক জননীর দুঃখাবসানের কারণ, ভারতের স্বাধীনতার কারণ—অকা-

ধুন্ধুপন্থ! এতদিনে ভারতের সুখ আশা স্বপ্নে পরিকল্পিত হইল। আমি এত দিন তোমার নিকটে—আবদ্ধ ছিলাম, এক্ষণে মহাবীর ক্যানিং আমাকে আরাধনা করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকটে প্রস্থান করিলাম। তোমা হইতেই ভারত স্বাধীন পথ হইতে স্খলিত হইলেন। হিন্দু স্বাধীনতা নাশ হইল। ইংরাজগণ ভারতের অধিপতি হইলেন। আমার চঞ্চলা নাম আজ সার্থক হইল।”

হঠাৎ আকাশপথে রক্তিম আলোক প্রকাশিত হইল। অকালে বজ্রধ্বনি হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। ভীষণ পবন প্রবাহিত হইল। এমন সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে সমরাঙ্গন হইতে এক জন দূত তথায় প্রবেশ করিয়া সবেগে মহারাজের পদতলে পতিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলঃ—

“মহারাজ! ভীষণ রণ! আমরা বক্ষ পাতিয়াও কিছু করিতে পারি নাই। টীকাসিংহ রণে নীলসাহেবের গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে সংবাদ দিবার কারণ জীবন লইয়া আসিয়াছি; আর যাতনা সহ্য হয় না—ও—ও—ওঃ।”

দূত অল্প সময়ের মধ্যে যাতনায় অস্থির হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লার অভিষেক।

এদিকে তান্তিয়াতোপী অসহায়া বৃটীশ-কামিনীগণকে লইয়া অস্বাভাবিক যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। নানা আপনার ভাবনায় ও টীকাসিংহের নিধন সংবাদ শ্রবণ করিয়া শিবিরের মধ্যে আহত ভুজঙ্গের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন। তান্তিয়া প্রভুর অজ্ঞাতে অতীব নিষ্ঠুর হৃদয়ে কামিনীগণকে, শিশুগণকে যাতনা প্রদান করিতে লাগিল। কামিনীগণ সেই যাতনায় অস্থির হইয়া করুণ নিনাদে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ভীষণ আর্ত্তনাদে কম্পিত হইয়া ভারতলক্ষ্মী পদ্মাসন হইতে স্খলিত হইলেন। তিনি সেই কাতর চীৎকারে ব্যথিত হইয়া আকাশরূপিণীবেশে নানার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। নানা সেই সময়ে টীকাসিংহের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া বলিলেন ঃ—

“মাতঃ রণদেবি! তুমি কোথায়!! আমি কি স্বকার্য্যসাধনহেতু এই দুস্তর বিপদ বারিধিতে ভাসিতে গিয়াছিলাম না ভারতের মঙ্গলহেতু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কেন মা আমার উপর নির্দ্দয় হোলে! কেন মা হিন্দুস্বাধীনতার উপরে নির্দ্দয় হোলে!! মাতঃ! যদি কোন অপরাধ হোয়ে থাকে, এসো—আমার সমক্ষে প্রকাশ কর; আমি যে দেহকে তুচ্ছ ভাবিয়া স্বজাতীর—স্বদেশের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই দেহস্থিত হৃদয়প্রবাহিত উষ্ণশোণিত তোমার তৃপ্তির কারণে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি!! না—মা!! আর একবার ও রাঙ্গা চরণযুগল আমাকে প্রদর্শন করাও? আমি স্বদেশের কারণ—হিন্দু জনক জননীর দুঃখাবসানের কারণ, ভারতের স্বাধীনতার কারণ—অকা-

স্থরে—আমার হৃদয়ের রক্তে ওরাঙ্গা পদযুগল রঞ্জিত করিব। ওঃ! টীকাসিংহ !!—”

নানা টীকাসিংহের নাম করিয়া যেমন আরও কিছু বলিতে চেষ্টা করিবেন অমনি আকাশপ্রদেশে থাকিয়া ভারতলক্ষ্মী তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন।

নানা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন; আকাশপটে চাহিয়া দেখিলেন:—একটী অপূর্ব্ব চিত্র তাঁহার সমক্ষে ভারতের গগনে চিত্রিত হইল। যেন দুইটী অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী কমলাসনা কামিনী স্বর্গীয় বিভায় বিভাষিত হইয়া আকাশপটে চিত্রিত রহিয়াছেন।

একটী অপরটী অপেক্ষা রূপে ও অলঙ্কার শোভাতে শ্রেষ্ঠ; অপরটী যেন প্রথমটীকে আস্তে আস্তে কি বলিয়া এক হস্তে প্রথমটীর উভয় হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক অপর হস্তে তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিতেছেন। একে একে উন্মোচন করিয়া স্বীয় অঙ্গে পরিতেছেন। প্রথমটী অপমানে অধোমুখী হইয়া দণ্ডায়মান আছেন; কিন্তু তাঁহার রূপজ্যোতি প্রভাত-কালীন পূর্ণশশীর ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। বিন্দু বিন্দু অশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে নির্গত হইতেছে। অপর ললনা সমস্ত অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্ব ললনার চরণ চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রথম ললনা অলঙ্কার বিহীন হইয়া হেমন্তের শিশিরশিক্ত প্রভাত চন্দ্রমার ন্যায় ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিলেন:—শেষে কম্পিতকণ্ঠে নানাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন:—

“ধুন্ধুপন্থ! আমি যে অবধি দুর্ব্বাসা ঋষি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলাম সেই অবধিই আমার সুখ সর্ব্বদা পদ্মপত্রের বারির ন্যায় চঞ্চল; এতদিন তোমাকে লইয়া সুখী ছিলাম; আজ আমার সে সুখের নিশি ফুরাইল। ভারতের সুখও আমার সহিত স্বপ্নে কল্পিত হইল!! আমি পুনরায় সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় লইতে চলিলাম।”

ভারতলক্ষ্মী এই প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নানা এই কথা শ্রবণ করিয়া আঘাতিত ভুজঙ্গের ন্যায় উচ্ছ্বাসের সহিত “মাতঃ ভারত লক্ষ্মী! তুমি কোথা যাও মা!” বলিয়া ভূমে পতিত হইলেন।

তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, যেমন স্থির হইয়া স্বীয় আসনে বসিবেন, অমনি আর একটী অস্ত্রাহত দূত রণস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল:—

“মহারাজ! আজিকার ভীষণ রণে আমাদের রক্ষা হইবার উপায় নাই। আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ জোয়ালাপ্রসাদ রণে নিপতিত হইয়াছেন। পাপিষ্ঠ নানকচাঁদ আমাদের সমস্ত কৌশল নীলসাহেবের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই উপদেশ মতে কার্য্য করিয়া, প্রবল ঝটিকা যেমন বৃহৎ শাল্মলীকে সহজেই ভূপতিত করিতে পারে, আজ সেইরূপে নীলসাহেব আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

দূত নিরস্ত হইল। অস্ত্রাঘাতে তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

নানা দূতকে বিদায় দিয়া বলিলেন:—

“একি! একি! একি প্রহেলিকা! তুঙ্গতম হিমালয়ের শৃঙ্গ কি সামান্য ভূকম্পনে পতিত হইল!! মেঘদাম স্পর্শনেচ্ছু শাল্মলীবৃক্ষ কি মৃদু পবনে পতিত হইল। ওঃ জোয়ালাপ্রসাদ! তুমি মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হও নাই!! নরক যাতনা তোমাকে সন্দর্শন করিতে হইবে না। তুমি স্বদেশের—স্বজাতীয়ের—কারণ জীবন প্রদান করিয়াছ? রণদেবী তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বর্গদ্বারে পঁহুছাইয়া দিবেন। টীকাসিংহ! তুমি মহাপুণ্য লাভ করিয়াছিলে, তাই এমন মৃত্যু লাভ করিলে; এ মৃত্যু তোমার ন্যায় বীরপুরুষের সর্ব্বথা কামনীয়!! জগদীশ্বর! প্রভু!! স্বজাতীর হিতার্থে যাহারা সমরে বক্ষ পাতিয়া দিতেছে, তাহাদের জীবনকে অক্ষয়স্বর্গে লইয়া যাইও!!”

এমন সময়ে অদূর হইতে কামানের ভীষণধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন; পরে বলিলেন:—

“আমার হৃদয় কাঁপে কেন? অনন্ত জলধি কি কুম্ভের বুদ্বুদ শব্দে কম্পিত হয়; অনন্ত পবন কি নিমেষের গতিতে পরিচালিত হয়!! তবে তবে আমার হৃদয় কাঁপে কেন!! যে হৃদয়ে শত শত কামান—দুন্দুভি-ধ্বনির ন্যায় বোধ হয় সে হৃদয় কাঁপে কেন! যে হৃদয়ে স্বজাতীয় স্বাধীনতার আহরণ মন্ত্র অঙ্কিত হইয়াছে সে হৃদয় কাঁপে কেন! স্ব—

না—একবার বল্লারাওকে স্মরণ করি!! বল্লারাও আমার জীবনের বন্ধু! ভীষণ বীর!! বিপদবারিধির একমাত্র তরণি!! সে বল্লারাও নিরস্ত!! ছি ছি!! বল্লারাও বিহনে এ সাগর সম সিপাহীবৃন্দ মুমূর্ষ প্রায় রোগীর ন্যায় রহিয়াছে, সে বীর কেশরীকে না দেখিলে, আমি অস্থির হই!!"

তিনি এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া, প্রতিহারীকে আহ্বান করিবার উদ্দেশে বলিলেন :—

"কে আছো!!"

এক জন প্রতিহারী ত্বরায় প্রকাশ পূর্ব্বক প্রণাম করিল :—

নানা তাহাকে বলিলেন :—

"তুমি মহাবীর বল্লারাওর শিবিরে যাইয়া, আমার অভিপ্রায় জানাও যে আমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে নিতান্ত অভিলাষী!!"

প্রতিহারী "যা আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

নানা পূর্ব্বে আসনে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বাপর ভাবিতে লাগিলেন।

ওদিকে বল্লারাও অহল্যার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও শিবপ্রসাদের মন্ত্রে জর্জ্জরিত হইয়া, হিমসিক্ত কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় মুমূর্ষু প্রায় ছিলেন। যে দণ্ডে শিবপ্রসাদ নানার বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিরস্ত করেন, সেই দণ্ডেই তিনি অসি পরিত্যাগ করিয়া, ক্রন্দনে নিরত হইয়া ছিলেন। আশ্রমে বল্লারাওর মুখে—অলৌকিক বাক্য শ্রবণ করিয়াই অহল্যা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। ক্ষণপরে তিনি বুদ্ধিযোগে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া; বল্লা কেন তাঁহাকে তীরস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং বল্লা আর তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা জানিবার কারণ একখানি পত্র লিখিয়া যমুনার দ্বারা তাহা বল্লার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। যমুনা শিবিরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বল্লার হস্তে পত্র দিলেন। বল্লা পবিত্র প্রণয়ীর নিয়মানুসারে অহল্যাকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া, যমুনার হস্ত হইতে পত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং যমুনাকে শিবির হইতে তাড়াইয়া দিলেন। যমুনা অহল্যার নিকটে যাইয়া সমস্ত বলিলেন। অহল্যা মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। তিনি শিবপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যমুনা চলিয়া যাইলে, বল্লার

মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি সেই পত্র খানি কুড়াইয়া পাঠ করিয়া জানিলেন, যে ধুন্দুপন্থ না জানিয়া স্বামীর আদেশ মতে অহল্যার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এবং অহল্যা বল্লার পাণিপীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি প্রস্থান করিয়াছেন; অহল্যাও কোন মতে তাঁহার নিকটে অপরাধিনী নয়, ধুন্দুপন্থও কোন মতে তাঁহার নিকটে অপরাধী নয়!!

তিনি যখন পত্র পাঠে এই সংবাদ জানিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তিনি একবার উচ্চৈঃস্বরে :—

"অহল্যা আমি তোমাকে না জেনে তাচ্ছল্য কোরলেম!! ধুন্দুপন্থ আমি না জেনে ভাই তোমার নিকটে অবিশ্বাসী হোলেম। ওঃ!"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া, যেমন তিনি পরিত্যক্ত অসি গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিবেন, অমনি নানার প্রেরিত দূত তাঁহার সমীপে প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদেশ জানাইল। বল্লা উন্মত্ত হইয়া নানাকে উদ্দেশে গমন করিলেন।

এদিকে বৃটনের রাজলক্ষ্মী ভারতলক্ষ্মীর অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করত স্বীয় অঙ্গে পরিধান করিয়া ভারতপদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, বৃটনীয় বীরগণকে অভয় প্রদান করিতে লাগিলেন। দ্বারে দ্বারে বৃটনের জয় সংবাদ উত্থিত করিয়া দিতে লাগিলেন। প্রতি বৃটনীয়ের কর্ণে সেই সংবাদ প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই শব্দের অমৃতময় গুণে বৃটনীয় সেনা দ্বিগুণ সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘোর সমরে—ভয়েও কম্পিত হইতে লাগিল। নানা অস্থির হইয়া তান্তিয়াতোপীকেও সমরে প্রেরণ করিলেন। তখনও "বৃটনের—জয়" শব্দ গগন ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি আর নিরস্ত হইতে না পারিয়া স্বীয় সেনাগণকে সজ্জীভূত হইতে বলিলেন। তাঁহার সেনাদল সজ্জীভূত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি শিবির দ্বারে আসিয়া বলিলেন :—

"ভারতসন্তানগণ! ভারতের জয়—জাতীয় স্বাধীনতার জয়—হিন্দুর জয়—এ কথা শ্রবণ করিতে কোন বীরের হৃদয় না আনন্দ প্রকাশ করে!! তবে কেন বীরগণ তোমরা :—শাণিত অসি থাকিতে—দেহে অতুল বল থাকিতে—বক্ষে প্রবাহিত উষ্ণ শোণিত থাকিতে—সেই—দেবদুর্ল্লভ "ভারতের জয়!!" শব্দ শ্রবণে বিমুখ হইতেছ!! আর না

তোমরা অমৃত আহরণ করিতে আমার অনুধাবন কর? দেখিব কি গুণে নানা ধুন্ধুপন্থের বাহুবলকে পরাস্ত করে!! ভারতের পবন তুমি না শব্দবাহি!! ছিছি! তোমার—এ কি কাজ! তুমি ভারতের জয় শব্দ বহন না করিয়া ''বৃটনের জয়" শব্দ বহন করিতেছ!! ভারতভূমি! তুমি না ভারতের দেহ—ছিছি এ—কি! তুমি ভারতীয় সেনাগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়া "বৃটনীয়ের পদধূলি" বক্ষে ধারণ করিতেছ!! না—মা ভারতী সতী!! এসো আমার হৃদয়াসনে উপবেশন কর! আমি পবিত্র হৃদয়ে তোমাকে স্বাধীনতা-পদ্মে বসাইব!! চল সেনাগণ—আমি একাই যুদ্ধে গমন করিয়া বিপক্ষ দমন করিব!! হয়—সিপাহীর জয় হইবে!! না হয় বৃটনের জয়কেতন এ জন্মের মতন ভারতের বক্ষে উড়াইয়া দিবে।"

তিনি এই কথা বলিয়া যেমন উলঙ্গ অসি হস্তে স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিবেন। অমনি বায়ুবেগে বল্লারাও তাঁহার পদতলে অসি নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং পতিত হইলেন।

নানার ধমনী কম্পিত হইল, তিনি চমকিত হইয়া উভয় হস্তে বল্লাকে ধারণ করিয়া মস্তকোপরি স্বীয় অশ্রু বরিষণ করিলেন।

বল্লাও তাঁহাকে বাধিত করিয়া বলিলেন :—

"ধুন্ধুপন্থ! তুমি আমার জীবনের বন্ধু!! বল—আমি যে অপরাধ কোরেছি সেই অপরাধ আমাকে মার্জ্জনা করিবে?

বল্লারাও সাশ্রুনয়নে জানু পাতিয়া সর্ব্বসমক্ষে বসিলেম।

নানা অস্থির হইয়া বলিলেন :—

"প্রাণের—বন্ধু বল্লারাও!! ভাই! তোমাকে মার্জ্জনা, ওঃ জানিলাম যথার্থই বিধি আমার প্রতি বিমুখ হোলেন।"

নানা এই কথা বলিয়া স্বীয় কটীস্থিত রুমাল লইয়া অশ্রুসিক্ত নয়ন মুছিলেন। পরক্ষণেই বল্লারাওকে উভয়হস্তে ধারণ করিয়া বল্লার ন্যায় জানু পাতিয়া বসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গম করতঃ বলিলেন :—

"বল্লা! ভাই—যদি আমারও কোন অপরাধ—থাকে, তবে মার্জ্জনা, কোরো!! ঐ শোন ভাই বৃটনের জয়ধ্বনি ভারতের গগন ভেদ করিয়া

উঠিতেছে!! বৃটনের কামানের আবাজ স্বর্গ—মর্ত্ত—পাতাল পরিকম্পিত করিতেছে :—ঐ ধ্বনির সহিত—অগণ্য সেনার সহিত টীকাসিংহ—জোয়ালা প্রসাদ রণশায়ী হইয়াছেন :—ভাই! এ সময়ে কি আমরা উভয়ে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে বসিলাম!!"

নানার কথা শেষ হইতে না হইতে অদূরে কামানের ধ্বনি হইল। বল্লারাও চমকাইয়া নানাকে পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন :—

"এ—তো কামানের ধ্বনি নয়—এ যে বল্লারাওর উৎসাহ নিনাদ!! ভাই ধুন্ধুপন্থ!! আর না—আমি একবার এ জীবনের মত এই বৃটন রণাঙ্গনে সমর করিয়া জীবনের সাধ মিটাইব।

ভাই! আমায় অনুমতি কর—জয় পতাকা মস্তকে করিয়া পুনরায় তোমার নিকটে এমনি আলিঙ্গন প্রার্থনা করি!!"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে একজন দূত ক্রন্দনাকুল হইয়া ত্বরায় তথায় প্রবেশ করিয়া বলিল :—

''মহারাজ!! এই ভীষণ সমরে হ্যাভলক সাহেবের হস্তে নাগপুরাধিপতি হত হইয়াছেন।"

নানা এই কথা শুনিয়া হৃদয়ে আঘাত পাইয়া বলিলেন :—

বজ্র! বজ্র—বজ্র!! অশনি!! আমার হৃদয়ে পতিত হও!! আমার মান্য রক্ষার্থে, আমার বন্ধুগণ জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিল, আর আমি কি না এখনও নিরস্ত্রে শিবিরে উপবিষ্ট!!"

বল্লা এই কথা শুনিয়া বলিলেন :—

"ভাই! ধুন্ধুপন্থ! তোমার একথা উপযুক্ত হয় নাই!! আমি থাকিতে তুমি যুদ্ধে যাইবে—কখনই নয়!! অগ্রে আমি জীবন প্রদান করি—পরে তুমি যাইবে। আমি চলিলাম—যদি জয়লাভ করিতে পারি পুনরায় আলিঙ্গন প্রার্থনা করিব, নচেৎ ভাই! আর একবার আলিঙ্গন কর, আমি শেষ আলিঙ্গন লইয়া বিদায় হই!!

বল্লারাও এই বলিয়া স্বীয় বাহুযুগল প্রসারণ করিলেন।

নানা তচ্ছ্রবণে বলিলেন :—

"ওঃ! ওঃ!! রণভূমি শ্মশানাপেক্ষা ভীষণ স্থল!! ভাই বল্লা!! আমি

কি তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে—সেই ভীষণস্থলে একা পাঠাইতে প্রস্তুত হোলেম !! রণদেবী—বল্লরাওকে তোমার পদে সমর্পণ কোল্লেম ! ! দেখো মা ! বল্লা আমার জীবনের ও নয়নের মণি !! আমি এ বস্তু হারা যেন না হই ! ! এসো ভাই ! একবার আলিঙ্গন করি—হয়—এই আলিঙ্গনই আমাদের বন্ধুত্বের শেষ আলিঙ্গন হইবে—নচেৎ এইরূপ আলিঙ্গনই জন্মে২ আকর্ষিত থাকিবে।"

এই কথা বলিয়া নানা স্বীয় দেহকে বল্লার প্রসারিত বাহুর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। আলিঙ্গন সমাপ্ত হইলে, বল্লা অসি চুম্বন করিয়া নানার সুসজ্জিত সেনা লইয়া "ভারতের জয়" শব্দে রণে গমন করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীনা বিরহিণী।

বল্লারাও যে দণ্ডে অহল্যাকে ব্যভিচারিণী ভাবিয়া, স্বামীর ভবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার অব্যবহিত পরেই, অহল্যা বল্লার হৃদয়গত ভাব জানিবার কারণ যমুনার দ্বারা একখানি পত্রিকা তাঁহার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। বল্লারাও যমুনার হস্ত হইতে পত্র লইয়া, অহল্যার প্রতি ঘৃণা করিয়া, যমুনার সমক্ষেই সেই পত্র ছিঁড়িয়া যমুনাকে অনাদরের সহিত বিদায় করিয়া দেন। যমুনা প্রণয় জানিত না বটে, কিন্তু সে প্রণয়ের ভাব বুঝিত !! প্রথম প্রণয় যে অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাও সে বুঝিত। আর বিচ্ছেদ না হইলেও প্রণয়ে সুখ হয় না, এবং তাহা চিরস্থায়ী হয় না, ইহাও সে বুঝিত। সে এই কারণে বল্লারাওর ভাব দেখিয়া, মনে২ দুঃখিত না হইয়া, বরং ভাবী সুখের বৃদ্ধি ভাবিয়া আনন্দিত হইল। সে নানাপ্রকার রহস্যের সহিত এই সংবাদ অহল্যাকে প্রদান করিবে ভাবিয়া, আনন্দিত চিত্তে স্বামীর আশ্রমের সন্নিহিত হইল। অহল্যার মনোভাব জানিতে ইচ্ছা করিয়া গোপন ভাবে রহিল।

ওদিকে অহল্যা নববিরহিণী বেশ ধারণ করিয়াছেন। বল্লারাও কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহার ভাব না বুঝিয়া আপনা আপনি কাঁদিতেছেন, আপনা আপনি হাসিতেছেন; আপনা আপনি মনে তর্কের মীমাংসা করিতেছেন। কখন দাঁড়াইয়া কি উপায়ে বল্লাকে পরিতুষ্ট করিবেন, তাহার ভাব স্থির করিতেছেন। কখন গণ্ডে হস্ত দিয়া তাঁহার নিকটে কাঁদিয়া কি উপায়ে মনোভাব প্রকাশ করিবেন, তাহা

স্থির করিতেছেন। কখন যমুনার অপেক্ষা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছেন। তাঁহার মন পদ্মপত্রের সলিলের ন্যায় সতত চঞ্চল হইয়াছে, কোন মতে স্থির হইতেছে না। একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনের ভাবের সহিত গাহিলেন :—

"বিধি ! নিদয় এমন !
না বুঝে মজালে কেন ? অবলার মন।
অবলা কুল কামিনী :—
কাঁদিবে দিবা যামিনী :—
বিচ্ছেদ বাড়বানলে :—
করিবে দহন ॥
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বলে :—
পাষাণ হোলে তাহা গলে :—
রমণীর হৃদয় বোলে :—
সহে এতক্ষণ ॥"

অহল্যা এই রূপে মনোভাব প্রকাশ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ; শেষে স্বীয় অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন :—

"বেলা অবসান প্রায় এখনও কেন যমুনা ফিরিল না !"

এমন সময়ে অদূর হইতে যমুনা গাহিল :—

"এত দিনের পরে সই মন আশা ফুরাইল।
প্রণয় অমৃত আজি বিষ হয়ে দগধিল ॥"

যমুনা এই গীত গাহিতে২ তথায় প্রবেশ করিল। যমুনার মুখে নূতন ভাবের নূতন গীত শুনিয়া, আশ্চর্য্য হইয়া অহল্যা যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"যমুনা এ গীত কোথায় পেলে !"

যমুনা গীত থামাইয়া হাসিয়া বলিল :—

"এটী আমার স্বরচিত।"

অহল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"এমন ভাব কেন !"

যমুনা গাহিল :—

"এত দিনের পরে সই মন আশা ফুরাইল।
প্রণয়—অমৃত আজি বিষ হয়ে দগধিল ॥"

অহল্যা বুঝিয়া বিমর্ষ হইলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি হাস্‌চো কেন ?"

যমুনা বলিল :—

"প্রণয় কি সাগরের ঢেউ !! তাই ভাবচি আর হাস্‌চি ; এই—তুমি না দেখ্‌লে বাঁচ না, তিনি না দেখ্‌লে বাঁচেন না। আজ এমন কি ঘটনা হোলো, যে তোমার কথা কওয়া দূরে থাকুক, তোমার পত্র লইয়া গিয়াছিলাম বলিয়া, আমাকে অবধি দূর করিয়া দিলেন :—তাই হাসিতেছি :—

"এত দিনের পরে সই মন আশা ফুরাইল।
প্রণয়—অমৃত আজি বিষ হ'য়ে দগধিল ॥
অবলা কুলের বালা :—
দহিছে বিরহ জ্বালা :—
অন্তরে তাহার সখী :—
হেন ভাব না উদিল ॥"

যমুনা এই অবধি জানাইয়া আহারার্থে প্রস্থান করিল। অহল্যা পবিত্র প্রণয়ে বিচ্ছেদের আঘাত পাইয়া একেবারে উন্মত্ত হইলেন, শেষে স্থির হইতে না পারিয়া, এ জন্মে আর প্রণয়ের নাম মুখে আনিবেন না বলিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন কতরঃ অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া স্বামীর গৈরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক উন্মত্ত বেশে গাহিলেন :—

"এজন্মে রমণী হ'য়ে প্রণয়ে যেন পূজে না।
পবিত্র অমৃত ভাবি যেন হৃদে তায় ধরে না ॥"

এই গীত গাহিতে২ তিনি নিশাযোগে আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন।

———

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চণ্ডালতা।

এদিকে মহাবীর নীলসাহেব ও হ্যাভলক সাহেব লক্ষ্ণৌ পথ দিয়া কর্ণপুরের উভয় দিক আক্রমণ কবিলেন। হ্যাভলক সাহেব দীল্লি পথ অবরোধ করিলেন। নীলসাহেব প্রয়াগ পথ অবরোধ করিলেন। দক্ষিণদিকে সিপাহীগণ সমবেত হইয়া, মহারণ দক্ষতা দেখাইতে লাগিল। সেই ভীষণ রণ অহোরাত্রেও নির্ব্বাপিত হইল না। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনবরত গোলা বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক অগ্নিময় হইয়া উঠিল। মুহুর্মুহু রণহুহুঙ্কারে ভারত কম্পিত হইতে লাগিল। উভয় দলেরা অনবরত সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ভীষণ রণে হাহাকার শব্দ ভিন্ন ক্রমে আর কিছুই শোনা যাইল না!

হ্যাভলক সাহেব দীল্লি পথ অবরোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত সিপাহীগণকে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে দুই দিবস অনবরত যুদ্ধ করিয়া, নানকচাঁদের কৌশলে মহম্মদ বাহাদুরের দক্ষিণ পক্ষ ভেদ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করত বন্দী করিলেন। সেই ভীষণ রণে পশ্চিম দিকের সমবেত সমস্ত সেনাপতিই ভারতের আর্য্যস্বাধীনতার কারণ নানকচাঁদের কৌশলে সেনাগণের সহিত রণশায়ী হইলেন। কেবল ঝান্সীর মহারাণী—বিষম পরাক্রমে হ্যাভলকের, সহিত রণ করিতে লাগিলেন। মহারাণী হ্যাভলক সাহেবকে দুইবার পরাস্ত করিয়া, বিঠুর নগরের রাজতোরণের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিলেন। মহাবীর হ্যাভলক মহারাণীর হস্তে পরাজিত হইয়া পুনরায় সেনা সমবেত করণানন্তর নানকচাঁদের পরামর্শ মতে রণে দীক্ষিত হইলেন।

প্রয়াগ পথে নীলসাহেবের অপ্রতিহত গতি কোন সেনাপতিই রোধ করিতে পারিলেন না, একে২ সকলেই পতিত হইতে লাগিলেন। মহাবীর বল্লারাও রণে প্রবেশ করিবার পরে, তান্তিয়াতোপী ও আজিমুল্লা—আর আর সেনাপতিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময়ে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। বল্লারাও মহাসাহসে নীলসাহেবের সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, দুই দিবস একাদিক্রমে রণ করিয়া, তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে নীলসাহেব একেবারে সেনা বিহীন হইলেন। অতি সামান্য সেনা লইয়া তিনি হটিয়া যাইলেন। তিনি পুনরায় সতীচোরার ঘাটে শিবির সংস্থাপন করিয়া হ্যাভলক সাহেবকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে সংবাদ পাঠাইলেন। বল্লারাও ভীষণ রণকৌশল দেখাইয়া ক্ষুধা নিবারণার্থে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। বেলা প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে আজীমুল্লা ও তান্তিয়াতোপী সর্ব্বনাশের সংবাদ নানাকে প্রদান করত যেমন উভয় হস্তীতে রণ হইলে, যে হস্তী পরাভূত হয়, সে তাহার ক্রোধ সম্বরণ করিবার কারণ সম্মুখস্থ কদলীদামের উপর বল প্রকাশ করে, তদ্রূপ তাহারা বৃটীশ কামিনীগণকে বধ করিয়া বৃটীশগণ কর্ত্তৃক অপমান ভুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই কামিনীগণকে ও শিশুগণকে যে স্থলে আনাহইয়াছিল। সেই স্থানে তাহারা সহকারী বাদ্যকর ও দুর্দ্দান্ত সেনাগণ লইয়া বীভৎস কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্থান করিল।

অবলা কামিনীগণ প্রাণের আশায়, ক্ষুৎপিপাসায়, শিশু ও স্বামীগণের শোকে চীৎকার করিতেছে। নরকের দূতরূপ সেনাগণ বাদ্য বাজাইয়া আমোদের চীৎকার করত তান্তিয়া ও আজীমুল্লার সমক্ষে দক্ষতা দেখাইবার কারণ অসি লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিতে লাগিল। বাদ্যকর তালে২ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সেনারা রাক্ষসবেশে কোন কামিনীর ক্রোড় হইতে শিশু লইয়া তাহার বক্ষের উপরে সেই শিশুকে দ্বিখণ্ড করিল। কোন২ কামিনীকে ধরিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল। কাহারও কণ্ঠে ছুরিকা বসাইয়া অল্পে২ ছেদন করিতে লাগিল। এই ভীষণ হত্যায়—তাহাদের হৃদয় কাতর হওয়া দূরে থাকুক,

তাহারা অট্টহাস্তে ভীষণ চীৎকার করিয়া বাদ্যের তালে ২ শোণিত লইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। কোন ২ শিশুর কণ্ঠ হইতে কোন ২ কামিনীর কণ্ঠ হইতে প্রস্রবণের বারিধারার ন্যায় শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হত্যাকারী সেনারা তাহা লইয়া আনন্দে মাতিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যেন তাহাদের আনন্দ হুঙ্কারের সহিত ভারত দৃঢ়তররূপে বৃটনের দাসী হইতে লাগিলেন। সেই হত্যাভূমি হইতে শোণিতধারা নদীর ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব ইহা দেখিয়া অস্তমিত হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঝান্সীর মহারাণীর মৃত্যু !!

মহাবীর হ্যাভলক যে মুহূর্ত্তে নীল সাহেবের পত্র পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইয়া ঝান্সীর মহারাণীর সহিত শেষ সমর করিয়া কর্ণপুরের পশ্চিম পক্ষ পরিত্যাগ করিবেন ভাবিলেন। মনে২ স্থির-সংকল্প করিয়া ইঙ্গিত বংশীধ্বনি করত সসৈন্যে বিঠুর পথ অবরোধ করিলেন। এ দিকে ঝান্সীর মহারাণী বিগত রণে সেনাপতিকে হারাইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ং সেনাকর্ত্তৃরূপে রণে প্রবৃত্ত হইতে ঘোষণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় পক্ষীয় সেনাগণকে একত্র করতঃ তাহাদের উদ্দেশে বলিলেন :—

"পুত্রগণ! আমি তোমাদের—জননী! আমি জননী হইয়া তোমাদের কি ভীষণস্থলে, কি ভীষণকার্য্য সমাধা করিতে লইয়া যাইতেছি তাহা জানো !! যে ভীষণ স্থলের মায়া নাই, মমতা—দয়া নাই, সেই কঠোর পাষাণাপেক্ষা দৃঢ় হৃদয়যুক্ত স্থানে তোমাদের লইয়া যাইতেছি :—দেখো বৎসগণ! তজ্জন্য আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। দেখো—যদি আমাপেক্ষা তোমাদের মাননীয়া আর কোন জননী থাকেন, তাঁহার নয়নাশ্রু মুছাইতে—তাঁহার পদের কণ্টক উদ্ধার করিতে, তাঁহার বক্ষ বিদ্ধ শেল উদ্ধার করিতে, তোমরা কি জীবনাবধি পণ করিবে না, অবশ্য করিবে !! তোমাদের জননী দাসী হইয়া কষ্ট পাইবেন, তোমরা কি নিশ্চিন্ত থাকিবে? কখনই পারিবে না। বৎসগণ !! আমি জননীর দুঃখ মোচন করিবার কারণ পাষাণী রূপিণী হইয়াছি !! আমার হৃদয়ে আর জননীর উচিত বাৎসল্য ভাবের উদয় হইবে না। আমি এক্ষণে করালরূপিণী হইয়া তোমাদের সেই কঠোরস্থলে পাঠাইতেছি !! যদি জননী বলিয়া আমাকে তোমরা চিরকাল মান্য করিয়া থাক, আজ তাহা হইলে তোমাদের জননীর আদেশমতে, তোমাদের সামান্য জীবন—জননীর কারণে প্রদান করিতে প্রস্তুত হও !! বৎসগণ! বৃটনীয়গণ ভারতের যশ হরণ করিয়া ভারতকে দাসী করিল, তোমরা কি সেই দশা দেখিয়া নিরস্ত থাকিবে! কেন থাকিবে! এসো আমার অনুধাবন কর? একবার প্রাণপণে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমাদের উষ্ণ শোণিতের সহিত বৃটনীয় উষ্ণ শোণিত কত প্রভেদ। আর না—অগ্রসর হও :—জয় মা ভারতী—জয় মা ভারতী!

মহারাণী এই উত্তেজনার সহিত অট্টহাস্তে সর্ব্বশরীর বর্ম্মে আবৃত করিয়া অশ্ববিহীন ও নিষ্কোষিত অসি হস্তে সসৈন্যে বিঠুরের রাজতোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাবীর হ্যাভলক সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিলেন।

উভয় দলের সেনার সহিত উভয় দলে—ভীষণ রণ চলিতে লাগিল। বিক্রমী সিপাহীগণের হস্তে বৃটীশ সেনা প্রায় নিঃশেষিত হইল। নানকচাঁদ কৌশল করিয়া সসাহসে হ্যাভলক সাহেবকে বাম

পক্ষ ভেদ করিতে বলিলেন। সেই দিকে মহারাণী অরক্ষিতা ছিলেন। সহজেই হ্যাভলক সাহেব মহারাণীকে পরাস্ত করিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল, তিমির আগমনে সেনাগণ মহারাণীর ধ্বজা দেখিতে না পাইয়া রণে ভঙ্গ দিল। মহারাণী মহাবিপাকে রণে পরাভূত হইয়া সতীত্ব সংরক্ষণ করণার্থে সামান্য সেনা ও প্রধান মন্ত্রীর সহিত পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। সে নিশায় যতদূর পারিলেন হঠিয়া গেলেন। শেষে প্রভাতকালে অদূরে বৃটীশ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন ঃ—

"মন্ত্রিন্! পরাজয় অপেক্ষা অবমাননা ক্ষত্রিরাণীর পক্ষে আর নাই!! আমি ভারতের উপকারার্থেই জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। বিধি সে বিষয়ে বিমুখ হোলেন, আর কেন এ জীবন রাখিয়া সোনার সতীত্ব নাশ করি! ঐ শোন অদূরে বৃটীশ গর্জ্জন ভীষণে উচ্চারিত হইতেছে। তাহারা এক্ষণেই আসিয়া আমাকে কারাবদ্ধা রাখিবে। কে আর আমার সহায় আছে যে—আমাকে রক্ষা করিবে। দেখ মন্ত্রি! সন্তান! ওঃ জগদীশ্বর!! সন্তান! আহা শিশুকে সখীর কাছে রাখিয়া-আসিয়াছি, তুমি তাহাকে লইয়া লালন পালন কোরো। আমি বিরাট-শয়নে শয়ন করিবার কারণ মনকে প্রস্তুত করিয়াছি; তুমি প্রবীণ!! আমি যুবতী, আমি তোমার কন্যাস্থানীয়; তুমি পিতার কার্য্য কর; আমি সতীত্বহীনা হইলে তোমার দুঃখের আর অবধি থাকিবে না; অতএব শীঘ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া, অনন্তস্বর্গে গমন করি!!"

মন্ত্রী মহারাণীর আজ্ঞামতে সেই স্থানে চিতা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে বিন্দু২ অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সমস্ত সেনাবৃন্দ কাঁদিতে লাগিল ঃ—এমন সময়ে তিনি আবার বলিলেন ঃ—

"প্রিয়তম সেনাগণ! তোমরা আমাকে জননী বলিয়া মান্য করিতে, আজ পুত্রের কার্য্য কর!! তোমাদের জননী স্বর্গে চলিল, ভারত স্বাধীন করিতে পারিল না বলিয়া স্বর্গে চলিল, তোমরা যত দিবস জীবিত থাকিবে, ভারতকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে ভুলিও না। মা ভারতী তোমাকে উদ্ধার কোত্তে পাল্লেম না মা!!" মহারাণীর চক্ষে

জল আসিল। এমন সময়ে স্বয়ং হ্যাভলক কয়েক জনা সেনার সহিত মহারাণীকে অবরোধ করিলেন। সেনাগণ মহারাণীকে বন্দিনী করিতে চেষ্টা করিল, মহারাণীর সেনাগণ তাহাদের বাধা দিতে লাগিল। ওদিকে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। হ্যাভলক অদূরে অশ্ব রাখিয়া, তাঁহার সমক্ষে আসিয়া বলিলেন ঃ—

"বীরেন্দ্রাণি! হয় সহজে আমাদের বশ্যতা স্বীকার কর, নচেৎ তীক্ষ্ণাস্ত্র আপনার শরীরে আঘাতিত হইবে।"

মহারাণী বলিলেন ঃ—"সেনাপতি! ও দুরাশা পরিত্যাগ করুণ, ক্ষত্রিয়াণী কোন কালে যবনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে!! ভারতের কারণ তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভারত পাইলাম না দেখিয়া, তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম না। আমি বন্দিনী হইব!! দুরাশা পরিত্যাগ কর? ঐ দেখ হুতাশন আমার অঙ্গকে পবিত্র করিবার কারণ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে; ভারতের ভবিষ্যৎ আশার সহিত আমি ভস্ম হইব। ওঃ জগীশ্বর!!"

মহারাণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, হ্যাভলক হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন ঃ—"এইবার তোমার কোমল অঙ্গ রক্তাক্ত হইবে।"

মহারাণী চিতার নিকটে যাইয়া বলিলেন ঃ—"শত সহস্র বৃটনীয় বীর চেষ্টা করিলেও অগ্নিময় দুর্গ হইতে আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। অগ্নিদেব!!"

মহারাণী ঝম্প প্রদান করিলেন। হ্যাভলক আশ্চর্য্য হইলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্লার সমর।

প্রথম দিবসের রণে বল্লারাও নীলসাহেবকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সেনাদল একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলেন। নীলসাহেব হ্যাভলক সাহেবকে তাঁহার সহিত যোগ দিতে বলিয়া, পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নানকচাঁদ ঝান্সীর মহারাণীর সর্ব্বনাশ করিয়া, স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইয়া, হ্যাভলক সাহেবকে

নীলসাহেবের তাম্বুর উদ্দেশে আনিতে লাগিলেন। বেলা অবসান প্রায়, এমন সময়ে সে দিবসের রণ শেষ হইয়াছিল। সে নিশা দুঃখে ও সুখে অতিবাহিত হইল। পরদিবস বল্লারাও প্রভাত হইতে না হইতে, সসৈন্যে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। নীলসাহেবও রণে প্রবৃত্ত হইলেন। হ্যাভলক সাহেব আসিয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। মহাবীর হ্যাভলক বল্লারাওর সেনা নিধন করিতে লাগিলেন। নীলসাহেব বল্লার বীরত্বে অবমানিত হইয়া, তাঁহাকে পরাজিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তাঁহার প্রতিই ধাবিত হইতে লাগিলেন। বল্লারাও হ্যাভলক সাহেবের আক্রমণ বুঝিতে পারেন নাই, এই কারণে তিনি সে দিবসের প্রথম আক্রমণে পরাজিত হইলেন। পরাজিত হইয়া দক্ষিণে হটিয়া সেনাগণকে একত্র করত বলিলেন ঃ—

"শুন সবে এক মনে ভারত সন্তান,
দাও প্রাণ, চাও যদি ভারতির মান,
কামানের রোল নয়, স্বর্গ শঙ্খনাদ,
রণের বাজনা নয়, অমৃত আস্বাদ,
পিতা মাতা আত্মীয়ের ত্যজ স্নেহ পাশ,
যদি সবে কায়মনে, স্বর্গ কর আশ,
ক্ষত্রিয় কুলেতে সবে জনম লভিয়া,
ভুবন বিখ্যাত যশঃ দিবে ভাসাইয়া,
হইবে ভারতী সতী যবনের দাসী,
দেখিবে তোমরা সবে সে ভারত বাসী ;
কোথায় বৃটন ভাব ? কোথায় ভারত,
সে বৃটনবাসী আজি লইল ভারত !!
কি আশ্চর্য্য রণ আজি হেরিনু নয়নে ;
কৌশলে লইল হরি ক্ষত্রিয় জীবনে !!
এখনও সবার দেহে ক্ষত্রিয় শোণিত,
হইতেছে মহাবেগে, সদা প্রবাহিত,
তবে কেন ক্ষত্রপুত্র বিমুখ হে রণে,
রাখিতে জাতীয় মান ত্যজহ জীবনে।

এখনও আকাশে হের প্রচণ্ড তপন
ভারতের হৃদে ওই বিতরে কিরণ,
এখনও বহিছে মৃদু মন্দ সমীরণ ;
জুড়াতে ভারত বক্ষ মুছাতে নয়ন ;
আর কেন ? তুচ্ছ কর ? এছার জীবন ;
দেখিব জীবন পনে বৃটনীয় রণ !!
ক্ষত্রিয়ের পুত্র সবে বিখ্যাত এ ভবে ;
পরাঙ্মুখ রণে আজি, সবে হেন কবে,
খুল সবে এক মনে, স্বীয় তরবার,
দেখাবো বৃটনে আজি সমরের পার ;
একবার হারিয়াছি এবার দেখিব ;
বৃটনের জয় হয় জীবনে মরিব।"

বল্লারাও এই কথা বলিয়া উলঙ্গ অসি হস্তে সেনাগণকে উত্তেজিত করিয়া, রণস্থলে রণবাদ্যের সহিত বন্দুকের আবাজ করিতে লাগিলেন। অদূরে বৃটনীয় সেনাগণ ঘোর নাদে আগমন করিয়া, রণ আরম্ভ করিল। উভয় দলে ভীষণ রণ বাঁধিল। প্রথমে নীলসাহেব ভঙ্গ দিলেন ঃ—বল্লারাও স্বয়ং নীল সাহেবকে আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ঃ—

"বৃটীশ কেশরী সেই শুনিয়াছি নীল,
তবে কেন অবিচারে রণে ভঙ্গ দিল ;
দেখিব কি গুণে সেই যুঝিছে সমরে,
তাহারে মারিব নয় মরিব অপরে !"

এই কথা বলিয়া ভীষণ আক্রমণে নীলসাহেবের প্রতি বল্লারাও ধাবিত হইলেন। হ্যাভলক কৌশল করিয়া, বল্লারাওর সেনা সংহার করিতে লাগিলেন। উভয় দলে ভীষণ রণ হইতে লাগিল, শেষে বল্লারাও নীলসাহেবের সমস্ত সেনা সংহার করিতে লাগিলেন। বল্লারাওর অধিকাংশ সেনা হ্যাভলককে আক্রমণ করিতে লাগিল। বল্লারাও নীলসাহেবকে সেনাহীন করিয়া, রণভূমে একাকী সমরে আনয়ন করিলেন। রণভূমির চতুর্দ্দিকে—কোথাও মুমূর্ষু সেনা, কোথাও আহত গজ, কোথাও আহত অশ্ব, কোথাও পরিত্যক্ত অস্ত্রাবলী

পতিত রহিল। সেই ভীষণ কালরূপী রণাঙ্গনে বল্লারাও কৌশলে পক্ষচ্ছেদ করিয়া নীলসাহেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ—

"বড় সাধ হৃদে মম বৃটীশ কেশরী,
যুঝিতে তোমার সাথে, প্রাণ নাহি হরি !!"

নীলসাহেব বলিলেন ঃ—

"পুরাও হৃদয় সাধ—হও আগুয়ান ?
রণেতে বিমুখ কবে বৃটীশ সন্তান !!"

বল্লারাও বলিলেন ঃ—

"এই লাও অসি বীর করহ গ্রহণ।
যুঝহ আমার সাথে যাহা লয় মন ॥"

এই কথা বলিয়া বল্লারাও অসি উত্তোলন করিলেন। নীলসাহেব অসি পাইয়া মহাদক্ষতার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের রণদক্ষতা দেখিয়া উভয়ের পার্শস্থ সামান্য সেনাগণ আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। কতক্ষণের পরে নীলসাহেব পরাজিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। বল্লারাও তাঁহার বক্ষে উঠিয়া, অসি বিদ্ধ করিয়া বলিলেন ঃ—

"মুদিয়া নয়ন বীর ! হেরহ বৃটন।
করিল বল্লার অসি বক্ষ বিদারণ !"

নীলসাহেব কাতরে শেষ কথা বলিলেন ঃ—

"ভারতে বীরের হাতে ত্যজিনু জীবন,
এই আশীর্ব্বাদ কোরো জননী বৃটন।
তোমার যশের লাগি দিনু প্রাণ দান ;
যীশুখ্রীষ্ট পদে যেন পাই আমি স্থান। (ওঃ)"

নীলসাহেব জীবন ত্যাগ করিলেন। বল্লারাও উন্মত্ত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে হুহুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নানকের সংবাদ মতে হাভলক সাহেব দ্রুত আসিয়া, বল্লারাওকে আঘাতিত করিলেন। বল্লারাও ভীষণ আঘাতে আঘাতিত হইয়া, জীবনে মৃত প্রায় হইলেন। তাঁহার সেনারা হাভলককে বাধা দিল। হাভলক সেই আক্রমণে পরাস্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন। বল্লারাও আঘাতিত হইয়া মনের খেদে বলিলেন ঃ—

"পালাও পালাও—ওহে সহস্রলোচণ,
আর কেন বিতরিছ সুবর্ণ কিরণ ;
সে দিন তোমার গেছে ওহে দিনমণি !
ভারত হইল হারা, স্বাধীনতা মণি !!

কি সুখে শোভিবে বল ভারত গগন।
দেখিবারে ভারতির মলিন বদন।

(ওঃ) তব সহ দিনমণি, আমার জীবন
মিশাউক পঞ্চভূতে, এই আকিঞ্চন।
জনক জননী আর অহল্যা—সুন্দরী,
বিদায় আমারে দেহ বুঝি আমি মরি !!

আজি হোতে ভারতের হিন্দু স্বাধীনতা,
সুখের কল্পনা হোলো, স্বপন বারতা ॥

ওই দেখ দিনমণি, নিভায় কিরণ !
ত্যজহ আমার দেহ—পাষাণ জীবন !"

ওঃ ! মা ভারতী !! যাই ! যাই !—আঃ !!

বল্লারাও ক্ষুৎপিপাসায় ও আঘাতে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নানকচাঁদ বল্লারাওকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আনন্দচিত্তে বৃটনের জয় ভাবিলেন। তিনি শিবপ্রসাদের নিকটে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। শিবপ্রসাদ বল্লার নিধন শুনিয়া রণস্থলে আগমনপূর্ব্বক চুম্নাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বল্লার দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ঃ—ওদিকে সমস্ত সেনার সহিত বল্লার নিধন শুনিয়া নানা ধুন্ধুপন্থ অনুচরের সহিত সেই স্থানে আসিয়া দেখিলেন বল্লা নিস্পন্দে ও বীর শয়নে শায়িত, তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেনঃ—

"ওঃ জীবনের বন্ধু বল্লা ঃ—
"কি বিরাগে আজি তব ধূলায় শয়ন !
উঠ বীর—হের মোরে—মেলাও নয়ন।
মম লাগি প্রাণ সখা অমূল্য জীবন ;
অকাতরে দিবে বলি কোরে ছিলে পণ।
তেঁই বুঝি আজি ভাই—প্রতিজ্ঞা পাসরি ;
একা রাখি চলি গেলে, যশঃ চিহ্ন ধরি !!

উঠ বীর, ওই শুন বৃটীশ গর্জ্জন।
সসাহসে মোরে আসি করে আক্রমণ।
কে আর আমায় বল করিবে রক্ষণ।
তোমা ধনে হারাইয়া রাখিনু জীবন !!
(ওঃ) হিন্দু স্বাধীনতা লাগি এ বীর শয়নে।
হেন অভিলাষ কেবা না ধরে জীবনে।
বিধি প্রতিবাদী মাগো ভারত ললনা।
নারিলাম ঘুচাইতে তব দাসীপণা॥
জাহ্নবী—জাহ্নবী—দেবী এ ভীষণ স্থলে,
কৃপা করি দাও স্থান—চরণ কমলে॥"

এই কথা বলিয়া নানা উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। নানা বল্লার বিরহে উন্মত্ত হইয়া বীরপনা ভুলিলেন। নানার প্রস্থানের পরে চুন্নার সহিত শিবপ্রসাদ স্বামী তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন :—

"শ্মশানভূমি—শ্মশানভূমি! ওঃ এই ভূমির উপরে ভারতের ভাগ্যের পরীক্ষা হইল। ভারত বৃটনের দাসী হইল !! হিন্দু-স্বাধীনতা অস্তমিত হইল। আর যুগযুগান্তরে যে পুনরায় ভারতের স্বাধীনতা আগমন করিবে, এ আশা রহিল না। স্বজাতীর কৌশলেই সমস্ত সর্ব্বনাশ সংঘটীত হইল। আমি কি পাপিষ্ঠ, আমি নানকচাঁদের মোহনীয় কল্পনায় ভুলিয়া স্বহস্তে ভারতকে দাসী করিলাম। এ পাপ জন্মান্তরেও বিলীন হইবে কি—না সন্দেহ !!" শিবপ্রসাদস্বামী তদন্তরে চুন্নার সাহায্যে বল্লারাণির দেহকে তথা হইতে অপসৃত করিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অহল্যা সন্মিলন।

ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া সমগ্র সিপাহীবৃন্দের জীবন হরণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আপনাদিগের কামিনীগণের নিধন শোক ভুলিতে লাগিলেন। নানা ভারত স্বাধীন করিতে গিয়া জীবন ও ধন হারাইতে বসিয়া মনের দুখে বিঠুরে প্রস্থান করিলেন। ইংরাজগণ; আজীমুল্লা, তান্তিয়াতোপী, আনন্দউদ্দীন

ও মহাম্মদ সাহ প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া নানার অন্বেষণ করিতে লাগিল। কর্ণপুরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই কারণে শিবপ্রসাদ স্বামী, বিঠুরের অদূরবর্ত্তি একটী শ্মশানস্থ তাঁহার এক ব্রহ্মচারী বন্ধুর আশ্রমে বল্লার দেহে জীবন আছে দেখিয়া তাঁহাকে তথায় রাখিলেন। ব্রহ্মচারী পরীক্ষা করিয়া জানিলেন, বল্লা মূর্চ্ছিত আছেন। সেই কারণে তিনি আবধৌতিক মতে তাঁহাকে চিকিৎসিত করিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন ও আঘাতিত স্থলে ঔষধ প্রদান করিতে লাগিলেন; শিবপ্রসাদ যমুনাকে বল্লার সেবার কারণ রাখিয়া অহল্যাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। এক দিন প্রভাতে বল্লা কিছু সুস্থ লাভ করিয়া যমুনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ভিখারিণি! আমাদেব পবাজয় আজ কয় দিবস হইল?"

যমুনা বলিল :—"প্রায় এক সপ্তাহ হইবে।"

বল্লা বলিলেন :—"এই এক সপ্তাহেব মধ্যে আমার জ্ঞানের উদয় হয় নাই ! !"

যমুনা বলিল :—"না!"

বল্লা বলিলেন :—"ধুন্ধুপন্থের—পরিণাম কি হইল।"

যমুনা বলিল :—"জানি না।"

বল্লার নয়নে জল আসিল; তিনি বলিলেন :—"এ জীবনের মত ধুন্ধুপন্থের আলিঙ্গনেরও শেষ হইল। ওঃ! এ যাতনা অপেক্ষা মৃত্যু আমার শ্রেয় ছিল !! অহল্যা! আমি তোমার নিকটে অপরাধী হোলেম।" যমুনার মনে অহল্যার কথা উদয় হওয়াতে সেও দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জিত করিল :—

বল্লা বলিলেন :—"ভিখারিণি! অহল্যা তোমাকে যে গানটী শিখাইয়া শেষ দিবস আমার তাম্বুতে পাঠাইয়া ছিলেন, তুমি তাহা গাও? আমি অহল্যার নাম জপ করিব। সমস্তই যখন গেল তখন আর কেন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ভুলি !!"

যমুনা করুণার লহরী উচ্ছ্বাসিত করিয়া গীত গাহিতে লাগিল।

এদিকে অহল্যা বিরহে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হওত, সন্ন্যাসিনীবেশে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করত উন্মাদিনীর ন্যায় স্থানে স্থানে গীত গাহিয়া বেড়াইতে ছিলেন :—কয় অহোরাত্র তাঁহার নিদ্রা ছিল না; কি করিতেন, কোথায় থাকিতেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না।

অদ্য প্রভাতকালে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া এই শ্মশানে মানবের শব্দ পাইয়া কিছু আহার করিবার ইচ্ছায় তদ্দেশে আসিয়া ব্রহ্মচারীর আশ্রমের সন্নিহিত একটী অশ্বত্থমূলে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন ঃ—

যমুনা বল্লার সম্মুখে যে গীত গাহিল, তাহা তিনি শুনিয়া বলিলেন ঃ— "এ তো আমারই প্রণয় সংগীত, পরে গায় কেন—আমিও গাইব।"

এই প্রকার অস্বাভাবিক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গাহিলেন ঃ—

"জানিলে কি সঁপিতাম অবলা কোমল প্রাণ।
নিঠুর তাহার দেহ হৃদয় সম পাষাণ॥"

যমুনা তাঁহার কণ্ঠের স্বর শুনিয়া চমকাইল। পরে বলিল ঃ—"এ কি! বীরবর! এ কণ্ঠের ধ্বনি যে আমার অহল্যা দিদির।"

বল্লা অহল্যার নাম শুনিয়া চমকিত হইয়া যমুনার সহিত কণ্ঠধ্বনি লক্ষ্য করিয়া সেই অশ্বত্থমুলে আসিয়া প্রভাতীয় নবমীর শশীর ন্যায় ভিখারিণী অহল্যাকে দেখিলেন ঃ—অহল্যা উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার প্রতি চাহিয়া ক্রন্দন-পূর্ব্বক পূর্ব্বগীত গাহিতে লাগিলেন। যমুনা ক্রন্দনপূর্ব্বক বলিল ঃ—"দিদি! এ কি বেশ!! ওঃ।"

বল্লারাও অহল্যার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া বলিলেন ঃ—

"অহল্যা—অহল্যা! অহল্যা!! তুমি জ্ঞানশূন্যা হইয়াছ!! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর?" বল্লা কাঁদিতে লাগিলেন।

অহল্যা এই সমস্ত দেখিয়া চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রন্দনপূর্ব্বক বল্লার বক্ষে স্বীয় বদন লুকাইয়া বলিলেন ঃ—"স্বামীন্! প্রভু!! ওঃ!" পরে তিনি বল্লার চরণে পতিত হইয়া বলিলেন ঃ—"আমাকে পদমূলে স্থান দাও" এই অবসরে শিবপ্রসাদস্বামী তথায় আসিলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন ঃ—"বৎস! ভারতের সুখ স্বপ্নে কল্পিত হইল, এক্ষণে তোমরা দাম্পত্যসুখে স্বদেশে গমন কর, আমি চোল্লেম।" স্বামী প্রস্থান করিলেন। বল্লা অহল্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। যমুনা চুম্নাকে ধরিয়া রহস্য করিতে ২ তাঁহাদের অনুগামিনী হইল।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নানা ধুন্ধুপন্থের পরিণাম।

যদি কেহ কোন যুগযুগান্তরেও সমুদ্রের স্রোতের গতিস্থির করিতে পারেন; কুচরিত্রা নারীর মনোভাবের স্থির করিতে পারেন; বিকারীর আশায় স্থির করিতে পারেন, তথাপি কেহ সংসারের লীলার স্থির করিতে পারিবেন না। ভবিষ্যতের তমসচ্ছান্ন গর্ব্ভে নিহিত সংসারের নীলা দর্শন করে কার সাধ্য!! ভবিষ্যতের গর্ব্ত হইতে যে ব্যক্তি রত্ন উদ্ধার করিয়া, আপনি ভোগ করিতে পারেন এবং জীবের হিতার্থে তাহা যোজনা করিতে পারেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর জানিত লোক বলা যায়!! সে প্রকার লোক ইহলোকে কয় জন জন্ম গ্রহণ করিতে পায়!!

মহারাজ পরীক্ষিত যে সময়ে ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া, সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিলালসা করিয়া, ব্রহ্মসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার কারণ ব্যাস পুত্র শুক দেবের মুখে ব্যাস রচিত শ্রীমৎভাগবত কথা শ্রবণ করেন, সেই সময়ে শুকদেব তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ বুঝাইবার কারণ বলিয়াছিলেন ঃ— "মহারাজ!! হরি—পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবকে ভবিষ্যতের গর্ব্তনিহিত রাক্ষস রূপী নিয়মাবলীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার কারণ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করিয়াছেন, সেই কারণে বুধ—মণ্ডলী তাঁহাকে "কৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করেন।" মহারাজ পরীক্ষিত ইহার তাৎপর্য্য জানিতে প্রয়াস পাইলে, শুকদেব পূর্ব্ব কথিত যোগের মীমাংসা করিতে? বলিয়াছিলেন ঃ—

"মহারাজ! বিশ্বসংসার ঈশ্বরের মায়ারূপিণী প্রকৃতীর অধীন,—এ কথা জানেন। সেই প্রকৃতি হইতেই অগ্নির দহন, বায়ুর বহন, মেঘের বর্ষণ, সমুদ্রের কম্পন, চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশন হইতেছে ঃ—সেই প্রকৃতিও আবার ত্রিগুণময়ী, অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, তমঃ গুণময়ী; ঐ তিন গুণ তিন কাল হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; অতীত কাল হইতে সত্ব গুণ জন্ম গ্রহণ করিয়া, শ্বেতবর্ণরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। রজঃ গুণ—বর্ত্তমান কাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া রক্ত (অর্থাৎ নয়নের আকর্ষণীয় দৃশ্য বর্ণ) বর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে। তমোগুণ ভবিষ্যতের গর্ব্ত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণরূপে এই পৃথিবীতে ব্যাপ্ত আছে!! স্বয়ং হরি বাসুদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ভবিষ্যতের গর্ব্তজ কৃষ্ণতাকে নাশ করিয়া, যথাসাধ্য মানবের জ্ঞানজ্যোতি বিকাশিত করিয়া সত্বগুণময়

পুণ্যধাম স্থিত জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের আস্বাদন প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে "কৃষ্ণ" কহে!! তিনি বর্ণে কৃষ্ণ নহেন।"

ভবিষ্যতের ভাব বুঝিয়া দেবকী পুত্র ঈশ্বর আখ্যাধারী হইয়াছিলেন। অতএব সে ভবিষ্যতের ভাব সহজে কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই!!

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ধুন্ধুপন্থ—মহারাজা—ছিলেন। লোকেও তাঁহাকে মহারাজা ভিন্ন জানিত না। তিনি ভবিষ্যৎ না বুঝিয়া যে কার্য্য করিলেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ রাক্ষস তাঁহার কি ভয়ানক দুর্দ্দশাই করিল।

বল্লারাওকে পতিত দেখিয়া, তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া, ইংরাজগণের বিজয় শব্দ শ্রবণ করিয়াঃ— নানা শোকে—দুঃখে ভারত স্বাধীন করিতে পারিলেন না বলিয়া—একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি পরাজয়ের নিশাযোগে বিঠুরে যাইয়া জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া রমার হস্ত ধরিয়া, ভারতের কারণ ও আপনার পরিণামের কারণ ক্ষণেক ক্রন্দন করিলেন। শেষে জীবনের ও অপমানের ভয়ে সংসারে আর মুখ দেখাইবেন না ভাবিয়া, রমাকে প্রাসাদস্থ সমুদয় বহুমূল্য রত্ন আহরণ করিতে বলিলেন। রমা ক্রন্দন করিতে২ তাহা আহরণ সমাপন করিলেন। রত্ন আহরণ সমাপ্ত হইলে, তিনি রমাকে বলিলেনঃ—"রমে! এসো! উভয়ে ধর্ম্মের জয়পতাকা মস্তকে ধারণ করিয়া, অধর্ম্মের জয় চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করি!! ভারতের কারণ, হিন্দুস্বাধীনতার কারণ জীবনাবধি পন করিয়াছিলাম; দুরাত্মা হিন্দুই আমার সে আশায় ভস্ম ক্ষেপন করিয়া আপনাদের জনক ও জননীকে বৃটনের দাস—দাসী করিল। আর কেন—মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, আমি সন্ন্যাসী হই, তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া, আমার অনুবর্ত্তিনী হও? নচেৎ আর রক্ষা নাই! যে বাহুবলে বৃটীশ সিংহ ভারত বিজয় করিয়াছে; সেই বাহুবলেই তাহারা আমাকে বধ করিবে। চল রমে! স্বাধীন জীবনে ঈশ্বরের আরাধনা করিগে।" ধুন্ধুপন্থের বাক্যাবসানে রমা সন্ন্যাসিনী বেশ পরিধান করিলেন। ধুন্ধুপন্থও সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিলেন। উভয়ে ক্রন্দন করিতে২ নিঃশব্দে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে কয় দিবস ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইংরাজগণ নানার অনুসন্ধানার্থে চারিদিকে চর প্রেরণ করিল, চরগণ চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। নানা এই সংবাদ পাইয়া গঙ্গায় ঝঁপ দিয়া, জীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প করিয়া যে শ্মশানে বল্লারাও অহল্যাকে প্রাপ্ত হইলেন, সেই শ্মশানে রমার সহিত নিশাযোগে উপস্থিত হইলেন।

ভীষণ শ্মশান, চারিদিকে শিবাগণ আমোদ করিয়া শবদেহ টানাটানি করিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছে, সম্মুখে জাহ্নবী মৃদু২

বহিতেছেন। আকাশে চন্দ্র আছেন, তাই সামান্য ভাবে সমস্ত বস্তু দেখা যাইতেছে। কয়দিবসের পরিশ্রমে, জীবনের ভয়ে, দুঃখে, শোকে—নানা একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইলেন, রমা তাঁহার হস্ত ধরিয়া, সেই শ্মশানে দুঃখের সহিত সঙ্গীত করিতে২ প্রবেশ করিয়া গাহিলেনঃ—

"বিধি! বিধি! একি লীলা দেখাইলে।
কাঁদাতে সন্তানে তব, দুঃখ স্রোতে ভাসাইলে?
কে বলে করুণাময়! তব নাম দয়াময়;
তবে কেন আমাদের—কঠিন যাতনা দিলে।
আগে ছিনু রাজরাণী—হইলাম ভিখারিণী,
কি পাপে হে দয়াময়—ভাসালে বিপদ সলিলে॥"

রমার করুণ সঙ্গীতে ও ভিখারিণীবেশে শ্মশান কম্পিত হইল। বৃক্ষাবলী নিস্তব্ধ হইল। গঙ্গোর্ম্মি অল্প২ কম্পিত হইতে লাগিল। ধুন্ধুপন্থের হৃদয়ে একেবারে শোক উথলিয়া উঠিল। তিনি উন্মত্ত হইয়া বলিলেনঃ—

"হা—হা—হা!! আজ আমার কি আনন্দ!! আজ আমার কি সুখের দিন! এতো দিনের পরে আমার আজন্মসাধ্যব্রত উজ্জাপিত হোলো; আমি নির্ব্বানোন্মুখ হিন্দু স্বাধীনতা পুনরায় উদ্দীপিত করিলাম!! ওঃ মা ভারতী! এসো মা, আমার হৃদয়রূপ রাজসিংহাসনে তুমি উপবেশন কর? বল্লারাও! বন্ধু! বল্লা!! এসো ভাই! এসো ভাই!! আমার হৃদয়-সিংহাসনে ভারতী জননী উপবেশন করেছেন দর্শন কর? মাঃ! আজ তোমার সমস্ত পুত্র ও কন্যাগণ আমার বাহুবলে স্বাধীন জীবন লাভ করিলেন; কই মা! আমাকে আশীর্ব্বাদ করো!! আমি যে এতো শ্রম কোল্লেম কেবল আশীর্ব্বাদের প্রত্যাশায়;—কই মা আশীর্ব্বাদ কর? তোমার চরণপ্রান্তে স্থান দাও!!"

ধুন্ধুপন্থ মনের উদ্বেগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যেমন কল্পিত ভারতীর চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিতে যাইবেন, অমনি তাহা না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া চৈতন্য লাভ করিলেন। চৈতন্য পাইয়া বলিলেনঃ—"এ কি! এ কঠোর শাজা আমার কেন? আমি কি পাপ কোরেছি যে এ ভীষণ দণ্ড এখনো ভোগ কচ্ছি! কেন আমি চৈতন্য লাভ কোল্লেম!! ভীষণ শ্মশান—ভীষণ শ্মশান!! ভারতসন্তানগণ, তোমরা যে যেথানে থাকো শ্রবণ করো! বিধির লীলা দর্শন করো! আমি পাপী নই!! আমার জীবন পাপী নয়!! তবে বল—বল সকলে মিলে বল—ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার এ শাজা কেন! আমি কি ভারতসন্তানগণের জনক জননীর দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচন করিতে গিয়াছিলাম বলিয়া পাপ করিলাম! সেই পাপ!! ভ্রাতৃবৃন্দ!! সেই পাপে কি আমি এই দণ্ডভোগ কোচ্ছি!! জগদীশ্বর!! তাহাতে যদ্যপি আমার পাপ হইয়া থাকে, তবে ভ্রাতৃবৃন্দ!! এমন পাপ লাভ করিতে তোমরা শ্রেয় জ্ঞান করিও? আহা!

একবার স্বপনেও "জয় মা ভারতী" বলিয়া অনাথিনী ভারতীকে জননী বলিয়া
একবার স্বপনেও "জয় মা ভারতী" বলিয়া অনাথিনী ভারতীকে জননী বলিয়া

সম্বোধন করিও? ওঃ আমি কি কোত্তে গেছ্‌লেম কি হোলেম; কোথায়,রাজ-
সিংহাসন—কোথায় শ্মশান !! এ কল্পনা বিদ্যুতের গতি অপেক্ষা তীব্র !! আজ
হইতে বৃটীশ শাসনে ভারত শাসিত হইতে লাগিলেন ! জাহ্নবী !! আর কেন
আমাকে কষ্ট দাও মা !! আমাকে গ্রহণ কর !! তুমি জননী, আমি পুত্র,
রমা তোমার কন্যা; তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও মা !!"

এই প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিয়া, ভারতের উদ্দেশে একবার উচ্চৈঃ-
স্বরে ক্রন্দন করিলেন; ক্রন্দনপূর্ব্বক বলিলেন :—জন্মভূমি ! ভ্রাতৃবৃন্দ !
বল্লারাও !! আমাকে বিদায় দাও? তিনি এই কথা শেষ করিয়া রমাকে
বলিলেন :—"রমে ! প্রস্তুত হও? এ বিপদসংকুল স্থানে আর থাকিবার
প্রয়োজন নাই; এসো রমে !! একত্রে জীবলীলা সমাপন করিলাম, একত্রে
জীবন বিসর্জ্জন করি !! ওঃ !!"

রমা এতচ্ছ্রবণে বলিলেন :—"জীবনকান্ত ! আমি প্রস্তুত আছি, একবার
জাহ্নবীর স্তব করিয়া, তাঁহার বক্ষে একত্রে ঝম্প প্রদান করি ?" :—

রমা স্তবরূপে গাহিলেন :—

"কোথা মা জহ্নুনন্দিনী—ডাকে মা দুহিতা তব।
দাও মা চরণে স্থান ত্যজিলাম আজি ভব ॥
কোরে লোকে মহাপাপ—পায় সদা মনস্তাপ,
ঘুচাও বেদনা তার—তব গুণ কত কব ॥
ঘুচাতে ভারত দুঃখ—পাইয়াছি এই দুঃখ,
দেখো মা তুলিয়া মুখ,—আশা ওচরণে রব ॥"

রমার ক্রন্দন অসহ্য ভাবিয়া, নানা কাতর হইয়া;—"জন্মভূমি ! আর না,
বিদায় হোলেম—মা !!" বলিয়া, গঙ্গার স্রোতে ঝম্পপ্রদান করিলেন।
রমা তদ্দর্শনে ক্রন্দনপূর্ব্বক "জনক—জননী—বিদায়—জীবিতেশ্বর !! দাঁড়াও?
দাসীও—তোমার অনুগামিনী হইল।" এই কথা বলিয়া, ঝম্পপ্রদান করি-
লেন। এত দিনে নানার লীলা শেষ হইল। ভারতের সুখ রূপ ক্ষণস্বাধী-
নতা—স্বপ্নে পরিকল্পিত হইল। বৃটীশ গৌরব রবি ভারতগগনে সমুদিত হইল।

———

কা

উপসংহার।

ইংরাজগণ এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিতে ভারতকে পদতলে একে-
বারে দলিত করিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভীষণ প্রতাপে শান্তি স্থাপন
করিতে লাগিল। নানাকে অনেক অন্বেষণ করিল, কোথাও তাহার সন্ধান
না পাইয়া বিদ্রোহী বন্দীগণকে লইয়া কলিকাতায় আনয়ন করিল। সেই
দিবস হইতে বৃটীশ কটাক্ষের অগ্নিময় দৃষ্টিতে সকলে কম্পিত হইতে লাগিল।
এতদিন ভারতের যে যে অংশ ইংরাজগণের অধীন ছিল তাহা ইংলণ্ডস্থ পূর্ব্ব-
ভারতীয় বাণিজ্য সভার অধীনে ছিল। আজ হইতে সমস্ত ভারতে ইংরাজা-
ধিপত্য সংস্থাপিত হওয়াতে এই সুবিশাল রাজত্ব বাণিজ্যসভার অধীনে রাখা
অনবিধেয় জ্ঞানে তাহা ইংলণ্ডের রাজমুকুটের অধীন হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া
ইংলণ্ডের রাজমুকুট পরিধান করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতের রাজ্ঞী হইলেন।
এই যজ্ঞ ভারতে সমাধিত হইবার কারণ কলিকাতার রাজভবনে মহা যজ্ঞ
সভার আয়োজন হইল। ভারতের চতুর্দ্দিকের সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করা
হইল। সকল দেশের জ্ঞানী ও ধনিবৃন্দকে আহ্বান করা হইল। মহাত্মা
ক্যানিং সাহেব এই যজ্ঞের নায়ক হইলেন।

১৮৫৮ খৃঃ ১লা নবেম্বর তারিখে সভামণ্ডপে সুসজ্জিত রত্নসিংহাসন স্থাপিত
হইল। সিংহাসনের নিম্নে একধারে ব্যাঘ্র ও অপর ধারে সিংহ অঙ্কিত হইল।
সিংহাসনের উপরে রত্নময় আসনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে মুকুট স্থাপিত
হইল। মহাবীর ক্যানিং সম্মুখে বসিলেন। অপরাপর ইংরাজগণ আহুত
রাজগণকে সম্মান করিয়া, উপস্থিত ধনি ও জ্ঞানীগণকে আপ্যায়িত করিয়া
নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইলেন। সভার অতি চমৎকার শোভা হইল। এমন সময়ে
ক্যানিং সাহেব সিংহাসন চুম্বনান্তর দাঁড়াইয়া সকলের উদ্দেশে বলিলেন :—

"উপস্থিত রাজগণ ও প্রতিদেশীয় মান্যনীয় প্রজাগণ :—সকলে শ্রবণ
করুন ! এত দিন ভারত বৃটনীয় বাণিজ্য সভার অধীনে ছিল, আজ হইতে
ইহা আমাদের ইংলণ্ডের রাজমুকুটের অধীন হইল। আমি সেই মুকুটের
অধীনে প্রধানতম শাসনকর্ত্তা হইলাম। মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক্ষণে ইংল
ণ্ডের রাজ্ঞী, তিনিই ভারতের রাজ্ঞী হইলেন। সেই মহারাণীর মঙ্গল কামনা
করিয়া তাঁহার অধীনে রাজগণ মিত্ররাজরূপে অবস্থান করুন; হিতার্থী প্রজা-
গণ হিতসাধন করিয়া সম্মান লাভ করুন।" রাজগণ অবনতমস্তকে পূর্ব্বস্ম
স্মরণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইংরাজহিতার্থী প্রজাবৃন্দ আনন্দ প্রক

করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হিপ্ হিপ্ হুরা শব্দ উঠিতে লাগিল; আনন্দ বাদ্য ধ্বনি বাদ্যকরেরা বাজাইতে লাগিল। ক্যানিং সাহেব প্রতি রাজাকে অভিবাদন করিয়া সনন্দ পত্রিকা প্রদান করিলেন। রাজাগণ যৌতুক প্রদান করিলেন। মহারাণীর ভারত রাজ্ঞী নাম ঘোষিত হইল এই আনন্দে চারিদিকে ভোজক্রীড়া হইতে লাগিল। সভাস্থলে কয়েকজন বঙ্গবাসিনী নর্ত্তকী উপস্থিত সভ্যগণের মনোরঞ্জনার্থে ও ভিক্টোরিয়ার জয়গুণ গাহিতে তদ্দেশে প্রবেশ করিয়া নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল :—

"মরি কি শোভা হইল।
ভারতের সিংহাসনে ভিক্টোরিয়া শোভিল ॥
ঘনমাঝে সৌদামিনী—উষা ভালে দিনমণি
তেমতি মোহনরূপে আজি প্রাণ মোহিল :—
ভারতের দুঃখনিশা এবে বুঝি পোহাইল ॥
জাগাইয়া মনোপ্রাণ—দেখহ ভারত সন্তান
নবীনা জননীরূপে—ভিক্টোরিয়া উদিল :—
এতো দিনে তাঁর বশে ভারত ভব পুরিল ॥"

ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী হইলেন। পুষ্পের সাজে ও তৌতিক আলোকে নগরী অমরাপুরীর ন্যায় হইল। আনন্দ বাদ্য অবিরামে বাজিতে লাগিল। অদূরে তোপধ্বনি হইল। সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিবস বন্দীগণের বিচার হইল, বিচারমতে মহাম্মদ বাহাদুর চিরজীবনের মত ব্রহ্মদেশে দেশান্তরিত হইলেন, তথায় অনাহারে কষ্ট পাইয়া জীবন পরিত্যাগ করিলেন। আজীমুল্লা, আনন্দউদ্দীন, তান্তিয়াতোপী প্রভৃতির গুরুপাপের প্রায়শ্চিত্ত অপর কিছু না থাকাতে ফাঁসির হুকুম হইল, তাহাদের ফাঁসি দেওয়া হইল।

ওদিকে বল্লারাও অহল্যাকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন, যমুনা অহল্যার অনুমতি মতে উপাচুম্নাকে লইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইল। নানকচাঁদ উপযুক্ত পারিতোষিক লাভ করিলেন। শিবপ্রসাদ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। নানা কোন উপায়ে রমার সহিত গঙ্গার বক্ষ হইতে জীবন রক্ষা করিয়া নেপালাভিমুখে গমন করিলেন।

সমাপ্ত।